অপূর্ব্ব নৈবেদ্য।



শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

প্রণীত ও প্রকাশিত।

১৭ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট—কলিকাতা

প্রিণ্টার ঃ—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী।

মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌,

৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

সন ১[illegible]৯ সাল।

মূল্য কাগজ ও মলাটের [illegible]রতম্য-অনুসারে

মূল্যের তালিক

—ঃ০ঃ—

"অশোক-গুচ্ছ"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ২৲ দুই টাকা, কাপড়ে ।।০ দেড় টাকা, কাগজে ১৲ টাকা।

"গোলাপ-গুচ্ছ"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ২৲ দুই টাকা, কাপড়ে ।।০ দেড় টাকা, কাগজে ১৲ এক টাকা।

"পারিজাত-গুচ্ছ"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ২৲ দুই টাকা, কাপড়ে ।।০ টাকা, কাগজে ১৲ এক টাকা।

"শেফালি-গুচ্ছ"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ১৸০ সাত সিকি, কাপড়ে ।০ পাঁচ সিকি, কাগজে ৸০ বার আনা।

"অপূর্ব্ব-নৈবেদ্য"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ১৸০ সাত সিকি, কাপড়ে ।০ পাচ সিকি, কাগজে ৸০ বার আনা।

"অপূর্ব্ব-শিশুমঙ্গল"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ১।০ পাঁচ সিকি, পড়ে ৸০ বার আনা, কাগজে ।।০ আনা।

"অপূর্ব্ব-ব্রজাঙ্গনা"—মূল্য—রেশমী বাধা ৸০ বার আনা, পড়ে ।।০ আট আনা, কাগজে ।০ চারি আনা।

"অপূর্ব্ব-বীরাঙ্গনা"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ৸০ বার আনা, কাপড়ে আট আনা, কাগজে ।৵০ ছয় আনা।

"হরিমঙ্গল"—মূল্য—।।০ আট আনা।

"মালঞ্চ কাব্য"—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস প্রণীত। মূল্য—রেশমী বাঁধা দেড় টাকা, কাপড়ে ১৲ এক টাকা, কাগজে ৸০ বার আনা।

"দেবেন্দ্র-মঙ্গল"—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার প্রণীত। ৵০ এক আনা।

উৎসর্গ।

যাঁহার বাসন্ত হৃদয় চিরদিনই

লালে লাল অশোক-পুষ্পে রঞ্জিত,

যাঁহার যশোনক্ষত্র শুক্রতারার মত

সাহিত্যাকাশে

জ্বল্-জ্বল্ জ্বলিতেছে,

যিনি অপূর্ব্ব সাহিত্য-রসে চিরদিনই রসিক,

যিনি নবীন লেখকদিগের সাহিত্য-গুরু,

ভক্তিদেবী যাঁহার সুন্দর হৃদয়কে অপূর্ব্ব নৈবেদ্যস্বরূপ

বিভুপাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছেন,

সেই ঋষিকল্প মহাপ্রাণ

অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে

এই "অপূর্ব্ব নৈবেদ্য"

উপহারস্বরূপ সাদরে অর্পিত হইল।

নিবেদন।

কাল ৺শারদীয়া পূজার আরম্ভ। শ্রীভগবানের অপার মহিমা-প্রভাবে ও তাঁহার ভক্ত-মণ্ডলীর আশীর্ব্বাদ-বলে, গত দশ দিনের মধ্যে, আমার প্রণীত ও প্রকাশিত দশ খানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া, আজ (৩০এ আশ্বিন—বুধবারে) প্রকাশিত হইল। আমার বন্ধুবর স্থকবি প্রবোধচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত "দেউল" কাব্যও অদ্য প্রকাশিত হইত; কিন্তু গ্রন্থখানির আকার কিছু ছোট হইয়াছে বলিয়া, তিনি এক্ষণে প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। সম্ভবতঃ কাব্যখানি ১০।১৫ দিবসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।

যাহাতে গ্রন্থগুলি এই কয় দিবসের মধ্যেই মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য পুত্রপ্রতিম শ্রীমান্ ভবতারণ সরকার বি, এ—শ্রীকৃষ্ণপাঠশালার হেড্‌মাষ্টার—যার পর নাই পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ ছিল, তথাপি তিনি "একা—একশত" হইয়া খাটিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য-ব্যতিরেকে এ "অসাধ্য" কখনই "সাধ্য" হইত না। আশীর্ব্বাদ করি, তিনি সর্ব্বপ্রকার আনন্দের ভাগী হউন।

আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুযুগল, চৈতন্য লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয় ও সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত, মহাশয়—মুক্তহস্তে, নিজ নিজ লি-

ব্রেরীর মাসিক পত্রাদি দিয়া, প্রেসগুলির জন্য কাপি প্রস্তুত করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ-গুণে, এই নয় দশ দিনের মধ্যেই আমার প্রায় সমস্ত গ্রন্থ গুলির কবিতা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। এজন্য আমি তাঁহাদের কাছে চিরঋণী হইয়া রহিলাম।

গত দুই তিন দিবসের মধ্যে Acme প্রেসের আমার বন্ধুরা,—কবি চিত্তরঞ্জন দাস, কবি প্রবোধচন্দ্র ঘোষও আমার ফটোর ব্লক্ প্রস্তুত করিয়া ও ছবিগুলি প্রিণ্ট করিয়া, আমাকে যারপর নাই সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের কাছেও আমি চিরঋণী হইয়া রহিলাম।

বাণী প্রেস, এমেরাল্ড প্রেস, নিউ ইণ্ডিয়া প্রেস, সাণ্ডেল প্রেস, ভিক্টোরিয়া প্রেস, মেট্কাফ্ প্রেস, মেট্কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ও আমার ধন্যবাদের পাত্র। সহৃদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, স্নেহাস্পদ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতমোহন মজুমদার, কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, ভূতনাথ সাহা, নলিনীমোহন ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ পাল ও কয়েকটি ছাত্র বিবিধ প্রকারে, আমাকে যথেষ্ট সাহায্যদান করিয়াছেন ; এজন্য তাঁহারাও আমার ধন্যবাদের পাত্র।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, "অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল", "অপূর্ব্ব নৈবেদ্য" প্রভৃতি "অপূর্ব্ব হইল" কি প্রকারে ? ইহার উত্তরে করযোড়ে নিবেদন করিতেছি,—এই কাব্যগুলির অধিকাংশ কবিতাই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে বিরচিত হইয়াছে। এইজন্যই তাহারা অপূর্ব্ব! বড় মানুষের ঘরের ঝি চাকরও বড় মানুষ

"অশোক গুচ্ছ" কাব্যে "স্বর্ণলতা" কবিতার গৌর-চন্দ্রিকাটি ভ্রমবশতঃ মুদ্রিত না হওয়ায় কবিতা ও পাঠক উভয়েই বিপন্ন হইয়াছেন। সংক্ষেপে গল্পটি এই—স্বর্ণলতার পিতা ঘোর মাতাল ছিল। তাহার বালিকা কন্যার হাতে একটি দুআনি ছিল; অনুরোধস্বত্ত্বেও, বালিকা সে দু-আনি মাতাল পিতাকে দেয় নাই,—এই জন্য পাষণ্ড পিতা কন্যার বুকে সজোরে পদাঘাত করে। কন্যা মরিয়া গেল, কিন্তু সে নিজমুখে কন্যা-হন্তার নাম প্রকাশ করে নাই।

অবকাশ-অভাবে "মালঞ্চে"র ভূমিকা লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। তা হউক Good wine needs no bush.

গ্রন্থগুলিতে শত শত ত্রুটী রহিয়া গেল। আশা করি, সহৃদয় পাঠকপাঠিকারা মার্জ্জনা করিবেন।

বিনীত--

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

সূচীপত্র।



শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

অপূর্ব্ব নৈবেদ্য।

শ্রীহরির প্রতি।

ওগো অখিলের স্বামি ! জানি আমি অতি অকিঞ্চন,
চিরদিন, চিরদিন গুণহীন, অধম পাতকী,—
ভরসা তোমার দয়া শুধু ! রুক্ষ সেফালীর শাখী
হয় না কি প্রসূন-বৈভবময়, অপূর্ব্ব-শোভন,
হিল্লোলে হিল্লোলে আহা পূর্ণিমার তরল কাঞ্চন
পড়ে যবে তরুশিরে ? হিমক্লিষ্ট কাননের পাখী
মাধবের সাড়া পেয়ে, সহকার-আড়ালেতে থাকি,
ঝঙ্কারিয়া উঠে না কি, আলাপিয়া বাসন্তী কূজন ?
হে নাথ, যে অতিতুচ্ছ মৃত্তিকার চুলার উপরে
চুয়ায় গোলাপ-জল, তাও হয় সুরভি, সুন্দর,
পশে গোলাপের বাস যবে তার অন্তর-অন্তরে,
উথলিয়া উঠে তার স্তরে স্তরে লাবণ্য-লহর !
হে অপূর্ব্ব গোলাপী-সৌরভ-উৎস !—আমি হীন মাটী,
তব স্পর্শে হর্ষে হব সুধাসিক্ত, অতি পরিপাটী !

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি।

(১)

শুনিয়াছি,—বন হ'তে ধরি আনি বনের ময়না,
চতুর মানব তারে শিখাইতে মানবের ভাষা,
কত না প্রয়াস করে! বৃথা চেষ্টা—হায় রে দুরাশা!
বন-পাখী গৃহকোণে ধায় ছুটি, প্রসারিয়া ডানা,
শিক্ষা পেতে নিতান্ত নারাজ! সে যতন, সে সাধনা,
দীক্ষা দিতে তারে, ঘোর বিড়ম্বনা! পাখী কর্ম্মনাশা,
গুরুর সে আকিঞ্চন, অনুযোগ, প্রীতি, ভালবাসা,
বোঝে না, শোনে না কিছু; পাখী ভাবে "এ কি রে লাঞ্ছনা!"
পরাজিত গুরু শেষে, পাতে চুপে, কৌশলের জাল;
বৃহৎ আরসী আনি, রাখে ধীরে বিহগের পাশে—
হেরি নিজ প্রতিবিম্ব, নেচে উঠে উৎসাহে উল্লাসে,
প্রতারিত বন-পাখী!—দর্পণের পিছে, অন্তরাল
হইতে, শিখায় গুরু! মুগ্ধ পাখী শিখে সেই গান;
সে ভাবে, গাইছে আরসীর পাখী! আনন্দে অজ্ঞান!

(২)

হে প্রভু! হে মহাগুরু! আমরাও পাখীর মতন,
শিক্ষা, দীক্ষা সকলই, মোহে পড়ি করি অবহেলা;
তাই তুমি হে চতুর! চুপে আন অদ্ভুত দর্পণ!—
হে কৌশলি! হে মায়াবি! কে বুঝিবে তোমার এ খেলা?

নরদেহ-দর্পণের অন্তরালে, গৌরাঙ্গ সাজিয়া,
কভু সাজি যিশুখ্রীষ্ট, কভু সাজি গোকুলবিহারী,
আমা সবে শিখাইতে দেবভাষা—যাই বলিহারী !—
কতই প্রয়াসী তুমি ! শিখি মোরা আনন্দে মাতিয়া !
মাতোয়ারা, প্রেমসুধা পান করি, দুবাহু তুলিয়া,
আরসীর প্রতিবিম্বে হেরি আহা নিজের মূরতি,
হই মোরা মন্ত্রমুগ্ধ ! নেত্রে ভায় দেবতার জ্যোতিঃ ;
তোমার শকতি-স্পর্শে, হর্ষে নাচি, গাহিয়া গাহিয়া !
কে শিখিত দেবভাষা, মহাকবি ! তুমি না শিখালে ?
কে নাচিত দেব-নৃত্য, নটবর ! তুমি না নাচালে ?

মা।

তবু ভরিল না চিত্ত ! ঘুরিয়া ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম ! বন্দিনু পুলকে,
বৈদ্যনাথে ; মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে ;
হেরিনু বিন্ধ্য-বাসিনী বিন্ধ্যে আরোহিয়া ;
করিলাম পুণ্য-স্নান ত্রিবেণী-সঙ্গমে ;
"জয় বিশ্বেশ্বর" বলি ভৈরবে বেড়িয়া,
করিলাম কত নৃত্য ; প্রফুল্ল আশ্রমে,

রাধা-শ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা,
গীত-গোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া
ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে ; পাণ্ডারা আসিয়া
গলে পরাইয়া দিল বরগুঞ্জ-মালা।
তবু ভরিল না চিত্ত! সর্ব্ব-তীর্থ-সার,
তাই মা, তোমার পাশে, এসেছি আবার!

সাবিত্রী।

[আমার পিতৃদেবের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে এই কবিতাটি আমার মাতাঠাকুরাণীর পাদপদ্মে উপহার-স্বরূপ অর্পিত হইল।]

গেল রাত্রি, এল দিবা ; কি বিচিত্র বিভা
(অন্ধ আমি) মম চক্ষে ধীরে এল নামি!
—হে সাবিত্রি, তব নাম বঙ্গের বিধবা,
হে বিধবা, সত্যবান্ তোমারই স্বামী!
রাশ নাম ডাক নাম দ্বিনাম-ধারিণী
হে সাবিত্রি পৌরাণিক, হে বঙ্গ-বিধবা,
হেরি তোমা, (অরণ্যেও তুমি রাজরাণী)
বৈভবের পদসেবা ইচ্ছা করে কেবা?
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিশি! নির্ম্মম অরাতি
কাল-ফণি, সত্যবানে করিল দংশন—
হে মৃত্যু, ক'র না স্পর্শ—ও কি সুধু স্মৃতি?

ও কি সুধু একাদশী ব্রত-উদযাপন ?
হে কৃতান্ত, স'রে যাও—সাবিত্রী সুন্দরী
স্বামি-দেহ বক্ষে করি জাগিছে শর্ব্বরী !

উপহার।

বঙ্গসাহিত্য-কণ্ঠহার কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু বলদেব
পালিত মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু।

প্রদোষে গায়ক যথা তটিনীর তীরে,
প্রাণের নির্য্যাস ঢালি গায় ধীরে ধীরে ;
দেহশূন্য প্রেত-প্রায় করি "হায় ! হায় !"
নদীবক্ষে সেই সুর ভাসিয়া বেড়ায় ;
ক্ষীণতর—ক্ষীণতর—অস্ফুট হইয়ে,
নদীর কল্লোলে শেষে যায় মিশাইয়ে ;
আমিও তেমতি, দেব ! সংসার-সাগরে,
গ্রীক-কবি-সোয়ান্-সম, * কাতর অন্তরে
গাইগো আসন্ন-গীতি, পরাণ ঢালিয়া ;
কালের তরঙ্গে সুর যাবে মিলাইয়া।
আমি ও আমার সুর এক এবে হায়,
তোমার দেবেন্দ্র, দেব ! নাহি এ ধরায়।

* The swan of the Greek poets.

নয়নের জ্যোতিঃ মোর গিয়াছে নিবিয়া ;
দশন-গহ্বরে হায় গিয়াছে বসিয়া
কঠোর অধর এবে ; অবশ এ কর,
লিখিতে বসিলে পরে কাঁপে থর থর ;
হেরি চরণের গতি কত নর-নারী
স্মের মুখে, ঘৃণা-চোখে, দেয় টিট্‌কারি ;
দয়েল, কোকিল, শ্যামা গিয়াছে উড়িয়া,
অস্থির পিঞ্জর স্থধু র'য়েছে পড়িয়া ;
চিনিতে নারিবে মোরে হেরিলে সহসা,
শিহরি উঠিবে শেষে হেরিয়ে দুর্দ্দশা ;—

সধবা।

"অশ্রুকণা" পাঠান্তে।

বিধবা সে ; আমি তারে ভাল ক'রে চিনি ;—
সবে করে উলুধ্বনি, ছাল্‌না তলায়,
'এয়ো' সবে দীপ হস্তে কৌতুকে দাঁড়ায় ;
উৎসব ছাড়িয়া গৃহে চলিল রমণী !
পথে যেতে যেতে, এক অশোকের তলে,
চমকি থমকি বালা দাঁড়াইল ত্রাসে !
"হে সধবা, কোথা যাও ?" কে যেন রে বলে,

জ্যোৎস্নার আবছায়ে, মধুর সম্ভাষে !
জ্যোৎস্না কহিল রঙ্গে শ্রীঅঙ্গ জড়ায়ে,
"চল্ আলি, আমি তোর বারাণসী চেলি,"
আঁধার কহিল যত্নে, চরণে লুটায়ে,
"আমি ওই চেলির অঞ্চল ঝিলিমিলি !"
অশোক পড়িল ঝরি সীমন্ত-উপরি ;
বাসর জাগিতে হর্ষে ফিরিল সুন্দরী !

হোমাগ্নি।

পূজনীয়া শ্রীমতী মোহিনী দেবীর "স্মৃতি"-শীর্ষক কবিতা
পাঠ করিয়া লিখিত।]

কি মন্ত্র শুনালে আজি, বিশ্ববিমোহিনী,
অয়ি যাদুকরী কবি ? এ কি শোকগাথা ?
এ তো নহে বিষ—এ যে সুধা-নির্ঝরিণী
চন্দন প্রলেপে যেন জুড়াইলে ব্যথা !
দীপ্তমণি-শিখা মাঝে পড়ে গো যেমতি
পতঙ্গ অনলভ্রমে অপূর্ব্ব হরষে ;
তবু নাহি হয় দগ্ধ ;—আমিও তেমতি
তোমার ও কবিতার জ্বলন্ত পরশে !

হে সুন্দর শিক্ষাদাত্রি! কি অপূর্ব্ব শিক্ষা
পাইলাম—পাইলাম দিব্যচক্ষু আজি!
(গুরুমন্ত্রে শিষ্য যথা পেয়ে নবদীক্ষা
লভে গো দ্বিজত্ব চারু) একি ভোজবাজী!
বুঝিয়াছি "লোলজিহ্বা দীপ্ত দুঃখানল
নহে, নহে চিতা—শুভ্র হোমাগ্নি উজ্জ্বল!"

বিধবা।

[কবিকুল-নেত্রী শ্রীমতী গিরীন্দ্র মোহিনী
দাসীর উদ্দেশে বিরচিত।]

চিনেছি; চিনাতে আর হবে না তোমায়।
বঙ্গের বিধবা তুমি আজন্ম-দুঃখিনি!
শ্মশান হইতে আনি এক মুষ্টি চিতানল,
জ্বালিয়ে রেখেছ বক্ষে দিবস যামিনী।

চিনিয়াছি; চিনিবার নাহি কিছু বাকি।
স্বামীর চিতার পার্শ্বে দাঁড়ায়ে কৌতুকে,
পবিত্র সে চিতারজঃ, আগ্রহে দু'ভুজে ধরি,
মাখিলে আননে, বক্ষে, চরণে, অলকে।

চিনিয়াছি; কে না জানে তোমার কাহিনী?
সেই সে প্রয়াগ তীর্থে, ত্রিবেণী সঙ্গমে,

আগুল্‌ফ-লম্বিত কেশ, মুড়াইয়া হেসে হেসে,
পালিলে গো অনায়াসে সতীত্ব-ধরমে।

চিনিয়াছি; খ্যাতি তব বিশ্বচরাচরে।
শ্মশান-মন্দির-তটে, তরঙ্গিণী-তীরে,
রূপকান্তি, সুখশান্তি, বিচিত্র নৈবেদ্যরাশি
ভক্তি ভাবে, বিসর্জ্জিলে জাহ্নবীর-নীরে।

চিনিয়াছি; ভুলিবার নহে ও মূরতি!
স্বামী সাথে সব সাধ করি বিসর্জ্জন,
বৈশাখের তীব্র তৃষ্ণা, চির নিবৃত্তির তরে
গণ্ডূষে করিলে পান জাহ্নবী-জীবন!

চিনিয়াছি; তপস্বিনি, তোমারো শরীরে,
প্রকাশ পাইছে সব সেই যে লক্ষণ!
সেই ম্লান অধোদৃষ্টি, সেই ক্ষাম অঙ্গযষ্টি,
সেই আধ জাগরণে বিহ্বল নয়ন!

চিনিয়াছি; তবে মোর কেন এ ক্রন্দন?
(হে ভগিনি, এই দেখ মুছিনু নয়ন।)
স্বামীর আছিলে আগে, হে সুন্দরি, এবে তুমি
বিপুল বঙ্গবাসীর আপনার জন!

চিনিয়াছি; তাই বন-তুলসীর মালা
আনিয়াছি তব তরে, দেখ তপস্বিনি!

তোমার শ্রীকণ্ঠে উঠি আমারো এ বনমালা,
ধরিবে অপূর্ব্ব শোভা, হে কবিভগিনি !

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতি।

[তাঁহার নভেল্‌গুলি পাঠ করিয়া।]

বঙ্গবধূ,—কারাগারে সুচির-বন্দিনী,
দৈবযোগে পায় যদি করিতে ভ্রমণ
মালঞ্চে ; কতই গো হয় সে সুখিনী !
বকুলে চম্পকে করে অঞ্চল পূরণ,
কুঞ্জে কুঞ্জে ছুটাছুটি করে সোহাগিনী !
(যেন কোন লীলাময়ী চঞ্চলা তটিনী !)
তোমার মানস-কুঞ্জে ভ্রমিয়া ভগিনি,
তেমতি এ হিয়া মোর হয়েছে সুখিনী !
উচ্ছ্বাসিনী, উল্লাসিনী, উন্মাদের পারা,
কবি-হিয়া হয় যথা নবীন জীবনে
সাগরোর্ম্মি দরশনে ; কিম্বা আত্মহারা,
হেরিয়া অলকানন্দা হিমাদ্রি-ভবনে ;
কিম্বা যথা তীর্থযাত্রী বারাণসী গিয়া,
হেরে অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি অবাক্ হইয়া !

আনন্দ।

[গল্পসল্প পাঠ করিয়া।]

চাহি না চামেলি, বেলা, কেতকী, মোতিয়া ;
বিখ্যাত গাজীপুরের গোলাপী আতর ;
চাহি না মৃগকস্তুরী, সৌরভে ক্ষেপিয়া,
আপনি হরিণ যাহে হয় রে কাতর !
আমি চাহি ঝুরু ঝুরু মলয়া-বাহিত,
বন-তুলসীর এই গন্ধ মনোহর ;
সরলা বনদেবীর সোহাগ-রঞ্জিত,
দোপাটির অতি মৃদু সৌরভ সুন্দর !
কুহু-কুহরিত আর অলি-মুখরিত,
নিভৃত কুঞ্জভবনে, বসিয়া বসিয়া,
আমার এ কবি-হিয়া হয় উলসিত,
বন-সারিকার মৃদু সম্ভাষ শুনিয়া !
নিম্নে সুধু ঝাড়, নৃত্য, আলোক, সঙ্গীত ;
আমার এ ছাদ ভাল—জ্যোৎস্না-আকুলিত !

ভারতী।

[আমার কবি-ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী-সম্পাদিকার করকমলে, এই কবিতাটি উপহারস্বরূপ অর্পিত হইল।]

বসন্ত-পঞ্চমী নিশি ! দেখিনু স্বপন
কি অদ্ভুত ! বসিয়াছে বীরাঙ্গনা-মেলা !
খনার অলকগুচ্ছে তারকার মালা
দুলিছে ; পরিয়া মরি অঙ্গুরি-রতন,
হাসিছে পোর্‌শীয়া, * রঙ্গে নাচিছে নয়ন।
বামা এক (জ্যোতির্ম্ময় স্থির আঁখি-তারা)
আঁকিছে রমলা-মূর্ত্তি † হ'য়ে আত্মহারা,
হেরিছে অবাক্ হ'য়ে মুখর ভুবন !
অন্য বামা করিনেরে ‡ করিছে চুম্বন,
ক্রোড়ে ল'য়ে, স্নেহময়ী জননী-মূরতি !
কোনো বামা বীণাকণ্ঠে করে গুঞ্জরণ,
অকালে মুঞ্জরী উঠে বসন্ত-ব্রততী !
সব মূর্ত্তি হ'ল এক ; মধুর আকৃতি,
একি ! একি !—শিয়রেতে বঙ্গের ভারতী !

* Portia. † Romola. ‡ Corinne.

যমুনা।

[শ্রীমতী কামিনী সেনের "যমুনা-কল্পনা" পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছি। স্ত্রীকণ্ঠে এমন সুন্দর সঙ্গীত খুব কম শুনিয়াছি। আমার এই কবিতাটি তাঁহার করকমলে উপহার-স্বরূপ অর্পিত হইল। বলা বাহুল্য, ইহা তাঁহারই কবিতার ম্লান প্রতিধ্বনি মাত্র।]

ধীরে ঊষাকর ধরি, নামিল সুন্দরী,
নীল কালিন্দীর নীরে ; আকণ্ঠ ডুবিয়া,
বিশ্বের পীরিতি নিল অঞ্জলিতে পূরি ;
অমৃত করিল পান অবাক্ হইয়া !
সহসা আঁখির জল গেল তার সরি ;
হেরিল সে সবিস্ময়ে, বাজিছে বাঁশরী,
যমুনা উজান বহে আবেশে শিহরি,
শ্যামা-জলে ভেসে গেল গোপিনী-গাগরি !
"কোথায় গাগরি !" বলি চারু চন্দ্রাবলী
করে রঙ্গ ; ব্যঙ্গ করে দিয়ে করতালি ;
রাধাপদ্ম করে ল'য়ে, রাধার সহেলি
সাজায় শ্যামেরে ; হর্ষে হাসে বনমালী !
হে সুন্দরি ! ও কি ওই যমুনা বহিছে ?
তোমারি কবিতা ও যে গাহিয়া চ'লেছে !

নব তপস্বিনী।

[আমি দেখিতে পাই, বালিকা-কবি শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী ও শ্রীমতী প্রমীলা বসু, উদাস খেদোক্তিময় কবিতা লিখিয়া থাকেন। পাঠ করিলে, চিত্তে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের উদয় হয়। তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া এই কবিতাটি রচিত হইল।]

নিবাও নিবাও শীঘ্র ; এত কি আমোদ ?
জ্বালিছ সাঁজের দীপ হ'য়ে কুতূহলী !
দেখিছ না ? এখনো যে এক ছাদ রোদ !
উচিত এ উদ্বোধন আইলে গোধূলি।
দুপূরে কি বাজে সখি, ঝিল্লির নূপুর ?
তুমি কি ভেবেছ ওই বৈকালী যূথিকা
ফুটিয়াছে ? হায় হায় ক্রূর পিপীলিকা
কুসুমের মর্ম্মে পশি ক'রেছে আতুর !
কল্পনার শিল্পশালা নিরালায় বসি,
মধ্যাহ্নে ধরেছ কেন পূরবী রাগিণী ?
থাম থাম ; চিত্রগুলি পড়ে খসি খসি !
রঙে রঙে মেশামিশি আপনা আপনি
কোথায় চিত্রিব আমি অনঙ্গমোহিনী,
হ্যাদে দেখ, চিত্রিয়াছি শঙ্কর-ঘরণী !

-মঙ্গল।

[কবি-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত বাবুর শিশুকন্যার ফোটো-দর্শনে এই কবিতা কয়টি রচিত হইয়াছে।]

চিত্র।

১

এ কি চিত্র! সৌন্দর্য্যের জাগ্রত প্রতিমা
শোভিছে বালিকা-বেশে; লাবণ্য-লহরী
এলান কুন্তল-জালে রাজিছে আ মরি!
ফুল্লনেত্রে ফুল্লাধরে একি শ্যামলিমা!
চির-বসন্তের রাজ্য-মহিমা-গরিমা
হ'য়েছে প্রচার আহা শিশুর হৃদয়ে!
রাশি রাশি দৃষ্টি-অলি ও রূপ-নিলয়ে
পড়ে গিয়া; হের দেখ কণ্ঠের ভঙ্গিমা!
জলধি-ভবনে যেন বালিকা কমলা,
এক দৃষ্টে হেরিতেছে, ঝলকে ঝলকে
ঝলসে রতন বিভা! প্রশান্ত, সরলা,
শিশু গৌরী হেরে যেন জলদে চমকে
চপলা আকাশ-বালা; অদূরে শিখিনী
নাচে রঙ্গে; আর্দ্রনেত্র মেনকা-জননী!

২

থাক্ মা, থাক্ মা, তুই কবির শিয়রে,
চির-নব, চির-ঊষা, চির-জ্যোৎস্না-রূপে !
কবি-কর্ণে বাজে শঙ্খ উৎসব-বাসরে—
ভ'রে যাক্ মোর গেহ দেহ-গন্ধ-ধূপে !
চির-সরলতা তোর, চির-মধুরতা,
বাঁধা পড়িয়াছে এই চিত্রের মাঝারে ;
ভাগ্যবান্ আমি, তোর চির-প্রফুল্লতা
বিকচ ফুলের সাজি দিতেছে আমারে !
চির হাসি, চির শান্তি, সংসার-নিদাঘে,
মধুর উজ্জ্বল দৃষ্টি আশঙ্কা সন্দেহে,
থাক্ মা, থাক্ মা, হেথা ; দীপ্ত অনুরাগে,
হোক্ চির-দুর্গা-পূজা দরিদ্রের গেহে !
কি আনন্দ ! চিত্রে বদ্ধ তোর বরতনু ;
দেবেন্দ্র-ভবনে যেন চির-রামধনু !

৩

অয়ি কন্যা, পেয়েছিস্ কি মহিমা তুই
চিত্রমাঝে ! সংসারের শোক তাপ জরা
পশিতে নারিবে তোরে ; অজরা, অমরা,
চিরানন্দ-নিকেতনে লো আনন্দময়ি !
ওই তোর তরঙ্গিত কেশের কলাপ,
করিবে আলাপ সদা স্কন্ধ সাথে তোর !

ওই তোর "হেঁসোহার", যেন চন্দ্রচাপ,
নিশি দিন পাবে শোভা গৃহাকাশে মোর,
বিবাহ-রজনী উমা হবে যবে ভোর,
জনক জননী তোর কেঁদে হবে সারা,
কিন্তু মেয়ে, র'বি তুই গৃহমাঝে মোর,
চির-কুমারীর রূপে, রূপের ফোয়ারা !
হবে না এ মুখ ম্লান, হাস্যগীতি বন্ধ ;
পর্ব্বে পর্ব্বে পূজা তুই, ত্রিদিব আনন্দ !

পরিচয়।

১

এত দিন কোথা ছিলি পাগলিনী মেয়ে ?
ব'সে আছি তোর ওই আশা-পথ চেয়ে !
সুধাংশুমণ্ডলে তুই, ছিলি কি আনন্দময়ি,
চকোরেরা উড়ে যথা সুধা-সর ছেয়ে ?
জ্যোৎস্না-কিরণ মাথে, তুইও তাদের সাথে,
খেলাতে মগন ছিলি গান গেয়ে গেয়ে ?
এত দিন কোথা ছিলি পাগলিনী মেয়ে ?

২

এতদিন কোথা ছিলি পাগলিনী মেয়ে ?
প'ড়ে আছি তোর ওই আশা-পথ চেয়ে !

অপ্সরার কণ্ঠে যথা, আরক্ত অপরাজিতা,
পারিজাত-লতাগুলি উঠে বেয়ে বেয়ে,
তুইও ইন্দ্রাণী-গলে, হেলে দুলে, কুতূহলে,
ছিলি লগ্ন, মগ্ন দেবী তোর স্পর্শ পেয়ে!
এতদিন কোথা ছিলি পাগলিনী মেয়ে ?

৩

এত দিন কোথা ছিল পাগলিনী মেয়ে ?
প'ড়ে আছি এই বিশ্বে তোর পথ চেয়ে!
মনে নাই ? তোর সঙ্গে, সপ্ত ঋষি-ধামে রঙ্গে
অরুন্ধতী-পদধূলি মাখিতাম ধেয়ে!
রোহিণী গাহিত গান, মঙ্গল ধরিত তান,
তোর ওই কচি কচি মুখ-পানে চেয়ে!
এত দিন ছিলি কোথা পাগলিনী মেয়ে ?

৪

এত দিন ছিলি কোথা পাগলিনী মেয়ে ?
আছি প'ড়ে দুনিয়ায় তোর পথ চেয়ে!
শুনিয়া বেসুরা গান, মর্ম্মাহত মোর প্রাণ ;
ফেলেছে ধরার ধূলা প্রাণতন্ত্রী ছেয়ে!
বিশ্বে আনো সুরপুর, বেসুরা হউক দূর—
পুরাতন সঙ্গী আমি, মোর পানে চেয়ে,
গাও গান কল-তান ; লজ্জা কি লো মেয়ে ?

———

জুলিয়েট্।

লাল, নীল, শ্বেত, পীত স্বর্ণবর্ণরাজি,
পুষ্পোপরি পুষ্প ঢালা, পরতে পরতে ;
শিশির ও জ্যোৎস্না ঢালা সঙ্গীতের স্রোতে ;
কি বিচিত্র সমাবেশ ! এ কি ছায়াবাজী ?
বসন্ত-উৎসব-দিনে, মালাকার সাজি,
কি গড়িলে একচিত্তে অনঙ্গমোহিনী ?
স্ফূর্ত্তিময়ী মূর্ত্তি এ যে ! স্মর-সোহাগিনী,
ক্লান্ত তুমি ;—ঘুমাও, ঘুমাও, দেবি আজি !
চুপি চুপি, ধীরে তথা, আসিয়ে মদন,
বিচিত্র সে পুষ্পমূর্ত্তি অবাক্ নেহারি !
মুগ্ধ স্মর, কর্ণে তার করি উচ্চারণ
অগ্নি মন্ত্র, "উঠ, উঠ" কহিলা ফুকারি—
বিস্ফারি যুগল নেত্র, মূরতি হাসিল,
"আমি জুলিয়েট" বলি, উঠি দাঁড়াইল !

মিরেণ্ডা।

দেখিনু অদ্ভুত স্বপ্ন। পূর্ণিমা শর্ব্বরী ;
নিথর শান্তির রাজ্যে সুধাকর হাসে !
সহসা উঠিল ঝড়, তোলপাড় করি
স্বর্গ মর্ত্ত্য ; ম্লান শশী কাঁপিল তরাসে।
ব্যোম যাদুকর কিন্তু করিয়া ভ্রূকুটি,
থামাইল ভীম বাত্যা; মেঘ নাট্যশালে,
অদ্ভুত অপ্সর-বাদ্য বাজে তালে তালে !
কি অদ্ভুত ! অন্তরীক্ষে নাচে নটনটী !
আমারো স্বপ্নের কায়া ব্যোম যাদুকর
দিল কি বদলি ? এ কি চমৎকার হেরি ?
চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে গেল চন্দ্র-কলেবর ;
দেখা দিল রঙ্গভূমে, এ কোন্ কিন্নরী ?
তুমি কি মিরণ্ডা ? কিম্বা আকাশের শশী ?
বুঝিব কি ? দৃশ্যে আঁখি গেল যে ঝলসি !

বিয়েট্রিস্।

কল্পনার চিত্রশালা-নিরালায় বসি,
আঁকিতে এ ব্যাপিকারে তুলিনু তুলিকা !
হেরিলাম বিভীষিকা !—যেন অগ্নিশিখা
বায়ু-অঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গে যাইতেছে মিশি,

কোথা হ'তে, ঝটপট, উড়ে এল নুরী ;
সমৃণাল রক্তপদ্ম, বায়ু-স্রোতে ভাসি !
কোথা হ'তে ভৃঙ্গ এল, গুঞ্জরি গুঞ্জরি ;
ঢালি দিল অঙ্গে মোর রোষ-বিষ-রাশি !
হেরি এ বিবশা দশা, হাসি উচ্চহাসি,
কে যেন রে নারীকণ্ঠে দিল টিটকারি !
"আ মরি কি চিত্রকর ! যাই বলিহারি !"
দিয়া ঘন করতালি, কহিল সম্ভাষি।
ঘুরে গেল চিত্র আঁকা, হেরি বিভীষিকা ;
উছলি পড়িল রঙ,—ভাঙিল তুলিকা !

রসেলিগু।

বাল শরতের কোথা রজত-নীরদ,
আলোতে বায়ুতে যাহা মিলায় চকিতে ?
কোথা সে বাসন্তী উষা, পদ-কোকনদ
হেরি যার, ভাসে কুঞ্জ স্বর লহরীতে ?
কোথায় সে নির্ঝরিণী মুকুর-রূপিণী,
দেখায় যা স্থিরাকাশে নব তারাবলী ?
আবার (সে নবরঙ্গে সতত রঙ্গিণী
রবি-কর মাখি অঙ্গে, নাচে হেলি দুলি !
হেলি দুলি, যেন সবে, করি গলাগলি) ;

এস এস, কবি চিত্তে, বোস আসি সবে ;
চিনিতে কি পারিলে না ? দেখ আঁখি মেলি,
তোমাদেরি সখী হেথা ব'সেছে গৌরবে।
রসময়ী রসেলিও রঙ্গিণী সঙ্গিনী !—
হাস ঊষা, ভাস মেঘ, নাচ নির্ঝরিণি !

দ্রৌপদী

[Tyndall, Huxley, Spencer, Darwin-
প্রভৃতি জড়বাদীদিগের গ্রন্থ পাঠান্তে]

হে প্রকৃতি ! যত তোমা নেহারি নেহারি,
তত নব নব শোভা চর্ম্মচক্ষে ভায় !
হে দ্রৌপদি ! যত তোমা উঘারি উঘারি,
নগ্ন করা দূরে থাক্, সাটী বেড়ে যায় !
অশোক, চম্পক, পদ্ম, অতসী, কাঞ্চন,
অনন্ত সাটীতে ঘেরা, অদ্ভুত ঘাঘরি !
প্রকৃতি সতীর আহা লজ্জা-নিবারণ,
অন্তরীক্ষে, চুপে চুপে, যোগান শ্রীহরি !
ক্ষম দেবি ! অপরাধ, বিশ্বের জননি !
মোরা সবে দুঃশাসন, দাম্ভিক অজ্ঞান ;

সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত!—তপ্ত রক্ত পান
করুক্ নৈরাশ্য-ভীম, করি জয়ধ্বনি।
মোরা যত কুলাঙ্গার, নির্ব্বাক্ নীরবে,
সভামাঝে, অধোমুখে, ব'সে আছি সবে!

ডেস্‌ডিমনা।

ভৃঙ্গ এক, বসি ধীরে, অতসীর পাশে,
কহিল প্রাণের কাণে গুঞ্জরি গুঞ্জরি;—
"লো অতসি, বীর আমি, নবীন উল্লাসে,
কান্তারে কান্তারে ভ্রমি, আপনা পাশরি!
গোলাপ-কেতকী-পদ্ম-তুর্গম-আবাসে,
যথা তথা গতি, আমি ভুবন-বিহারী!
ভাল কি বাসিবে মোরে?"—মৃদু মন্দ হাসে
কহিল অতসী, "দেব, আমি গো তোমারি!"
কাঁদি গেল প্রজাপতি বিচিত্র-বরণ;
এ কেমন পূর্ব্বরাগ অতসী রূপসী?
যাদুকর ভৃঙ্গ আসি, করি গুঞ্জরণ,
সরল চিত্তের আঁখি দিল কি ঝলসি?
প্রেমরাজ্যে নহে ইহা অপূর্ব্ব কাহিনী;
সাক্ষী তার ডেস্‌ডিমোনা বিশ্ববিমোহিনী।

ইলা।

[রবীন্দ্র বাবুর "রাজা ও রাণী" পাঠ করিয়া]

কবিচিত্ত-নন্দনেতে, সুমিত্রা ভামিনী,
ফুল্ল মৃণালিনী যেন, রবির দুলালি !
হে ইলা, হে কুমারের চির সোহাগিনি,
তুই কি লো অতি মৃদু যূথিকা বৈকালী ?
তুই কি বন-মালতী, কানন-বাসিনি ?
তুই কি লো ক্ষুদ্র কুন্দ, মল্লিকার আলি ?
না—না—ইলা—তুই চির-আনন্দদায়িনী,
শরৎ-মুকুট-শোভা, সুন্দর সেফালি !
কঠিন কঠোর শাখে জনম লভিলি ;
জোছনার আবছায়ে, মরম খুলিয়া,
শাদা প্রাণে, রাঙা ঠোঁটে, হাসিয়া, কাঁদিয়া,
নিশান্তে, অশ্রুর সাথে, ঝরিয়া পড়িলি ?
আমি পান্থ, যেতেছিনু বনপথ দিয়া,
মোরো প্রাণে ওই বাস গেল জড়াইয়া !

ভ্রমর।

[বঙ্কিমবাবুর "কৃষ্ণকান্তের উইল" পাঠ করিয়া]

ফলফুলে ভরা সেই মালঞ্চ মধুর
স্থানে স্থানে চন্দ্রাতপ শ্যামল পল্লবে ;
কোকিল-কূজনে নাহি বিরহের সুর ;
গরল মাখান নাই কুসুম-আসবে,
মধু পিয়ে প্রাণ কভু হয় না আতুর ;
শিরে ব্যথা নাহি বাজে রবির কিরণে ;
ভ্রমরের গুঞ্জরণে হর্ষ ভরপুর ;
মলয়া ঝটিকা-স্বপ্ন হেরে না স্বপনে !
কে অই দাঁড়ায়ে হোথা শ্যামাঙ্গিনী ধনী
যেন রে অপরাজিতা সুনীল বসনে !
পুষ্পময়ী এ প্রহরী পুষ্পের উদ্যানে,
অনুপম অপরূপ মালঞ্চ মালিনী !
হে পান্থ, এ পুষ্প—সেবা, দু'চরণে দলি,
ত্যজি এ ভ্রমরকুঞ্জ গেলে কোথা চলি ?

রোহিণী।

হেম শৃঙ্গ।—ইন্দ্রধনু বিচিত্র বরণে,
মেঘের কাঞ্চন-দেহ করিছে রঞ্জিত !
আপনি বাজিয়া উঠে, বিচিত্র বাদনে,
তরু-দেহ, লতারাজি, বায়ু-আন্দোলিত !

সুখের আবেশে আর মোহের স্বপনে,
তরল পান্থের প্রাণ হইল মোহিত।
বাড়িল রূপের তৃষ্ণা, মধ্যাহ্ন-জীবনে ;
জল-অন্বেষণে পান্থ হইল ধাবিত !
উঠিল তুফান ঘোর !—পর্ব্বত বিদারি,
শৃঙ্গ হ'তে, শৃঙ্গান্তরে, নির্ঝরিণী ছোটে ;
কুহকী অপ্সরী আসি, দু'ভুজ প্রসারি,
পথিকের ক্লান্ত দেহ ধরিল সাপটে !
পান্থ কহে "প্রাণ যায়, দাও মোরে জল"
রোহিণী অপ্সরী দিল ঘোর হলাহল !

ক্লিওপেট্রা।

কভু তুমি লোলজিহ্বা বিকট সর্পিণী ;
রাসলীলাময়ী কভু মোহিনী অপ্সরী !
কভু সিংহিনীর বেশ, কভু বা হরিণী,
কি অদ্ভুত বহুরূপী তুই লো মৈশরি !
ক্রোধের আগ্নেয় গিরি, হাস্যতরঙ্গিনী !
চাহ এণ্টনির পানে যে মূরতি ধরি,
ঝলকে ঝলকে তব, হে বর-রঙ্গিণি,
অপাঙ্গে ঝরিয়া পড়ে অপূর্ব্ব মাধুরী
হেরিলা প্রকৃতি দেবী, বসি নীল নভে,
(পলকে বদলে যবে নব কাদম্বিনী)

ছড়ায়ে পুচ্ছের জ্যোতিঃ, বিকট উৎসবে,
চলিয়াছে ধূমকেতু—দেব-সম্মার্জ্জনী !
সাপটি সে পুচ্ছগুচ্ছ, কুহকী প্রকৃতি,
আঁকিল এ নারীচিত্র—অপূর্ব্ব মূরতি ,

অফিলিয়া ।

এ যে সুকঠিন ধরা, উপল-বন্ধুর ;
ঝরিয়া পড়িলি হেথা, তুইরে শিশির !
অমরার গীতি তুই, মধুর-মধুর ;
পড়িয়া চীৎকার-রাজ্যে হইলি অস্থির !
লো কপোতি, ঝটিকার হিল্লোলে পড়িয়ে,
(চারিধারে অন্ধকার, দলকে দামিনী !)
দলাসলা ক্ষীণডানা, ঝালাপালা হ'য়ে,
চক্রে চক্রে বিঘূর্ণিত, হারাইলি প্রাণী !
প্রেমের সৌরভ ছিল হৃদয়-কোরকে,
পলকের তরে তবু তুই না জানিলি ;
কামিনী কুসুম তুই যামিনী অলকে,
ভাল ক'রে না ফুটিতে ঝরিয়া পড়িলি !
জীবনে কাটিল কীট, হইলি আতুর,
মরণে পাইলি শেষে "মধুর মধুর ।" *

* "Sweets to the sweet, farewell" ! Ham.

কোনো বিশ্বনিন্দুক সমালোচকের প্রতি।

(চীনদেশের সুবিখ্যাত কবি টূচুফূর য়্যাড্ চ্যাং কাব্য হইতে অনূদিত।)

১

তনয়-বৎসলা মাতা হইয়ে বিমুগ্ধ,
চাহেন শিশুর পানে,—স্তনে ঝরে দুগ্ধ!
সে পবিত্র দৃশ্য হের "বেহদ্দ ন্যাকামি।"
সাবাসি হে সাহসিক, তোমার ভাঁড়ামি!

২

শর্করার প্রতি তব কেন এতরোষ?
শর্করার দোষ নয়,—রসনার দোষ!
বিশ্বচক্ষে যেই পদ্ম মধুর মধুরা,
সেই লাবণ্যের পুষ্পে হেরিছ "ধূতুরা!"

৩

পূর্ণিমা রাত্রিতে হের চড়্‌চ'ড়ে রোদ!
বলিহারি হে রসিক, তব রসবোধ!
সভামাঝে বস্ত্রহীন,—এ কি তব কাণ্ড!—
নৃত্য কর!—মূর্ত্তিমান্ জেপানি কুষ্মাণ্ড!

৪

পূর্ব্বজন্মে ছিলে তুমি শোণিত-শোষক
কোরিয়ার জোঁক বুঝি, হে সমালোচক?

পায়স পান্‌সে বড়, অমৃতও টক্ !—
মানুষের রক্তবিন্দু মরি কি রোচক !

৫

আঁকা বাঁকা গতি তব কথাগুলি বক্র !
একরত্তি বিষ নাই, কুলোপানা চক্র !
রসনা-ধনুকে তীক্ষ্ণ বচনের তীর ;
ঢাল নাহি, খাঁড়া নাহি,—তবু মহাবীর !

৬

আহা, আহা, কি মধুর তব কথাগুলা,
চাট্‌নির উপযোগী যেন আর্‌শুলা !
রাজধানী পেকিনের কাকাতুয়া পাখী,
সাধ যায় সোণার পিঞ্জরে তোমা রাখি !

৭

পিহো তরঙ্গিণী-তটে, ঝাপটি পালক,
কুলীরক খাও নিত্য হে সুন্দর বক !
হাস্নোহানার কুঞ্জে নাচে স্বর্ণ-পাখী ;
তার প্রতি চাও কেন, লোভ-লুব্ধ আঁখি ?

৮

তুব্‌ড়ি ছুড়িয়া ভাব, দাগিয়াছ তোপ !
বজ্রধর ! থাম, থাম ;—বোঝা গেছে কোপ !
পরচুলে হে সুন্দর, ঢাকিয়াছ টাক্ !
ঝুটো চুণি, ঝুটো পান্না—তারি এত জাঁক ?

অপূর্ব্ব কবিতা-রূপসী।

[এই কবিতাটি কবিবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর কবিতা-রূপসীকে সম্বোধন করিয়া লিখিত হইয়াছে]

অবাক্—বিস্মিত আমি ! হে রূপসী বুঝিবারে নারি,
তোমার ও হাবভাব লীলা !
বালিকার মত কভু উচ্ছৃঙ্খলা ! কভু প্রৌঢ়া নারী
নিয়ম-নিরতা শান্তশীলা।
নারী আলিঙ্গন-সম, কভু ঘোর আনন্দদায়িনী,
সুশীতল চন্দন-পরশ।
পৌষ-ভোরে কভু যেন গঙ্গাস্নান।—বেদনা-কারিণী
ভক্তচিত্তে তবু কি হরষ।

২

জীবনের মত কভু সুনিবিড় আহ্লাদ-কারিণী
রবিকরে পূর্ণ-প্রকাশিতা !
মরণের সম কভু সুগভীর মর্ম্ম-পরশিনী,
রহস্য-কুঝটি-বিজড়িতা !
বৈশাখী দিবার মত কভু তপ্ত-কাঞ্চন-মুরতি,
রাধা যেন করিয়াছে মান।

শারদীয়া পৌর্ণমাসী নিশি সম কভু স্নিগ্ধ অতি,
সুন্দরীর হাসির সমান।

৩

অপূর্ব্ব রূপসী মরি! তোমার মুখর চাহনিতে
থাকে গুপ্ত মরমের কথা,
সেফালি ইঙ্গিতে যথা বলি যায় ঝরিতে ঝরিতে
আপনার সৌরভ-বারতা।
বালবিধবার যেন অতি মৃদু মলিন হাসিতে
থাকে চাপা ঘোর আকুলতা;
প্রথম ফাল্গুণে যথা থাকে চাপা চাঁপার কলিতে
বসন্তের পূর্ণ মাদকতা!

৪

কভু চির-রঙ্গময়ী, সুন্দরী কবিতা বধূ সাথে,
রবি যেন খেলিছে আবীর।
একি বৃন্দাবনী হাসি!—পিচকারী ধরি দুই হাতে
দুজনেই আনন্দে অধীর!
ভক্ত গোপীবৃন্দ মরি, সারি সারি কদম্বের তলে,
—অঙ্গে শোভে ওড়না, চূনরি।
ময়ূর করিছে নৃত্য!—কল্পনা-যমুনা যায় চ'লে,
চারিধারে লীলার লহরী!

৫

আমি জানি হে সুন্দরি, সতী তুমি, দেবের কুমারী,
কু-বাসনা নাহি তব চিতে।
দৈত্য যারা, হে অপূর্ব্ব অলোক-সামান্যা বরনারী,
নাহি পারে তোমারে বুঝিতে।
হেরি উমা মুখইন্দু,
ধ্যানে বসে ভক্ত হিন্দু।—
হাসি, ম্লেচ্ছ ভাবে "পৌত্তলিক"।
কি বুঝিবে গুণপণা তব দেবি!—দুষ্ট অরসিক?

মা বিবি।

[হুসঙ্গবাদের সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ মতিলাল গুপ্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা "নিরুপমা"কে আমরা আদর করিয়া "মা বিবি" বলিয়া ডাকি। এই কবিতাটি তাহার করকমলে স্নেহোপহার-স্বরূপ অর্পিত হইল]।

১

অয়ি কন্যা আদরিণী! সোহাগিনী মা বিবি আমার,
শুভক্ষণে তোর দরশনে,
জেগেছিল অকস্মাৎ চিত্তে মোর যে আহ্লাদ
সে আহ্লাদ বুঝাব কেমনে?
সহসা বুঝিনু আহা,— বুঝি নাই কভু যাহা,
কি সামগ্রী বিশ্বের সৌন্দর্য্য!

তুই চির মধুমাস তুই চির কল হাস
এ হৃদয় কাঁটাবনে ফাগুনের গোলাপী ঐশ্বর্য্য !

২

সহসা ফুটিল যেন হৃদয়ের লতিকা দোলায়,
রাশি রাশি "মার্শেল্ নীল"
কল্পনা হইল সত্য বুঝিনু মাধুরী তত্ত্ব
অমিলেও পাইলাম মিল !
পারিজাত-মকরন্দ হাস্নাহানার গন্ধ
ইতালীর নারিঙ্গি সৌরভ,
এ সবারে পরাজয়ি, হ'য়েছিস তুই অয়ি
মূর্ত্তিমতী কি মাধুরী !— জয় জয় নারীর গৌরব !

৩

আমাদের গৃহাঙ্গণে— ছিল এক জীর্ণ শীর্ণ তরু
একদিন অকস্মাৎ তাহে,
কুহু কুহু রবে ডাকি বসন্তের প্রিয় পাখী
ভরি দিল সঙ্গীত-প্রবাহে।
লভি সে অপূর্ব্ব চিত্ত আমার এ কবি-চিত্ত
হইল রে মহাধনশালী !
তেমতি দরশে তোর হরষে হ'য়েছি ভোর !
এ কাঙ্গালে ক'রেছিস্ ধনশালী লো মোর দুলালি !

৪

একদিন হ'য়েছিনু ক্লান্ত শ্রান্ত গিরি আরোহণে
ক্ষুব্ধ চিত্ত চলে না চরণ !

তার পর—অতিদূরে উঠিয়া সে গিরিচূড়ে
হেরিলাম—এ কি বিমোহন !
ঝর্ঝর নির্ঝর শব্দ ! হইলাম লুব্ধ স্তব্ধ !
বন্দী সম বদ্ধ দু'নয়ন !—
তেমতি দরশে তোর আনন্দের নাহি ওর !—
তুমি কি মা মূর্ত্তিমতী 'আর্কেডিয়া' নন্দনকানন ?

৫

একদিন ক্লান্ত, শ্রান্ত, আইনের গ্রন্থগুলি ল'য়ে
ব'সেছিনু—রসশূন্য হিয়া !
হেন কালে—কোথা হ'তে— মুক্ত বাতায়ন পথে
প্রজাপতি আইল উড়িয়া।
হেরি সে রঙ্গিন্ পাখী হৃদয়ের শুষ্কশাখী
ছিল যাহা দুই চক্ষু বুজে
সহসা মেলিল আঁখি— অয়ি মোহনীয়া পাখী
তেমতি কি ভরি দিলি সবুজে সবুজে ?

৬

মা বিবি, ও মুখচন্দ্র, ধরি বুকে, আনন্দে অধীর,
আনন দর্পণ মোর হাসে,
পূর্ণচন্দ্রে বুকে নিয়া, চঞ্চল সরসী হিয়া
নাচে যথা বিজয়-উল্লাসে !

হৃদয়-শুকতি-মাঝে　　আজি শুভক্ষণে রাজে
প্রীতি-স্বাতি-তারকার জল।
আর কি সে বিন্দু আছে ?　　মুক্তা তাহে ফলিয়াছে,
নিরুপমা মা আমার, তুই সেই মহামুক্তাফল।

৭

বসন্তের উষা হ'য়ে থাক মাগো　　থাক চিরদিন,
কবি-চিত্ত-নব-অলকায়।
শারদী শর্ব্বরী হ'য়ে,　　কহ্লার সেফালী ল'য়ে
থাক্ তুই ফুল্ল জোছনায়।
মানস কালিমা নাশি　　ঢাল মাগো, হ'য়ে বাঁশী
অফুরন্ত সঙ্গীত-লহরী ;
ছন্দোবন্ধে এ কি গান !　　রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, এ কি তান !
হৃদয়-যমুনা-তটে বাজ্ তুই দিবা বিভাবরী।
হ'য়ে শ্যামের বাঁশরী !

কোথা যাও হে তপন?

১

ঢালিয়া অপূর্ব্ব অসংখ্য প্রপাত,
দিনান্তে লুকালে দিবসের নাথ,
ধরা হয় ভাঙি কুন্তলের বাঁধ
মুক্তকেশী মহাকালী !
হে রবীন্দ্র ! ঢালি অযুত-তরঙ্গ,
ঢালিলে প্রবাসে আঁধারিয়া বঙ্গ !
হের দেখ দেব, জননী-উৎসঙ্গ
তোমা বিনা আজি খালি !

২

হায় এ তিমিরে নাহি তারা শশী,
চারিধারে শুধু সূচিভেদ্য মসী
ঝলসি নয়ন, চমকিছে অসি
অসত্য দুর্ভাগ্য দৈত্যের করে !
চারিধারে আজি আঁধার জলদ
গরজে গম্ভীরে ! গর্জে যেন নদ
পড়িয়া সমুদ্রে !—কালিয়ার হ্রদ
যেন কালিন্দীর পরে !

৩

নহে এ রজনী নয়ন-আনন্দা,
ফোটে না তিমিরে দিব্য নিশিগন্ধা!
প্রকৃতি দুলালী সেফালি ত বন্ধ্যা—
অপরূপ অমানিশা!
কেবলি হেথায় জম্বুক-চীৎকার,
পেচকের রব শুনি বার বার,
আলেয়ার হাসি বাড়ায় আঁধার,
পথিক হারায় দিশা!

৪

ফোটে না কুমুদী—কোথায় কৌমুদী?
ফেনিল আঁধার উঠিছে বুদ্বুদি!
অন্তর-নয়ন রাখিয়াছে রুচি
মুখোসের আবরণ!
এ দীর্ঘ যামিনী কেমনে পোহাবে?
জোনাকীর পাঁতি আলো কি বিলাবে?
ঘরে নাহি বাতি! কি মেঘান্ধ রাতি!—
কোথা যাও হে তপন!

কি বলিব দেব? সকলি বেঠিক!
এ যে ঝুটা চুণ, এ পান্না অলীক!

এ বঙ্গেতে নাহি একটি মাণিক,—
নাহি নাহি গৃহমণি !
শিরে ওই জ্বলে—ও নহে রতন !
মহাভাব-ভালে চাঁদের কিরণ
ও নহে, ও নহে !—বিকট, বদন
বিষধর ও যে ফণী !

৬

আপন চরণ-শবদে আপনি
চমকিয়া উঠি !—ঝিল্লি রণরণি
চারিধারে শুনি ! বঙ্গ-গৃহমণি
কোথা যাও দিনমণি ?
তুমি ঢালিয়াছ অযুত কিরণ
সত্য ও ধর্ম্মের ! কোন্ সে রতন
তব প্রভারাশি ক'রেছে গ্রহণ ?
কোন্ সূর্য্যকান্ত মণি ?

৭

তুমি এনেছিলে হাস্যময়ী ঊষা,
উজ্জ্বল আলোকে, কুসুমের ভূষা ;
মোরা চক্ষু বুজি, করেছি শুশ্রূষা
আঁধারের, দিনমানে !
নিবিড় বসনে করেছি বন্ধন,
গান্ধারীর মত, মোরা দুনয়ন ;

ঠেলিছি চরণে হীরক-রতন,
না চাহিয়া তব পানে !

৮

অভিমানে খেদে তাই কি চলিলে
বঙ্গ পরিহরি ? আঁধার আসিলে
তবে নরনারী বুঝে গো নিখিলে
রবির কি প্রয়োজন !
এখন বুঝেছি মর্য্যাদা তোমার
ওহে দিনমণি !—কি ঘোর আঁধার !
কোথা গেলে দেব ? আলোক-সম্ভার
আন, আন, হে তপন !

৯

ওহে গুরুদেব, মানি তব শিক্ষা,
ওহে ঋষিরাজ, জানি এই দীক্ষা
অপূর্ব্ব সুন্দর !—করিব প্রতীক্ষা
ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের তরে !
লোহিতে রঞ্জিয়া পূরবগগন,
মহ মহিমায় এস গো তপন,
প্রতিভা-ঊষার হেরিয়া বদন,
কমল ফুটুক সরে !

১০

ক্ষম অপরাধ, এ আঁধার আর
ভাল নাহি লাগে। বিকট চীৎকার
ওই শোনো দেব! করে বারবার
অসত্যের সেনাদল
কিরণে ভাস্বর এস দিনকর!
নবীন সৌন্দর্য্যে এস হে সুন্দর!
ছাড়ি ছদ্মবেশ, এবার পূজিব
তোমার ও দীপ্তি! কিরণে রঞ্জিত
হৃদয়ের শতদলে।

কবি করুণা-নিধানের প্রতি।

হে সুকবি ধন্য তব শিক্ষা, দীক্ষা!—ভাষা ভুজঙ্গিনী,
শুনি তব মুরলীর ধ্বনি,
মন্ত্রমুগ্ধ, চাহিতেছে ফণা তুলি!—অপূর্ব্ব নাগিনী;
শিরে জ্বলে জ্বল্ জ্বল্ মণি!
কোন্ সাপুড়িয়া-মন্ত্রে? কি রহস্যে? কোন্ তন্ত্রে?
সাপটিয়া দুই ভুজে কাড়ি নিলে কান্ত মণি—তবু নাচে ফণী
কার বরকান্তি আজি সাজাইবে, বল বল কবি-শিরোমণি?

২

হেরিতেছি আজি আমি দিব্যনেত্রে,—বাজিছে নূপুর !
কে গো ওই ললিত-গমনা ?
ললিত চকিত দৃষ্টি, হাব ভাব সকলি মধুর !—
কে গো ওই হসিত-বদনা ?
হ'য়েছে, হ'য়েছে সিদ্ধি, এসেছে এসেছে ঋদ্ধি ;
এসেছেন বাণী বীণাপাণি ওই, লীলাময়ী লাবণ্যের রাণী !
হে পূজারি ! আন আন ফণিমণি অর্ঘ্য তব, যোড় করি পাণি !

ভক্তবর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রতি।

১

ভক্তবর ! বন্ধুবর ! আজি আমি নিশান্তে জাগিয়া,
স্মরিয়াছি মুরলীধারীরে ;
শ্রীরাধার অলক্তাক্ত দু'চরণে হৃদয় রঞ্জিয়া,
ভাসিয়াছি প্রেম-অশ্রু-নীরে।
লক্ লক্ লোল-জিহ্বা, অসি-করা, হইয়া উন্মত্ত,
তাণ্ডবিয়া এলোকেশী কালী,
"মাভৈঃ" "মাভৈঃ" শব্দে হৃদিকুঞ্জে করিয়াছে নৃত্য !—
আনন্দে দিয়াছি করতালি !

২

আর স্মরিয়াছি দেব, ভক্তি-প্রীতি-রসের রসিক
শ্রীরামকৃষ্ণের মুখখানি,—
সর্ব্বযোগ সাধনায় সিদ্ধ যেই অপূর্ব্ব প্রেমিক ;
অর্চ্চে যাঁরে কোটি কোটি প্রাণী !
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়-সাধনায় সিদ্ধ হ'য়ে যিনি,
গীতকীর্ত্তি স্বদেশে বিদেশে,
কোটি শিলা হ'তে বেগে ছুটে ধায় কোটি নির্ঝরিণী,
যাঁহার মধুর উপদেশে !

৩

আর স্মরিয়াছি দেব, জ্ঞান-ভক্তি-পদ্মরাগ-খনি,
আর এক বঙ্গ-কর্ম্ম-বীরে,
আপনি অভুক্ত হ'য়ে, উপবাসী, যেই মহাধনী,
স্বর্ণথালে সাজাইয়ে ধীরে—
আপনার কর্ম্মফল—সুধা যাহে সতত উছল,—
সুস্বাদু, রসাল, ঢল ঢল,
অর্পেন গোবিন্দ-করে !—শ্রীহরি ভুঞ্জেন সেই ফল,
সুধারসে হইয়ে বিহ্বল !

৪

আজি এ আঁধার-বঙ্গে শমনের কিঙ্করীর সম,
নিশি ব'সেছিল শবাসনে,—

ঝাপটি যুগলপক্ষ জটায়ু বিরাট বিহঙ্গম,—
স্তব্ধ যেন সুনীল গগনে !
কে গো এই কর্ম্মবীর ? উলঙ্গিয়া ভক্তির কৃপাণ,
খেদাইল নিশি-ডাকিনীরে—
আবার নিশ্বাস ছাড়ি হাসে বঙ্গ উজ্জ্বল-বয়ান,
স্নান করি কৌমুদীর নীরে !

৫

কে গো এই কর্ম্মবীর ? এ গো নহে ক্রূর প্রহেলিকা,—
শিশুও বুঝিবে এ হেঁয়ালি !
রহস্য-কুজ্ঝটি-ঢাকা এ গো নহে শব্দ-বিভীষিকা,—
শব্দে ভাবে মল্লযুদ্ধ খালি !
তুমিই সে কর্ম্মবীর, হে হীরেন্দ্র, এ নহে অলীক !
সিদ্ধ আজি তোমার সাধনা !
সর্ব্বস্ব সঁপেছ আহা কৃষ্ণ পদে, অপূর্ব্ব প্রেমিক,
বঙ্গের অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা !

কবিভ্রাতা শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাসের প্রতি।

১

ছিল তথা চন্দ্রাবলী, ছিল তথা বিশাখা সুন্দরী,
শত শত গোপাঙ্গনা রাস-রস-লীলায়-মগন!
কিন্তু সেই রাসেশ্বর, মন্ত্রসিদ্ধ যাঁহার বাঁশরী,
কাড়ি লয় প্রাণমন, গোপীবৃন্দে করিয়া বর্জ্জন,
একমাত্র রাধিকার মুখচন্দ্র করিয়া চুম্বন,
করপদ্মে আহা মরি শ্রীরাধার করপদ্ম ধরি,
করী যথা ধরে তার করিণীরে,—রাস ভঙ্গ করি,
গুপ্তকুঞ্জে লীলারস ভুঞ্জিবারে করিলা গমন!
তুমি জান কবিবর! লীলাময় দিতে কোন্ শিক্ষা
করিলা এ রাসভঙ্গ অকস্মাৎ! কোন্ সে দীক্ষায়
করিলা দীক্ষিত বিশ্বে মহাগুরু! এ অগ্নি-পরীক্ষা
নহে গো সামান্য আহা—অপূর্ব্ব সে রাস পূর্ণিমায়,
গগন বিদীর্ণ করি, শত গোপী চীৎকারিয়া কহে—
"কোথা গেলে প্রাণেশ্বর? কোথা গেলে মরি যে বিরহে?"

২

আত্মত্যাগ মহাব্রতে ছিল ব্রতী সেই রাধারাণী।
পূর্ণভাবে বিশ্বনাথ-পদতলে বিকায়ে আপনা!

হ'য়েছিল নগ্ন, শূন্য ! জয়, জয় দাসীর সাধনা !
রিক্তহস্তে ছিল আহা দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব কল্যাণী,
ভক্তদাস ভগবান্ তাই তারে ক্রোড়ে নিলা টানি !
তাই আজি শত কবি শত স্তবে করিছে বন্দনা।
শ্রীরাধার ! তাই আজি শতভক্ত করিছে অর্চ্চনা
শ্রীরাধার ! আনি ফুল, জ্বালি ধূপ, যোড় করি পাণি !
আত্মত্যাগব্রতে ব্রতী তুমিও গো, হে চিত্তরঞ্জন,
পরার্থের মহাযজ্ঞে আপনারে করেছ আহুতি !
হ'য়েছে সফল জন্ম, যেন আহা অগুরু চন্দন
দহি দহি যজ্ঞানলে।—যশ তাই, হ'য়ে অগ্রদূতী,
কবিবর ! জয়মাল্যে করিয়াছে তোমারে মণ্ডন !
বিজয় বাজনা-বাজে ওই শোন প্রাণবিমোহন !

৩

যার হৃদে প্রেম নাই, হোক সেই রাজ্যেশ্বর,
তবুও সে দীনদুঃখী, রিক্তহস্ত, পথের ভিখারী !
বিনা এই উপবীত সুব্রাহ্মণ চণ্ডাল পামর,
বিনা এ সঙ্কেত-চিহ্ন বৈষ্ণব অধম ভেকধারী !
বিনা এ সৌরভ-সুধা অনাদৃত অরণ্য-বিহারী
কাট্ গোলাপের আখ্যা সমুচিত ! কে করে আদর
ধুতুরার ? বিনা এই স্বরসুধা, দীন হীন কাতর জর্জ্জর,
পিঞ্জরে আবদ্ধ আহা কণ্ঠহীন থাকে শুকসারী।

বিনা এ উষার হাসি দৈন্যময় বরিষা-দুর্দ্দিন!
পূজার দালান শূন্য বিনা এই দুর্গার প্রতিমা
তাই কবি সদা বিকশিত তব নয়ন-নলিন!
তাই জাগে চিত্তে তব মধুময়ী বাসন্তী পূর্ণিমা
নিরন্তর কবিবর!—বন্ধুবর, কি আর কহিব!
আমার এ চিত্ত-সরে সদা রাজে ও মুখ-রাজীব!

লাবণ্যলতা।

১

লোকে বলে "এই বিশ্বে একা তুমি!" হে বিশ্ববিহারী
আমি কিন্তু যেই দিকে চাই,
একি হেরি? দুটি মূর্ত্তি! অপরূপ দু'টি নরনারী,
ব্যাপিয়া রয়েছে সর্ব্ব ঠাঁই!
রসালে মাধবীলতা
করে আবেষ্টন যথা,
লীলায়িত লাবণ্য তরঙ্গে,
কৃষ্ণকান্তি!—এ কোন্ লাবণ্যলতা তোমার শ্রীঅঙ্গে?

২

এ কোন্ চিরসুন্দরী করিয়াছে তোমারে সুন্দর?
করস্পর্শে হর্ষে এ বসুধা,

কোটিদিকে খুলি আহা, কোটি কোটি লাবণ্য-নির্ঝর,
কোটি ধারে ঢালিতেছে সুধা ?
কার অপরূপ-রূপে, মোহিনী হইয়া চুপে
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধে,
হ'য়ে ভোর, চমকিছে সারা বিশ্ব নিবিড় আনন্দে ?

৩

অরূপ এ মহাতরু !—কে গো তুমি, লাবণ্যের লতা,
বাঁধি তারে সংখ্যাহীন ভুজে,
করিয়াছ রূপবান্ ? তড়াগে মৃণাল হয় যথা,
শোভাময়, ফুটন্ত অম্বুজে।
তোমারই সুধাস্বরে,
বাঁশরীতে সুধা ক্ষরে
তোমারই মৃগনাভি-গন্ধে
সমাকুল সারা বিশ্ব শিহরিছে নিবিড় আনন্দে !

৪

প্রবীণারে কর তুমি সুযৌবনা—হে চির-যৌবনা !
ভাষা-বীণা তোমারি ঝঙ্কারে
বেজে উঠে ! তব স্পর্শে মরুভূমি হয় সুশোভনা,
লাল নীল কুসুমের হারে ;
ঝিনুকে মুকুতা ফলে ;

অঙ্গারে হীরক জ্বলে !
শিলা হ'তে অহল্যা যেমতি,
কঙ্কাল হইতে জাগে অপরূপ নারী রূপবতী !

শোভা

১

ও তোর সুষমা,
অয়ি শোভা,
অয়ি মনোলোভা,
চির দিন অনুপমা, চির-মনোরমা !
ইন্দ্রধনু-বর্ণ মাঝে, লাল নীল পীতে
ধবলে, হরিতে,
ক্রোটনে ক্রোটনে আর দোপাটীর মাঝে,
নানাবর্ণে রাজে !
জবাবর্ণ সাঁঝে আর গোলাপী ঊষায়
বহুরূপে ভায় !
কত বেশে কত দেশে, থাক তুমি চুপে,
অয়ি অপরূপে !

২

এ নয়ন তাই,
অয়ি শোভা,
অয়ি মনোলোভা,
চির দিন জয়যুক্ত তোর দেখা পাই !
হেরি চিত্র সুবিচিত্র নবজলধরে,
থরে থরে থরে,
নীরবে ফেলেছি আমি নয়নের লোর,
বিহ্বল, বিভোর !
হ'য়েছি, গোলাপবাগে হেরি বুল্‌বুল্,
আনন্দে আকুল !
ব'লেছি, আপনা হারা, "এ কোন্ রূপসী ?"—
হেরিয়া অতসী !

৩

এই চিত্তে, তাই,
অয়ি শোভা,
অয়ি মনোলোভা,
জেগে উঠে মহোৎসব, তোর দেখা পাই !
তালে তালে নাচে হিয়া, নাচিলে ময়ূর,—
আনন্দে আতুর !
শিশু সম,—রামধনু উঠিলে আকাশে,
ছুটে সে উল্লাসে !

হেরিয়া মুক্তার মালা শ্যাম দূর্ব্বাদলে,
পুলকে উছলে !
এ কি আনন্দের উৎস বিশ্ব-চরাচরে,
মধুর ঝঝ্‌ঝরে !

৪

অনিন্দ্য সুন্দরি,
অয়ি শোভা,
অয়ি মনোলোভা,
এসেছিস্ কন্যারূপে, ঘর আলো করি !
ঢাল্ ঢাল্ ছটা তোর, উজ্জ্বল, মধুর,
ওরে কহিনুর !
হেরি তোরে ওরে নুরী, হীরামন্ পাখী,
জুড়াক্ এ আঁখি !
জীবন-জুড়ান ধন, পরশ রতন,
সৌন্দর্য্য-স্বপন !
শরীরী লাবণ্য তুই, জীবন্ত হরষ,
অমৃত-পরশ !

৫

আকুল অন্তরে,
অয়ি শোভা,
অয়ি মনোলোভা,
ডাকিতেছি চিরদিন সে চির-সুন্দরে !

এ সৌন্দর্য্য-সাধনার হবে মহাসিদ্ধি ;—
পাব মহাঋদ্ধি !
সে মাহেন্দ্রক্ষণে কন্যা, তোরি মত হেসে,
সুমধুর-বেশে,
যেন গো দাঁড়ান্ হরি !—জ্যোৎস্নার বন্যা
তুই মোর কন্যা !
কোটি শশাঙ্কের মেলা, কোটি তরঙ্গের খেলা !
কি সৌভাগ্য ! কবি-চিত্ত-জলধি অকূল,
যোগানন্দ-তুফানে আকুল !

কবি-ভগ্নী সরোজকুমারী দেবীর প্রতি।

১

তোরে হেরি আজি বোন্ ! উথলিছে চিতে
অফুরন্ত, অপূর্ব্ব আহ্লাদ !
সারা বিশ্বে আপনারে বিলাইয়া দিতে,
আজি মোর হইতেছে সাধ !
আয়, ঢালি বিশ্ব-প্রেম, যেমতি তরল হেম
বিশ্ব-অঙ্গে ঢালি দেয়, আপনা পাশরি,
যোগ-মগ্না পৌর্ণমাসী শারদী শর্ব্বরী !

২

আশৈশব ক'রেছিস্, আপনা পাশরি,
সত্যশিব সুন্দরের ধ্যান ;
তাই তুই হ'য়েছিস্ অনিন্দ্য সুন্দরী ;
মণিসম জ্বলিছে নয়ান !
যে জন অশোকে বরে, রূপ তার ফাটি পড়ে ;—
তাই তুই রূপবতী, অয়ি পুণ্যশ্লোকা !
অশোকে পূজিয়া, তুই অপূর্ব্ব অশোকা !

৩

আমি ভাবি,—বুঝি কোন আনন্দ-কাননে,
ছিল তরু বন আলো করি ;
পুষ্পে পুষ্পে, বনলক্ষ্মী-চরণ-চুম্বনে,
উঠিল রে পুলকে শিহরি !
সে অশোক-কুঞ্জ হ'তে, ভাসিয়া গৌরবস্রোতে
এসেছিস্ ; ব'সেছিস্ ঘর আলো করি !
তুই বুঝি মূর্ত্তিমতী অশোক-সুন্দরী ?

৪

শতভাবে, শতরূপে, শত শতদলে,
ক'রেছিস্ হরির অর্চ্চনা,
অনন্তের আরাধনে, অনন্তের বলে,
হ'য়েছিস্ অনন্ত-যৌবনা !
পরশি সে পীতবাস, তোরো অঙ্গে চন্দ্রহাস !

পরশি হরির দুটি চরণ-কমল,
তুই আজি মূর্ত্তিমতী ফুল্ল শতদল!

৫

তোরে হেরি, আজি বোন্ জাগিছে স্মরণে,
পূর্ব্ব কথা, পূর্ব্ব সুখ, দুঃখ;
ফুটিয়া উঠিছে ধীরে হৃদয়-দর্পণে,
পরলোক-বাসিনীর মুখ!
সে যেন এখনো মোরে, বাঁধিবারে প্রেমডোরে,
প্রসারিছে বাহুযুগ! চিত্তসরে ভাসে
সে মূরতি, সরসীতে চন্দ্র যথা হাসে!

৬

আজি এই পূতপ্রেমে নাহি কামগন্ধ,
আনন্দে তা' পুড়িছে অনলে!
বুঝিয়াছি আত্মত্যাগে কতই আনন্দ!
ঝাঁপাইয়া জলধির জলে
তটিনীর কি আনন্দ! মুক্তপ্রাণ, মুক্তবন্ধ!—
লেলিহান অগ্নিমাঝে নিজ দেহ দানে,
কি গভীর রসাস্বাদ কর্পূরের প্রাণে!

৭

আজি কে র'চেছে যেন জ্যোতির্ম্ময়-সেতু,
ইহলোক, পরলোক-মাঝে!

এসেছেন পিতা—মোর দরশন হেতু ;
দেবকান্তি, যোগিবর-সাজে !
মাথায় মুকুট জ্বলে, বরাভয় করতলে,
হাসিছেন মা আমার, অন্নপূর্ণা-বেশে ;
সোদর, সোদরা হাসে, মোর পাশে এসে !

৮

স্বজন ও পরজন হয়েছে আপন ;
অপেক্ষা নাহিক উপেক্ষার ;
মৈত্রী আর মুদিতায় প্লাবিত ভুবন ;
প্রাণে জাগে করুণা অপার !
আমার অজ্ঞাতবক্ষে, গভীর আঁধার কক্ষে,
অকস্মাৎ খুলি গেল রুদ্ধ বাতায়ন !
একি আনন্দের খেলা,—জ্যোৎস্না-প্লাবন !

শান্ত-শীলা।

হেন মূর্ত্তি নাই রে নিখিলে !—
কে রে তুই অয়ি শান্তশীলে ?
কে রে তুই দেবকান্তি ?
কে রে মূর্ত্তিমতী শান্তি ?
অকস্মাৎ দরশন দিয়ে,
প্রাণ মোর দিলি জুড়াইয়ে !

মুমূর্ষু পুত্রের যথা জীবন আইলে ফিরে,
স্নেহময়ী মা তাহার ভাসেন আনন্দ-নীরে !
ভেঙ্গে চুরে দেয় তার হৃদয়ের বাঁধ,
এমনি সে দুরন্ত আহ্লাদ !
তুই বুঝি পূর্ব্ব জন্মে ছিলি মোর কন্যা ?
তাই আজি নর্ম্মদার প্রপাতের বন্যা,
শত শুভ্র উর্ম্মিমালা মাঝে,
ছুটিয়াছে হৃদয়েব মাঝে।

*   *   *

আনন্দের বাষ্পে আজি আকুলিত কু-আঁখি আমার,
এ কি রে বিচিত্র ধূমধার !
চারিধারে আনন্দ-হিল্লোল !
চারিধারে আনন্দ-কল্লোল !
তোর হেরি অয়ি কন্যা, অয়ি অপরূপে,
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে আর মধুপে মধুপে,
ভরি গেল কল্পনার নন্দন-কানন,—
আমি যেন হেরিতেছি ফুলের স্বপন !
চারিধারে কুসুমের বাস।
চারিধারে কুসুমের হাস !
হাসিতেছে কবির দুলালি,
গন্ধরাজ, গোলাপ, শেফালী,

এ যেন রে মহোৎসব!—এ যেন রে ফুলের দেয়ালী!

* * *

তাপসের শুভ্র চিন্তা সম,
তোর এ মূরতি অনুপম!
এ কি শান্তি বদনে নয়নে।
এ কি শান্তি যূথি শুভ্র প্রাণে!
নাহি হেথা বৈশাখী ঝটিকা;
নাহি হেথা, নাহি হেথা সাহারার বহ্নিময়ী শিখা!
নাহি হেথা কম্বুনাদী অম্বু-কোলাহল!
এ যে চির প্রশান্ত, শীতল,
ফুলময়ী অলকা-নগরী!
নহে উহা ভীমকান্ত হিমাচল, ধবল-শরীরী!
হেথা শুধু মলয় বাতাস;
মুচ্‌কি মুচকি শুধু তরু কোলে কুসুমের হাস!
হেথা নাহি, স্বার্থভরা, ক্রূর অভিমান;
এ গো শুধু বিশ্বের কল্যাণ!
এ গো নহে পাষাণ জমাট্,
চিরবদ্ধ, চিরবদ্ধ যার রুদ্ধ অন্তর-কপাট!
উছলে না উৎস কভু যার শিলা-দেহে,
হাসে না জ্যোৎস্না কভু যার অন্ধ গেহে,
এ নহে, এ নহে!

এ যে শুধু সুধা ঢল ঢল,
কল কল ছল ছল চারিধারে নির্ঝরের জল!
আপনা বিলায়ে আর আপনা বিকায়ে,
ভাঙ্গিয়া মেঘের কারা!
এ যেন রে শ্রাবণের সুধাময়ী ধারা!
করুণার অশ্রুরাশি-মুকুতা ছড়ায়ে,
তরল চন্দন-লেপে ধরারে জুড়ায়ে!
চারিধারে নিঝুম্, নিঝুম্,
নীল কালিন্দীর নীরে এ যে ফুল্ল জোছনার ঘুম!
বশীকরণের মন্ত্রে শান্ত করি ধরণী, আকাশ,
শারদীয়া যামিনীর প্রশান্ত এ কৌমুদী-বিকাশ।
সদা জ্বলে দাউ দাউ চুলি,
শত ধারে শত হস্ত তুলি,
শতস্কন্ধা আকাঙ্ক্ষার এ গো নহে আকুলি ব্যাকুলি।
তুফানের চির-অবসান,
বাসনার এ মহা নির্ব্বাণ!
চিরশান্তি, চিরতৃপ্তি,
স্থির সৌদামিনী দীপ্তি,
যোগীর এ মহাযোগ,—এ মহা-প্রয়াণ!

———

রবীন্দ্র-মঙ্গল।

১

হে মহান! মহাপ্রাণ! বিশ্বপ্রেমে হে মহাপ্রেমিক!
হে রবীন্দ্র! তোমার উদয়ে
ঘুচিয়াছে সূচীভেদ্য, এ বঙ্গের আঁধার-অলীক;
জ্যোতিশ্ছটা খেলে চারি ধার!
হের দেখ সারি সারি, জাগিয়াছে নরনারী;
আপনি প্রতিভা-ঊষা, লীলাময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী বালা,
তোমার শ্রীকণ্ঠে, দেব, পরায়েছে স্বয়ম্বর-মালা!

২

বসন্ত ছিল না বঙ্গে; হইত না বাসন্ত উৎসব;
থাকি থাকি শ্যামা দিত শিস্;
মদ্‌না চন্দনা টিয়া করিত অস্ফুট কলরব;
কপোত কূজিত অহর্নিশ!
বসন্তের প্রিয়পাখী, হে কোকিল, তুমি ডাকি
বসন্তে আনিলে বঙ্গে!—পিকরাজ, সারিসারি পিক
কুহরিছে কুঞ্জে কুঞ্জে! কি উৎসব! শিহরিছে দিক্!

৩

কোনো ভক্ত দিল বাণী-কম্বকণ্ঠে যূথিকার মালা;
অলক্তে রঞ্জিল কেহ পদ;

কোনো ভক্ত দিল মার দুইভুজে কাঁকণ উজালা ;
তবু মা'র ব্যর্থ মনোরথ !
আনি রক্ত শতদল, পারিজাত, নীলোৎপল,
তুমি যবে হে পূজারি ! সাজাইলে মায়ের শ্রীঅঙ্গ,
উছলিল অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্যের কি লীলাতরঙ্গ !

৪

ছিল না, ছিল না এই পুণ্যকুঞ্জে উদ্বেল আনন্দ ;
বাজিত গো ঢোল আর কাঁশি ;—
ভাব গোপীবৃন্দ মাঝে আসি তুমি, ঘুচাইয়া ধন্ধ,
ফুকারিয়া বাজাইলে বাঁশী,—
হে কাব্যের বংশীধর, শুনি নাই সুধাস্বর,
কবিতা-কালিন্দী মরি লীলারঙ্গে বহিল উজান !
ভাব-গোপীবৃন্দ-হৃদে বহিল গো আনন্দ-তুফান !

৫

বহুদিন হে পূজারি ! মন্দিরের দ্বার ছিল রুদ্ধ !
তুমি আসি খুলিলে কপাট,
আরম্ভিলা মহাপূজা কি আগ্রহে, হয়ে শুদ্ধ বুদ্ধ !
কি উৎসাহে ভাতিল ললাট।
লভি সে অপূর্ব্ব পূজা, সুপ্রসন্না শ্বেতভুজা,
দিলা তোমা কুহকিনী বীণা তাঁর, আনন্দ-ঝরণা,
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে যার সারা বিশ্ব বিস্ময়ে মগনা !

৬

কুষ্ঠরোগ-গ্রস্তা মরি কোনো এক অপূর্ব্ব সুন্দরী
না পেয়ে পতির আলিঙ্গন,
থাকে যথা ম্রিয়মাণ, কাঁদে যথা গুমরি গুমরি,
বঙ্গভাষা করিত ক্রন্দন!
কোন্ মন্ত্রৌষধি দিয়া, অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া,
কোন্ রসায়ন-রসে, বৈদ্যরাজ, নবধন্বন্তরি!
করিলে এ সুন্দরীরে মরি মরি অনিন্দ্যসুন্দরী!

৭

হে বরেণ্য মহাকবি! তাই মুগ্ধ সারাবঙ্গ আজি,
রচিয়াছে স্বর্ণ-সিংহাসন।
বাজিছে মঙ্গল-শঙ্খ!— সাজাইয়া অর্ঘ্যপুষ্পরাজি
চারিধারে পূজা-আয়োজন!
চারিধারে হুলুধ্বনি, আনন্দের রণরণি,
রাজ-অভিষেক বাদ্য বাজিতেছে হৃদয়-তোরণে,
বোস, বোস, রাজেশ্বর! এ ভক্তের এ প্রাণ-সিংহাসনে!

৮

ধর শিরে, হে নৃপতি! যশের এ মুকুট উজ্জ্বল;
পর কণ্ঠে মালিকা মধুর।
আজি এ কি কি মহোৎসব! সারা বঙ্গ আনন্দে চঞ্চল,
কলকণ্ঠে ধরিয়াছে সুর!
সূর্য্যকান্ত মণিসম, মধ্যমণি অনুপম,

তুমি আজি কি ভাস্বর, ইন্দ্রনীলে, মুকুতাভূষণে,
ঝলকিছে, চমকিছে সভা আজি, রতনে রতনে।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের প্রতি।

১

এ মোহিনী বীণা কোথায় পাইলে?
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে প্রাণ কেড়ে নিলে!
হেন স্বর্ণবীণা নাহি রে নিখিলে,—
সুধা-ভরা, ক্ষুধা-হরা!
উল্লাসে, উচ্ছ্বাসে, উছলিছে সুর,
আনন্দ-ঝরণা, ললিত মধুর;
এ যেন রতির চরণ-নূপুর!
পরশে শিহরে ধরা!

২

বাজে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী;
উর্ব্বশীর যেন বীণা বিমোহিনী!
সৌন্দর্য্য-নন্দনে সুধা-প্রবাহিণী,
লীলায় উছলে চলে!
এ যেন, গোলাপে শিশির পতন!
পূর্ণিমা রাতির উছলং কিরণ!
সেফালীর যেন নিশান্ত-স্বপন,
সৌরভ-হিল্লোল ছলে!

৩

ওহে কবিবর, ধন্য তব শিক্ষা !
ওহে যোগিবর, ধন্য তব দীক্ষা !
প্রতিভা তোমার অনল-পরীক্ষা
দিয়া, আজি দীপ্তিময়ী !
সীতা-সতী-সমা হাসে বরাননী
অনলের ক্রোড়ে !—কাঞ্চন-বরণী
কাঞ্চনের সমা !—সূর্য্যকান্ত মণি,
তেজে যেন বিশ্বজয়ী !

৪

বহুদিন ছিল অহল্যা পাষাণী ,
রামচন্দ্র আসি চরণ-দু'খানি
রাখিলা যেমতি, হাসি ঋষিরাণী
চমকিলা নিদ্রাভঙ্গে !
পাষাণের সম ছিল যেন জড়
এই বঙ্গভাষা !—বহু দিন পর,
তোমার পরশে ! কাঁপি থর থর—
জাগিয়াছে লীলারঙ্গে !

৫

ভাগবতে যার অপূর্ব্ব ভারতী,
ত্রিবক্রা কুবুজা পাইল যেমতি
অপরূপ রূপ, অপূর্ব্ব সদ্গতি,
গোবিন্দের আগমনে !-

ওহে যাদুকর, তেমতি, তেমতি,
শ্রীহীনা এ ভাষা লভিয়াছে গতি,—
কুবুজা হ'য়েছে অতি রূপবতী,
তব কর-পরশনে !

৬

পূর্ব্বকালে যথা, সঙ্গীতে, সঙ্গীতে,
সৌধময়ী ট্রয়, উরি আচম্বিতে,
রাজিল সহসা, কিরণ-রাজিতে
উষা যথা হিরণ্ময়ী !—
ওহে যাদুকর, তোমার সঙ্গীতে,
স্বর্ণ-হর্ম্ম্যময়ী, হাসিতে হাসিতে,
এ কোন্ অলকা ভাতিল প্রাচীতে,
কিরণে কিরণময়ী ?

৭

পূর্ব্বকালে যথা অযুত তরঙ্গে,
কল্লোল, হিল্লোলে, লীলারঙ্গ-ভঙ্গে,
ত্রিদিব হইতে ভগীরথ-সঙ্গে,
এসেছিলা মন্দাকিনী,
ওহে যাদুকর, তোমার সঙ্গীতে,
নব মন্দাকিনী নেমেছে মহীতে !
চ'লেছে সাগরে কি লীলা-গতিতে,
কল কল প্রবাহিণী !

৮

এ জাহ্নবীতটে এক গো নেহারি ?
মোহিনী নগরী শোভে সারি সারি,—
যেন হাস্যময়ী, রূপময়ী নারী,
নব হরিদ্বার কাশী !
সদা লীলাময়ী, বিলাস-বিভ্রমে
পড়ে সুধানদী অতুল বিক্রমে,
ক্ষীর সাগরের পবিত্র সঙ্গমে,—
হাসিয়া ফেনিল হাসি !

৯

বাণীবরপুত্র ! সুধামকরন্দ,
বিভোর হইয়ে, বাণীবক্ষে পিয়ে,
মৃতসঞ্জীবনী, আনন্দের কন্দ,
আনিয়াছ বঙ্গে তুমি !
ভগবানে তাই করিয়া আহ্বান,
তাই এ প্রার্থনা—হ'য়ে আয়ুষ্মান্,
থাক জননীর দুলাল সন্তান,
কিরণ-ছটায় বালার্ক-সমান,
উজলিয়া বঙ্গভূমি !

অপূর্ব্ব কবিতা-সুন্দরী।

(কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া লিখিত।)

১

মুখচন্দ্রে জ্যোৎস্না ঝরে! একি রূপ! গালভরা হাসি!
কে গো তুমি মানস-সুন্দরী?
চমকিত, আনন্দিত—রূপে তব সারা বঙ্গবাসী।
রাঙা পরী—অপূর্ব্ব অপ্সরী!
অঙ্গে তব রত্ন চেলী,—
করিতেছ নৃত্যকেলি!—
কি কুহক! চরণ ঠমকে
ধরা-বক্ষে রাশি রাশি পুষ্প ফোটে শিহরি পুলকে!

২

সকলি সুন্দর তব হে সুন্দরি!—একি কণ্ঠস্বর!
হাবভাব সকলি মধুর!
এ কি নৃত্য! বসন্ত-উৎসবরাত্রে মদন-বধূর
বাজে যেন চরণনূপুর
রিনিকি রিণিকি রিণি
বাজিতেছে কিঙ্কিণী!—
কে গো তুমি হসিত লোচনা?
কে গো তুমি লীলাময়ি! নিতি
নব লীলায় মগনা?

৩

কত সাজে সাজ তুমি, নটী সম, হে কামরূপিণি!
কভু তুমি শীর্ণ-কলেবরা।
যেন সেই অলকার রাহুগ্রস্তা যক্ষ-বিরহিণী
রুক্ষকেশা, পাণ্ডুর-অধরা!
মিলন-আকুলা অয়ি, কভু তুমি হাস্যময়ী,
চিরানন্দা বঙ্গগৃহ-বধূ!—
অলি বঁধু পেয়ে যেন কুসুমের মুখে, বুকে, মধু!

৪

রক্ত-কমলের পরে দাঁড়াইয়া কভু তুমি এসে,
দেখা দাও ইন্দিরার সাজে।
ভকতেরে মণি-মুক্তা মরকত দাও হেসে হেসে!—
পাদ-পদ্মে কি মাধুরী রাজে!
ও ললাটে কি মহিমা! ও নয়নে কি গরিমা!
ভক্ত-হিয়া মনানন্দে কাঁপি,
নেহারে তোমার ওই মুখচন্দ্র,—রত্নের ও ঝাঁপি!

৫

মৃগ-কস্তুরীর গন্ধ অঙ্গে তব হে মনোমোহিনী,
কভু ছোটে শেফালির বাস।
হাস্নুহীনার বাসে কভু তুমি, সৌরভ-রূপিণি,
প্রাণে ঢাল অপূর্ব্ব উল্লাস।

স্থরভি নারিঙ্গি-গন্ধ
পেয়ে, চিত্ত-অলি অন্ধ,
ঝঙ্কারিয়া ধায় তব পাশে !—
বসোরা-গোলাপী-বাস কভু ছোটে,
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে।

৬

অন্নপূর্ণা-বেশে মরি কভু তুমি ওগো যাদু করি,
দাও পাতে সুস্বাদু পায়স।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দাও পাতে ঢেলে,—মোচা থোড়, বড়ি,
তাহাও গো মধুর সরস !
দয়ালু জননীবৎ
তর্ম্মুজের সরবৎ
হেসে হেসে দাও পিয়াইয়া !—
অন্নপূর্ণে ! সে তুষারে তাপ-তপ্ত ভক্তপ্রাণ
যায় জুড়াইয়া !

৭

হে অপ্সরি, সদা তুমি হাবভাব-লীলায় মগনা,
তবু তুমি শোভন-চরিত্রা !
নাট্যে গীতে নৃত্যে তুমি কলাবতী—অয়ি বরাঙ্গনা,
সতী সম তবুও পবিত্রা !
কটাক্ষে ইঙ্গিতে তব,
কি মাধুরী অভিনব !—

সুনীতির যমজ ভগিনি !
কুরুচি কবিতা সম নহ তুমি কুল-কলঙ্কিনী।

৮

মদিরা-বিভোর হ'য়ে, উলঙ্গিনী, কুলটা কবিতা,
ভৈরবী চক্রের যেন নটী,
থেই থেই নৃত্য করে ! কুষ্ঠগ্রস্তা, চন্দন-চর্চ্চিতা,
ডান হস্তে বিকট করোটী,
নাগপাশ-আলিঙ্গনে,
বিদ্ধ করি লুব্ধ জনে,
শেষে করে জীবন সংহার,
ঘোর হলাহল লিপ্ত স্তনযুগ সেই পুতনার !

৯

জানকী-সাবিত্রী সমা নিরুপমা কবিতা-সুন্দরি,
তুমি কিন্তু পুণ্যের বিকাশ !
ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দময়ী কু-কামনা ক্রূর বিষধরী—
চিত্তে তব নাহি করে বাস !
দেবী সম অহর্নিশ,
বিলাইয়া শুভাশীষ !
পেয়ে তোমা বহু ভাগ্যফলে,
বঙ্গভূমি স্বর্ণভূমি আজি আহা ফুলের ফসলে।

১০

পরিয়া ময়ূর-কণ্ঠী, নানা রত্ন আভরণ অঙ্গে,
হে বরাঙ্গি, বাজাইছ বীণা।

সঞ্জীবন মন্ত্রসিদ্ধ তুমি বুঝি ? তোমার উৎসঙ্গে
উঠি এই চৈতন্য-বিহীনা,
হইয়াছে প্রাণময়ী,
হইয়াছে জ্ঞানময়ী !
সুমধুরা, আলাপে তৎপরা,
মোহিনী বীণার ফাঁদে নরনারী পড়িতেছে ধরা !

১১

চমকিত, হৃদয়-যমুনা মম বহিছে উজান,
বিমোহিত তব বেণুরবে,—
যেন কোন গোপাঙ্গনা, বাঁশী কাড়ি, ধরিয়াছে তান,
কুঞ্জবনে পাইয়া মাধবে।
কি আছে ও বিম্বাধরে ?
সুধা ঝরে ! মধু ক্ষরে !
প্রাণে আছে মধুর ঝরণা।
পিয়ে সেই মকরন্দ, সারা বঙ্গ আনন্দে মগনা।

১২

কভু তুমি মায়াবিনি, ত্যাগ করি কঙ্কণ কিঙ্কিণী,
অঙ্গে কর ভস্ম-বিলেপন।
করে রুদ্রাক্ষের মালা, সাজ মরি নব তপস্বিনী,—
ধন্য তব গেরুয়া বসন !
কোটী কোটী তীর্থে গিয়া,
তীর্থরেণু আহরিয়া,

আহরিয়া তীর্থের সলিল,
দাও তুমি ভক্তবৃন্দে প্রসাদের কণা অনাবিল।

১৩

সে মহা প্রসাদ লভি, গৃহে গৃহে হয় শত কাশী,
গৃহে গৃহে জগন্নাথ-পুরী !
বিস্মিত স্তম্ভিত হ'য়ে, বুঝিবারে নারে বঙ্গবাসী,
কুহকিনি, তোমার চাতুরি !
তোমার কুহক বশে,
অপরূপ সর্জ্জরসে,
অপরূপ অগ্নিতে, হবিতে,
জ্বলি উঠে দাউ দাউ হোমশিখা, দেখিতে দেখিতে !

১৪

যাহাদের ক্ষীণ দৃষ্টি, ক্রূর যারা, যারা অর্ব্বাচীন,
পায় না দেখিতে অঙ্গ-যষ্টি।
তারা ভাবে, তুমি শুধু জড়পিণ্ড, চৈতন্য-বিহীন,
তুমি শুধু শব্দের যষ্টি !—
আশৈশব শ্বেতভুজা,
এ দীন ভক্তের পূজা
লভি, তুষ্টা, দিয়াছেন দিব্যদৃষ্টি—হে মনোমোহিনি,
তাই ও অরূপ রূপে ভোর আমি, কি দিবা যামিনী।

১৫

আমি হেরি তোমার ও মুখ-চন্দ্র, চরণ-কমল।
বিম্বাধর, নয়ন-দর্পণ!
প্রতি অঙ্গে কি মাধুরী! লাবণ্যেতে সদা ঢল ঢল,
কলকণ্ঠ সুধার সদন।
পারিজাত-মূলে বসি,
রূপে জিনি পূর্ণশশী,
দেবকন্যা, বিরহ-বিধুরা,
ধরিয়াছে সুর যেন—এ কি গীত মধুর-মধুরা!

১৬

প্রতপ্ত কনকোজ্জ্বলা এ কি কান্তি! অতুল, অতুল,
হে সুন্দরি, ওরূপের ভাতি!
শত-চন্দ্র-বিভাসিত, পরি তারা-খচিত দুকূল,
যেন কোন পৌর্ণমাসী রাতি!
কভু নববধূ-সাজে,
হাসিয়া মধুর লাজে,
দেখা দাও ঘর আলো করি!
কভু নটী! সুচরিতে, তবু তুমি সতী-কুলেশ্বরী!

১৭

কভু তুমি দেখা দাও দুর্গারূপে,—দশভুজ দিয়া,
জ্ঞান, ভক্তি, শৌর্য্য, বীর্য্য, আনি!

ভক্তবৃন্দে কর তুমি ধনশালী—শ্রীমুখ হেরিয়া,
জুড়ায় এ দাবদগ্ধ প্রাণী!
আভাসে, ইঙ্গিতে, হেসে,
কি শিক্ষা! সে উপদেশে
নাহি দর্শনিক কঠোরতা!
সে যেন প্রিয়ার হাসি!—জননীর সুধামাখা কথা!

১৮

কত বার শ্যামা সাজি, পাপাসুরে সংহারি লীলায়,
তাণ্ডবিয়া, করিয়াছ নৃত্য!
রণরঙ্গিণীর মরি একি শোভা! ভালে মুখে ভায়
যুগপৎ, সুধাংশু আদিত্য!
বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ সম,
কি উৎসাহ অনুপম
ঢালি দাও ভক্তের হিয়ায়!
বাজাইয়া তূরী, ভেরী, শিখি-সম নাচাও হেলায়।

১৯

কতবার হেরিয়াছি, বহুরূপা হে কালী-করালী,
মুণ্ডমালা,—অসি করি দূর,
শিখিপুচ্ছ শিরে ধরি, পীতবাসে, সাজি বনমালী,
বাজাইছ মুরলী মধুর!
রচিয়া রাসমণ্ডল,
ভাব-গোপাঙ্গনা দল

বৃন্দাবনে পেয়ে মনচোর,
কত পৌর্ণমাসী নিশি যাপিয়াছে, আনন্দে বিভোর।

২০

পার্থ-সারথির সাজে কতদিন দিয়াছ আমারে,
হে যোগিনি, মহাযোগ-শিক্ষা !
হইয়াছে এ ভক্তের শুভক্ষণে, তব গুপ্তদ্বারে,
বিশ্ব-প্রেম-মহামন্ত্রে দীক্ষা !
"মধুর, অপরাজিতা !
জয় জয় মহাগীতা !
বিসর্জ্জিয়া অসি ও কামান,
বিশ্বপ্রেম-মহাযজ্ঞে কর কর আত্মবলিদান !"

২১

স্বদেশ-বাৎসল্য ধন্য, ধন্য তব বিশ্ব-প্রেমিকতা,
"ভালবাস ইংরাজে, যবনে,"
"ভালবাস বিশ্বজনে"—জয় জয় মঙ্গলবারতা !
"লৌহ-বেড়ি রবে না চরণে !"
"প্রেমরাজ্য-তুলনায়"
কোথায় সাম্রাজ্য হায় ?
"ভারতও হবে বিজয়িনী"—
হে কবিতা, একি তব মিষ্ট কথা, সুধা-নির্ঝরিণী !

২২

এস মিশি ভাই-ভাই, মিশে যথা বাতাস আকাশে,
ইংরাজ ও মুসলমান, হিন্দু !

একপ্রাণ হ'য়ে যাই—কি আনন্দ! গরজি উল্লাসে
উথলি উঠুক প্রেমসিন্ধু!
কে রবে গোলাম কেনা?
হ'য়ে নারায়ণী সেনা,
"বিশ্বপ্রেম বিজয়-পতাকা"
বসাও হিমাদ্রি-শিরে—নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্র রাকা!

২৩

তব এ আশ্বাসবাণী বুকে ল'য়ে, কবিতা-সুন্দরি,
আজি তবে নিতেছি বিদায়।
যে আনন্দ দিয়াছ গো প্রাণে ঢালি, অতুলন মরি,
প্রতিদানে কি দিব তোমায়?
ধ্যানের মন্দিরে পশি,
গোবিন্দের কাছে বসি,
যেই পুণ্য এনেছি আহরি;—
বুঝিয়াছি সেই পুণ্যে, তুমি দেবি, অজর, অমরী!

কবি কালিদাস রায়ের প্রতি।

(কুন্দ ও কিসলয় পাঠান্তে)

১

কি আনন্দ! এ যেন রে অকস্মাৎ আইল ফাল্গুন,
অকস্মাৎ বহিল মলয়!
কি আনন্দ! কে যেন রে দাউ দাউ জ্বালিল আগুন,
ঘুচাইয়া শীতার্ত্তের ভয়।
নগরের কোলাহলে বুঝি মোর বাহিরায় আয়ু,
হ'য়েছিনু এত ঝালাপালা!
তোমার সবুজ কুঞ্জে, গ্রামে আসি, সেবি মুক্ত বায়ু,
হে সুকবি, জুড়াইল জ্বালা!

২

বাত্যাক্ষিপ্ত পোতযানে আরোহিয়া, সমুদ্র-যাত্রীর
এ যেন রে কূলে আগমন!
বহুবর্ষ কারাগারে রুদ্ধ থাকি, মুক্ত কয়েদীর
এ যেন রে গৃহ-দরশন!
বন্ধ্যার অখ্যাতি লভি, এ যেন রে প্রৌঢ়া রমণীর,
চাঁদপারা সন্তান-প্রসব!
এ যেন যুগান্তে আহা বৃন্দাবনে, মুরলীধারীর
পদার্পণ!—সেই বংশীরব!

৩

তোমার সৌন্দর্য্যকুঞ্জে—যতবার পশি আমি, কবি!
হেরি তথা শোভা নব নব!—
গলাগলি করি তথা হাসে চাঁদ আর বাল রবি!
অফুরন্ত ফুলের বৈভব!
দোয়েলের, কোকিলের কলরব অফুরন্ত মরি,
অফুরন্ত ময়ুর-নাচন!
যাদুকর, একি কোন্ মায়াপুরী! দিবা বিভাবরী,
অফুরন্ত আনন্দ-স্বপন!

৪

তোমার কবিতারাণী মরি মরি অনিন্দ্য সুন্দরী,
মূর্ত্তিমতী ঊষারাণীসমা!
প্রভাত-পবন-স্পর্শে অলঙ্গ কাঁপিছে থর থরি,
লাল চেলী একি নিরুপমা!
পদ্মগন্ধ ভুর্ ভুর্ মুখে ছোটে!—সীমন্তে সিন্দূর,
প্রাণচোরা, গালভরা হাসি!
শিশির-মুকুতা-হার কণ্ঠে দোলে! মধুর, মধুর,
একি শোভা!—লাবণ্যের রাশি

৫

তোমার কবিতারাণী মরি মরি অনিন্দ্য সুন্দরী,
মূর্ত্তিমতী শারদী শর্ব্বরী!

রূপবন্যা জ্যোৎস্না-সম উছলিছে! বিশ্ব আলো করি,
তরঙ্গিছে ভাবের লহরী!
ভুর্ ভুর্ মুখে ছোটে, আহা মরি, চিত্ত-বিমোহন,
শেফালীর দুরন্ত সৌরভ!
অরসিক কি বুঝিবে? বোঝে শুধু রসিক-সুজন,
পৌর্ণমাসী নিশির গৌরব।

অপূর্ব্ব কবিতা-রাণী।

[কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের কবিতাকে সম্বোধন করিয়া এই কবিতাটি রচিত হইল। কে না বলিবে, তাঁহার কবিতা—অপূর্ব্ব কবিতারাণী?]

১

হে বরেণ্যা! হে সুধন্যা! শিরে জ্বলে সোণার মুকুট,
কে গো তুমি রাজরাজেশ্বরি?
আপনি প্রণত হয় ভক্তশির, জোড় করপুট,
হেরি তোমা, হে বরসুন্দরী!
চন্দ্রের মণ্ডলে যথা ভুলি ক্ষুদ্র লাজ মান গর্ব্ব,
শুক্রতারা হয় আত্মহারা,
হে চির মহিমাময়ি, আজি মোর অহঙ্কার খর্ব্ব!
বিদ্রোহী ল'ভেছে আজি কারা!

২

তব যোগ্য ভেট-উপহার কোথা ? কে কবিতা-রাণী,
বুক মোর, প্রাণ মোর খালি !
দীন অপরাধী সম, তাই ভাবি, যুড়ি দুই পাণি,
কি দিব ও শ্রীচরণে ডালি !
দিবা দেয় দিবামণি-উপহার ধরিত্রী দেবীরে,
দীনা রাত্রি দেয় গো শিশির !
পথের ভিখারী আমি, কিছু নাই !—এসেছি মন্দিরে,
লও দেবি, ভক্ত-অশ্রুনীর !

৩

রাণী তুমি, তবু কত লীলাময়ী ! যাও অভিসারে,
কৃষ্ণকুঞ্জে, সাজি নব রাধা,—
প্রেমের সে বিকিকিনি কি অদ্ভুত ! কে জিনে ? কে হারে ?
কে স্বাধীন ? কে নিগড়ে বাঁধা ?
কভু তুমি বঙ্গলক্ষ্মী, বঙ্গরাণী, হে সিংহবাহিনি !
শ্রীচরণ করিছে লেহন
সুন্দর বনের ব্যাঘ্র !—ফণা তুলি করাল ফণিনী,
আতপ করিছে নিবারণ !

৪

আজি তুমি চিতাভস্ম মাখি অঙ্গে !—
কি শোক গভীর !
অশ্রুবারি ঝরে অহর্নিশ !

আলোড়িয়া সুন্দরী এষার আহা শোক-সিন্ধু-নীর,
পান করি বিষাদের বিষ,
হইয়াছ নীলকণ্ঠ—উমাপতি নীলকণ্ঠ যথা,—
কি দুর্ভাগ্য ! বুকে চির ক্ষুধা,
আপনি আকণ্ঠ করি বিষপান, জুড়াইলা ব্যথা
এ বঙ্গের, পিয়াইয়া সুধা !

ফতেগড়ের মা কালী।

শুনিলাম, জাগ্রতা এ কালী ! কিন্তু মাতা দয়াময়ী
নাহি চান্ পশুবলি—মার হিয়া হয় কি পাষাণ ?
পত্র, পুষ্প, নারিকেল, ভক্তিভাবে যা কর প্রদান,
তাহাতেই হন, আহা ! আনন্দিতা এ আনন্দময়ী !
অয়ি চণ্ডি ! রণরঙ্গিণীর সাজে তুমি চিরজয়ী,
তবে কেন বিফলে মা করে শোভে শাণিত কৃপাণ ?
লক্ লক্ লোল জিহ্বা মিছামিছি কেন লেলিহান ?
পশুরক্তে জুড়াও পিপাসা আজি, চির-তৃষ্ণাময়ি !
হের এই পুষ্ট কাম-ছাগে ! জয় কালি ! জয় কালি !
দুষ্ট ক্রোধ-মহিষেরে বাঁধিয়াছি যূপকাষ্ঠে আজি ;
খড়্গ দিয়া কাটি পাড়ি, দিতেছি মা ও চরণে ডালি !
রক্ত বহে ! পান কর, পান কর, রণচণ্ডী সাজি !

লোভাসুর নৃত্য করে, মা গো হের এ হৃদয়-মাঝে ;—
কাট তারে—রক্তপান-পরিহার তোমার কি সাজে ?

রাজেশ্বর-মঙ্গল।

(স্তোত্র)

১

কি আর ফুকারি ! কি আর উচ্চারি ! ওহে রাজরাজেশ্বর !
আমি মাত্র বাঁশী, হে ব্রজবিলাসি, তুমিই মুরলীধর !
গাহিতে জানি না, বাজিতে জানি না, আমি শুধু জড়-বেণু !
অধর-পল্লবে ধর আজি মোরে ! বেণুর এ প্রতি রেণু
হোক্ প্রীতিময়, হোক্ গীতিময়,—ঝরুক্ অপূর্ব্ব গান,
ঝঙ্কারি উঠুক শতেক পাপিয়া, শত শ্যামা মুগ্ধ-প্রাণ !
এই বিশ্ব হোক্ নব বৃন্দাবন ! গোপ-গোপী তালে তালে
নাচুক অঙ্গনে, ধরাধরি হাত,—এ মাতালে ও মাতালে !
অঙ্গে পীতধড়া, শিরে শিখিচূড়া, বিশ্ব-বিমোহন বেশে,
নব নারীদের মন কর চুরি, হাব-ভাবে হেসে হেসে !
প্রেমে গর গর, অঙ্গ থর থর, এস এস নদীয়ায়,
ছুটি বাহু তুলি, নাচিতে নাচিতে, এস এস গোরারায় !

২

কি দারুণ শীত ! কঠিন তুষার ছাইয়া ফেলেছে বিশ্ব ।
তরুলতা সব, নীরস, বিবশ, একি নিদারুণ দৃশ্য !

ফুল নাহি ফুটে, অলি নাহি ছোটে, পাখী নাহি করে গান.
প্রেম-সরোবরে সোহাগ-সরোজ হইয়াছে ঘোর ম্লান !
হে চির-বসন্ত, এস এস আজি, বসন্তকুমারী-বেশে !
রাধা বেশে এস আজি আহ্লাদিনী বনফুল পরি কেশে !
তোমার চরণে রজত-নূপুর বাজুক গো রুনু রুনু ;
শিহরি উঠুক পলকে এ ধরা পুলকে বিহ্বল তনু !
বসোরা গোলাপ ফুটিয়া উঠুক যেন লাবণ্যের ধারা ;
'বউ কথা কও' ঝঙ্কারি উঠুক গানের ফোয়ারা পারা !
চির-বসন্তের প্রেম-রাজ্যমাঝে এস বসন্তের রাণি !
জুড়াক ধরিত্রী বুকে ধরি আহা ! তব রাঙ্গা পা দুখানি !

৩

এ কি রে দুর্ভিক্ষ ! "হা অন্ন" "হা অন্ন"—রব নাহি ভাল লাগে !
এস নারায়ণ, অন্নপূর্ণারূপে, দাস এই ভিক্ষা মাগে।
চারু শাঁখা হাতে এস মহাদেবি, ঝল্‌মল্ চেলী অঙ্গে ;
ক্ষুধার্ত্তের পাতে সুস্বাদু পায়স ঢাল ঢাল মহারঙ্গে !
ও গো স্নেহময়ি, যে অন্ন ভখিলে, চিরতরে মিটে ক্ষুধা,
ওগো স্নেহময়ী, হাসিয়া হাসিয়া, দাও সেই ভক্তি-সুধা।
আনন্দ-কিরণে আমা সবাকার হাসুক নয়নতারা ;
ক্ষীণ অঙ্গে মাগো নাচুক খেলুক উদ্দাম বিদ্যুৎ-ধারা,
প্রেমাশ্রু-সলিলে হইয়ে বিধৌত লাবণ্যে ভাতুক কান্তি ;
আজন্ম-বিকল দুরু দুরু হিয়া, লভুক অতুল শান্তি !

চুষি-কাটি দিয়া আর মা আর মা সন্তানে দিস্‌নে ফাঁকি;
স্তন্য-সুধা দে' মা—ঘোর দুর্দ্দশার আর কিছু নাহি বাকি :

৪

এস বনমালি, হরি-প্রিয়া সাজে কণ্ঠে পরি বনমালা ;
সীমন্তে অশোক, শ্রবণে কদম, ভুজে অতসীর মালা,
ফুলে ফুলে ফুল্লা এস ফুলময়ি লীলা-পদ্ম ধরি করে,
সঞ্চারিনী কোন বন-ভূমি যেন ;—ফুল শোভে থরে থরে :
যেখানে পা পড়ে, সেইখানেই মরি, ভক্তি-উপবন হয় !
কুঞ্জে কুঞ্জে আহা ! হয় হরি ধ্বনি, নয়নে প্রেমাশ্রু বয় !
ওগো হরিপ্রিয়া হাসিয়া হাসিয়া সৃজ রম্য কুঞ্জবন,
চারুচন্দ্রে আহা বসাইতে মরি পাত প্রীতি-সিংহাসন !
যুগল মূরতি নিরখি নিরখি আমরা জুড়াব আঁখি ;
নাচিব গাহিব আনন্দে মাতিব অনুরাগ অঙ্গে মাখি
সুধাংশুরে হেরি জলধির যথা আনন্দ ধরে না বুকে,
চারুচন্দ্রে হেরি প্রেম-বন্যা মরি উথলি উঠিবে সুখে !

৫

ওগো কমলিনি, সতী-কুলমণি ! হৃদয়-মন্দির-মাঝে,
সতীশের সঙ্গে, উর আসি রঙ্গে, মত্ত-আহ্লাদিনী সাজে।
রাধা-লতা যেন তমালে বেড়িয়া ফুলে ফুলে ফুলময়,
রোহিণী যেন গো সুধা-করে পাই আলোকে আলোকময় :
যুগল মূরতি, দীপ জ্বালি আহা, প্রেমানন্দে নেহারিব ;
আরতি করিয়া সুন্দরী সুন্দরে পুষ্পমালে সাজাইব !

পূর্ণশশী যেন যমুনার জলে দুলিছে নাচিছে মরি !
ঊষার ললাটে বালার্কের ছটা যেন রে পড়িছে ঝরি !
সোনার অতসী মিশায়ে কৌশলে গেঁথেছে ঝুমুকাহার !
চম্পকের হারে অপরাজিতায় বলিহারি কি বাহার !
যুগলেতে এক, একেতে যুগল, কি আর বলিব আমি ?
জনমে জনমে, হৃদয়-মন্দিরে, নিশিদিন থেক স্বামি !

৬

শঙ্খ চক্র গদা, পদ্ম হাতে ল'য়ে, এস এস হে কেশব !
চতুর্ভুজ-বেশে ওহে লীলাময় নিনাদি ভৈরব রব !
জ্ঞানভক্তিযোগ, শিক্ষা দাও আসি, মূর্ত্তিমতী গীতা-বেশে ;
মায়াবন্ধ নাথ, প্রেম-অসি দিয়া, কাট আসি হেসে হেসে ;
কিম্বা এস হরি, মুরলী বাজায়ে, ধরিয়া মোহন রূপ ;
নরনারী সব হোক জ্ঞানহারা হেরি রূপ অপরূপ !
নিজেই দেবতা, নিজেই পূজারি সাজি ভক্ত হরিদাস,
নাচ গাও রঙ্গে বিগ্রহের আগে পরকাশি মহোল্লাস !
জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান, এক হ'য়ে যাক্, বীজ মাঝে যথা রয়
শাখা ও পল্লব ! (এ কি ভোজ বাজি !) ফল ফুল সমুদয় !
অরূপে স্বরূপে, জীবব্রহ্মরূপে, ভেদজ্ঞান নাই, নাই !
আমার আমিত্ব ঘুচে যাক্ হরি, তোমার তুমিত্ব পাই !
এস হে সুন্দর, কচি বনলতা,
বালিকা সীতার সাজে ,

নাকেতে বেশর, গলে দোলে হার,
চরণে ঘুঙ্গুর বাজে !
অবনী অবাক্, প্রেমেতে বিভোর,
হেরি দুহিতার রূপ ;
কোকিল-কাকলি জিনিয়া বচন,
শুনি নরনারী চুপ !
কিম্বা এস হরি, নন্দের দুলাল,
বাল-গোপালের বেশে ;
হরি-কমলের লীলা-খেলা হেরি,
সারা ব্রজ উঠে হেসে !
যশোদা মায়ের অঞ্চল ধরিয়া, কভু ঘোর টানাটানি ;
উথলির সাথে চোর বাঁধা পড়ি, কভু যোড়ে দুটী পাণি !
বল কতকাল,—হে শ্যামকিশোর, বহিবে নয়ন-লোর !
আত্মা-বধূ মোর ঘোর উন্মাদিনী, তব লাগি মনচোর !
আলু থালু কেশা, বিক্লবা, বিবশা, হইয়াছে ব্রজবালা ;
যামিনী যে যায়, চাঁদ যে লুকায়, শুকায় ফুলের মালা !

সুন্দর।

হে সুন্দর মনচোর ! ধরি ধরি ধরিবারে নারি !
স্বপনের জ্যোৎস্নালোকে, আবছায়ে, ইঙ্গিতে আভাসে,

বুঝি তোমা,—তবু তুমি কি সুন্দর! যাই বলিহারি!
সৌন্দর্য্যে—মাধুর্য্যে তব, মুগ্ধ আমি; এ তনু উল্লাসে
ভরপুর, সুধাসিক্ত আনন্দের অশ্রুজলে ভাসি।
কি চাতুরী, কি মাধুরী! কামরূপ হে গগনচারী,
হিরণ্ময়ী দ্যুতি ধর, কৃষ্ণ মেঘে কুৎসিত নেহারি,
কর তারে ভীম-কান্ত, অপরূপ বিদ্যুৎ-বিকাশে!
অশোভন ঝিনুকের দাগে দাগে, আবিরের রাগে,
ফুটে উঠ! কালো শিশু,—চুপে গিয়া, তাহার সদনে,
দেখা দাও, প্রেমময়ী জননীর মোহন চুম্বনে;
শ্যামাঙ্গী সতীরে কর গৌরাঙ্গিনী পতির সোহাগে!
আমিও কুৎসিত, নাথ!—এ আবিল সরসী-সলিল,
পূর্ণচন্দ্র! তব স্পর্শে হোক্ স্বচ্ছ মোহিয়া নিখিল!

কবি সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি

নরবেশে দয়া তুমি, অশ্রুজলে নেত্র ঢল ঢল,
দু'অধরে ম্লান হাসি,—সেবাব্রতে উৎসর্গ-শরীর,—
নিশান্ত বালেন্দু সম অনুপম; মরি কি রুচির
পাণ্ডুর বদন-কান্তি! শ্রী-অঞ্চল (জননী-অঞ্চল!)
নিশি দিন সচঞ্চল মুছাইতে তপ্ত অশ্রুজল
আর্ত্ত আর ব্যথিতের! তোমার ও অশ্রু-মুক্তানীর,

হারি মানে তার কাছে প্রভাতের করুণ শিশির
অরুণ কমল-দলে,—কি মোহন লাবণ্য তরল!
এ ছবির নাই মূল্য—তব তুল্য নাই মহাপ্রাণ,
তাই ইন্দ্রধনু-বর্ণে রঞ্জিলাম এ উজ্জ্বল ছবি!
হে সুধীন্দ্র, জানি তুমি সুলেখক, সুরসিক কবি,
শত গুণে সুধাসিক্ত; তবু মোর বিমুগ্ধ নয়ন
নহে লুব্ধ সে সৌরভে,—ছাড়ি জাতি, যুথী ও মল্লিকা,
অলি করে গুঞ্জরণ, হেরি ফুল্ল গোলাপ-কলিকা!

রাজা রামমোহন রায়।

হে রাজেন্দ্র! শ্বাসহরা তমস্বিনী ঘোরা!
একটি নক্ষত্র নাই! আজি এই বঙ্গে;
ভেসে যাই ভেসে যাই ভেসে যাই মোরা
রঙ্গময়ী লালসার চঞ্চল তরঙ্গে।
হাসি মনচোরা হাসি অপাঙ্গে ভ্রূভঙ্গে,
আহ্বানিছে নাস্তিকতা! সুরা রক্তাকারা
পাত্রে ঢালে মুহুর্মুহু! হ'য়ে মাতোয়ারা
অধর্ম্ম-অঘোর-পন্থী, হের, পিয়ে রঙ্গে!
হে রাজর্ষি! এস এস এ ঘোরা যামিনী
পোহাক্! হেরিয়ে, দেব! ভকতি-উষারে
আবার হাসুক হর্ষে বঙ্গ অভাগিনী!

আন দেব জ্ঞানারুণে—সে আলো-জোয়ারে
স্নান করি, আহা! বঙ্গ বিরহ-বিধুরা,
পতিক্রোড়ে হোক্ আজি মিলন-মধুরা!

সাধুর হাসি।

পশিয়া শব্দের হাটে, বিপুল বিপণি
খুঁজিলাম বুঝাইতে সাধুর সুহাসি।
কোথায় উপমা? শুধু শূন্য শব্দরাশি!
সৌন্দর্য্যের সাজি হস্তে মোহিনী বরণী
হাসিতেছে!—ভক্তিভরে, হইয়ে উল্লাসী,
কহিলাম, "হে ধরিত্রি! কোথা সে সুষমা,
সাধুর হাসির যাহা উজ্জ্বল উপমা?"
হাসিয়া কহিলা দেবী, "সব পুষ্প বাসী!"
দেখাইয়া দিলা মাতা, মধুর ইঙ্গিতে,
একটি উপমা!—এক বালিকা যুবতী
ফিরিয়াছে পিত্রালয়ে; সহাস্যে ত্বরিতে
ধরিল মায়েরে, বেড়ি সে স্নেহ-মূরতি।
হে সাধু! মায়ের কণ্ঠ, সংসার ছাড়িয়া
তেমতি কি ধর তুমি, হাসিয়া, হাসিয়া?

সুললিতা।

(কোন একটি বিধবা বালিকার প্রতি।)

১

অপরাজিতার সম ছিলি মনোহরা
ফুলে ফুলে ভরা।
শারদ সেফালী সম একরাশি ফুলে
মুকুলে মুকুলে,
ছিলি তুই ভরপুর অপূর্ব্ব সৌরভে,
অপূর্ব্ব গৌরবে।
বসোরা-গোলাপ-সম ফুল্ল বিকশিতা
ভ্রমর-ঝংকৃতা,
ছিলি তুই আনন্দিতা, প্রকৃতি-দুহিতা!
অয়ি সুললিতা!

২

রজনীগন্ধার মত উল্লাস আকুলা,
ছিলি রে অতুলা।
কদম্ব-কেশর-সম পূর্ণ পুলকিতা
সদা উচ্ছ্বসিতা!
হাস্নুহানার মত সৌরভ-ঝরণা
ছিলি অতুলনা;

কুঞ্জ-কুরঙ্গীর মত লাবণ্যে অজিতা,
সদা উল্লাসিতা
ছিলি তুই অনিন্দিতা কুন্দ-বিনিন্দিতা,
অয়ি সুললিতা !

৩

সহসা উঠিল ঝড়, বিক্লবা, বিবশা
একি তোর দশা !
স্বর্ণ-প্রজাপতি কেন বসে না অলকে,
যূথিকা-কোরকে ?
বারাণসী চেলী কেন ঝলকে ঝলকে
আর না চমকে ?
যেন কোন হঠ যোগী কপট কৌশলে
ক্রূর মায়াবলে,
উচ্চারিল মায়া-মন্ত্র, নলিনী মধুরা
হইল ধূতুরা !

৪

ঊষাকালে রাহু যেন রুষি মহারোষে,
আনিল প্রদোষে।
বৃষ্টিপাতে কড়্ কড়্ করকা-আঘাতে,
বৈশাখী ঝঞ্ঝাতে !
খসিল আমের 'বোল'—এ কি গণ্ডগোল !
এ কি হা হা রোল ?

কোথা হ'তে একরাশি পঙ্গপাল আসি,
সব দিল নাশি!
অকাল বৈধব্য এল! হইবি, মোহিনি,
যৌবনে যোগিনী!
ধূ ধূ ধূ ধূ! বালি শুধু, নাহি জলধারা
কি ঘোর সাহারা?
নিরাশার পারাবার, তরঙ্গ আকুল,
নাহি বুঝি কূল?
বার মাস, বার মাস বহে অবিরল
তপ্ত আঁখিজল!
কি মেঘান্ধ অমানিশা! একটি তারকা
নাহি যায় দেখা!
আশার জোনাকি-পাঁতি তাও নাহি জলে
এ গগন তলে!

৬

তবে কি এমনি তোর চির দিন যাবে?
রাতি না পোহাবে?
এ কুসুমে করিবারে সফলা সরসা—
নাহি কি বরষা?
আধা আঁকা এই ছবি পূর্ণ করিবারে
কে কৌশলী পারে?

আর কি রে আসিবে না বসন্ত-জোয়ার ?
কুসুম-সম্ভার ?
শ্মশান হ'য়েছে হিয়া ! এ শ্মশানে বাস
তোর বার মাস।

৭

শোন লো আশার কথা, এ ক্ষত অক্ষয়
নয় নয় নয় !
ইহারও ঔষধি আছে, অপূর্ব্ব লেপনী,
বিশল্যকরণী !
প্রাণ জুড়াইয়া যায় করিলে লেপন
এ শ্বেত চন্দন।
ধূ ধূ ধূ ধূ মরুতেও বুদ্বুদিয়া উঠে,
এ ফোয়ারা ছোটে !
কবির আশ্বাস-বাণী, কল্পনা-কাহিনী
নয় লো নন্দিনী !

৮

নীরব লো তোর কানে সুখ-সাধ-আশা—
প্রণয়ের ভাষা।
তাই যদি হইয়াছে বাসনা-বালাই
পুড়ে হোক্ ছাই।
জগতের সুখ-সাধ অপূর্ণ অলীক,
সকলি বেঠিক,

শ্মশানেরে সত্য বলি বুঝেছে যে ঠিক,
সেই সে রসিক!
কর, তবে কর বলি, ত্যজিয়া বাসনা,
শ্মশান-রচনা।

৯

সেই সে শশ্মানে বসি, কর মহা ধ্যান,
মুদিয়া নয়ান!
হইলে ইন্দ্রিয়-জয়, হবি বিজয়িনী,
শ্মশান-বাসিনী!
বম্ বম্ হর হর-হর হর রবে,
উৎকট উৎসবে,
দিবে দেখা নৃত্যকালী! তাধিয়া তাধিয়া
নাচিয়া নাচিয়া,
হাসিয়া হাসিয়া, তোরে নিবে নিজ কোলে,
আনন্দের দোলে!

১০

সে শুভ মুহূর্ত্তে দেবী, সে মাহেন্দ্র ক্ষণে,
নব জাগরণে,
জাগিয়া হেরিবি তুই মাতিয়াছে সবে
বসন্ত-উৎসবে!
সারা বিশ্ব দুলিতেছে, আনন্দের দোলে,
মহাকালী-কোলে।

তখন আবার তুই সীমন্তে মধুর
ধরিস সিন্দূর,
অনিন্দিতা অনিন্দিতা ভুবন-বন্দিতা,
অয়ি সুললিতা !

রাঙা মেয়ে।

১

তোরে হেরি, রাঙা মেয়ে, আজি আমি নিদ্রায় মগন ;
তুই মম সুখের স্বপন !
ভয় হয় পাছে আসে বুক-ভাঙ্গা চির জাগরণ।
তীব্র রৌদ্রে ধাঁধিয়া নয়ন।
কোথা ছিলি এত দিন দেবকন্যা, আনন্দের খনি ?
নয়ন হারায়ে ছিনু ;—কোথা ছিলি নয়নের মণি ?

২

তোরে হেরি, রাঙা মেয়ে, বুঝেছি যা কভু বুঝি নাই
নারী সর্ব্ব সুষমার সার !
চাঁদের কেবলি জাঁক, গোলাপের কেবলি বড়াই,
ফিকে ইন্দ্রধনুর বাহার !
সৃজিয়া নারীর মূর্ত্তি, হে শ্রীহরি কোন্ ঊষাকালে
হইলে অবাক্ তুমি, নিজে মুগ্ধ নিজ ইন্দ্রজালে ?

৩

তোরে হেরি রাঙা মেয়ে, বুঝিয়াছি আসল সৌন্দর্য্য
চিত্ত মাঝে নাহি পড়ে ধরা !
প্রতিভার তুলিকায় ল'য়ে ম্লান বর্ণের ঐশ্বর্য্য
সুধু বৃথা অভিনয় করা !
দীপ দরশনে হায়, রুদ্ধ কোনো গৃহকোণে বসি
হয় না হয় না তৃপ্তি, বিনা আকাশের পূর্ণ শশী !

৪

তোরে হেরি, রাঙা মেয়ে, বুঝিয়াছি কাব্যের নায়িকা
মিথ্যা খ্যাতি পায় ধরাতলে,
তুই মাগো চিরসত্য, তা'রা হয় মিথ্যা বিভীষিকা
বহু ভেদ আসলে নকলে !
বনবাসে গেলে চলি, সীতা সতী লাবণ্যের রাণী,
কে চায় সোনার সীতা ? সোনা নয়, সে শুধু পাষাণী !

৫

তোরে হেরি, রাঙা মেয়ে, বুঝেছি মা, বিলাস-লালসা
সব ভস্ম, কেবলি তা ছাই !
একমাত্র হোমানল-পবিত্রতা, হরিপদ-আশা ;
হেন আলো ধরাতলে নাই !
তুই যে মণির শিখা, রাঙা মেয়ে না জানি কেমন
আমার সে নীলমণি, কৃষ্ণধন, অতুল রতন !

বাবা মাধোদাসজী।

১

শুভ্র পুষ্পরাজী তুল্য হাসিতেছে আজি
শুক্লা জ্যোৎস্না ; করে ল'য়ে ফুলসাজি
দেবকন্যা ভক্তি আজি হের হাসিতেছে !
হে মহর্ষি ! ভক্তবৃন্দ আজি ভাসিতেছে
আনন্দ-সলিলে ! শুনি হরিনাম-গান
মত্ত মধুপের সম প্রফুল্লিত-প্রাণ !
বেদপাঠ শুনি আজি অন্তরের ছায়া
হেরিতেছি !—মুক্তাকাশে কি বিরাট কায়া
উর দেব উর আজি ! এই শিলাসন
আবির্ভাবে তব হোক পূর্ব্বের মতন
শোভাময়, সেই সৌম্য-হাস্য-মূর্ত্তি ধরি,
পূজাসনে বসি জপমালা হাতে করি,
তেমতি তন্ময় হ'য়ে কর আরাধনা ;
আমরা অবাক্ হ'য়ে হেরি সে সাধনা।

২

আবার আসিয়া সেই সত্যনিষ্ঠা শিক্ষা
শিখাইয়া যাও ; কর মহাব্রতে দীক্ষা,
জ্বালি দীপ্ত ধর্ম্মকুণ্ড ! ভুলি লীলারঙ্গ
পুড়ে হোক্ ছারখার কাপট্য-তরঙ্গ

জ্বলন্ত পাবকে! দগ্ধ হোক্ পাপরাশি,
ঘুষুক ধর্ম্মের শঙ্খ প্রেম অবিনাশী!
লোলজিহ্বা অগ্নিশিখা সম নির্ভীকতা,
চিকণ দর্পণ সম সে সহৃদয়তা,
কোথা আজি? কোথা সেই নিষ্কাম সাধনা!
সমভাবে সকলের মঙ্গল কামনা?
কোথা সেই নির্লোভিতা? কোথা সে অগর্ব্ব?
দেবের দুর্লভ সেই গুণরাশি সর্ব্ব?
কেন আজি অপ্রকাশ? যেন অগ্নিরাশি
ভস্মে ঢাকা! আসি দেব, দেখা দাও হাসি!

৩

হে দেব, কথার ভঙ্গি নাহি জানি আমি!
তুমি সব বুঝিতেছ, হে অন্তরযামি!
কুরূপা কবিতা মোর, অলঙ্কার-ঘটা
কোথা এর? কোথায় বা সৌন্দর্য্যের ছটা?
ভক্ত যবে দু'টি পুষ্পে দেবেরে সম্ভাষে,
অনুরাগে তুষ্ট হ'য়ে ইষ্টদেব হাসে!
অন্ধকার! দীপ নাই! পতির চরণ
সতী যবে করে আনন্দে বন্দন,
পতির নয়নে বহে পুলকের ধারা!
আকুলা ব্যাকুলা হ'য়ে পাগলিনী পারা,
মা কি নাহি ছুটে আসে, আকুল আহ্বানে,

শিশু যবে "মা" কথাটি মুখে তার আনে ?
ওগো বাবা ! বাণবিদ্ধ হরিণের প্রায়
এসেছি এ তপোবনে, কোথা তুমি হায় !

৪

আমারি কুকর্ম্ম এই বিষদিগ্ধ বাণ
ছাড়িয়াছে !—একি জ্বালা ! বাহিরায় প্রাণ !
জননীর দেব ! মত টানি লও তীর ;
বন্ধ কর, দুই হস্তে চাপিয়া রুধির !
"শান্তি শান্তি" বলি আহা অগুরু চন্দন
দাও ক্ষতে ; যাক্ জ্বালা, জুড়াক্ জীবন !
পায়ে পড়ি ; লও, লও, সব দুঃখ হরি' ;
সংসার-রোগের দেব ! তুমি ধন্বন্তরি।
হরিদ্বারে, হৃষীকেশে, কত ঘুরিয়াছি।
কোথা শান্তি ? সুধাবিন্দু কই পাইয়াছি ?
সেই ভাঙ্গা বুক !—সেই বিষণ্ণ বদন !
উপাধানে মুখ ঢাকি সেই সে ক্রন্দন !
মর্ম্মের এ তুষানল নিভে না !—নিভে না !
করি তাই তব দ্বারে আকুল প্রার্থনা !

৫

হে মহর্ষি ! মৃত্যু তব জীবনেতে ছেদ
করে নাই !—ভাগবতে ভগবানে ভেদ
নাই ! নাই ! তুমি আছ এ দেবমন্দিরে

মিশাইয়া রাধাকৃষ্ণ—যুগল-শরীরে !
অসীমে অসীম টুকু পাইয়াছে লয় ;
তুমি আজি বিশ্বময় ! তুমি বিষ্ণুময় !
হে দেব, এ কলিপুত্র পাপাসুর রিপু
করে ঘোর অত্যাচার হিরণ্যকশিপু !
কলুষিত আত্মা মম, দারুণ প্রহারে
কাঁদিতেছে ! তোমা বিনা কে আর নিবারে !
নরসিংহ-রূপে দেব, করি হুহুঙ্কার,
কর কর পাপ দৈত্যে সমূলে সংহার !
আমার এ দীন আত্মা মুছিয়া নয়ান,
লভুক, লভুক, দেব, লভুক, কল্যাণ !

যোগমায়া।

[যোগ-মায়া একটী বালিকার নাম। তাহাকে উপলক্ষ করিয়া এই শিবানী-স্তোত্র রচিত হইল।]

১

কোথা মা ? কোথা মা ? দেখা দে মা মোরে,
প'ড়েছি তুফানে বিপদের ঘোরে ;
আকুল ব্যাকুল ডাকিতেছি তোরে
কোথা তুই মহামায়া !

শান্তি-স্বরূপিণী মূর্ত্তিমতী দয়া,
শক্তি-স্বরূপিণী, চির-সর্ব্বজয়া,
চির-ভয়হরা কোথা মা অভয়া,
দে মা দে মা পদ-ছায়া।

২

অন্তরের দুটী আঁখিতারা মেলি,
চক্ষু বুজি ধ্যানে, ভাবি বুঝি এলি।
এ কোন্ তামাসা ? একি রঙ্গ কেলি ?
নাহি রূপ ! নাহি রূপ !
নিরাকার শুধু চিদাকাশে ভাসে।
কোথায় মা তুই ? মরি যে তরাসে ;
মহা শূন্য যেন বিহরে উল্লাসে !
এ কি তিমিরের স্তূপ !

৩

অলক্ত-রঞ্জিত কোথা সে চরণ ?
দুটী ভুজ-শোভা কোথা সে কঙ্কণ ?
কোটী চন্দ্র জিনি' কোথা সে বদন ?
বিম্বাধরে সুধাহাসি !
কমকণ্ঠে কোথা মুকুতার মালা ?
বিদ্যুতের বিভা সমান উজালা ?
মুনি-মনোহরা কোথা মা মঙ্গলা ?
এ যে সুধু ধূমরাশি !

৪

অন্ধকারে ক্লান্ত খুলিনু নয়ন !
অমনি চকিতে এ কি দরশন !
আধা ঘুম ঘোরে এ কোন্ স্বপন ?
এ কোন্ বালিকা-রূপ ?
এলি কি জননী দুহিতার বেশে ?
অয়ি মায়াবিনি, মৃদু হেসে হেসে,
ঢালি দিল এ যে চক্ষের নিমেষে
ফুল্ল গোলাপের স্তূপ !

৫

রূপের তরঙ্গ পড়ে উছলিয়া।
মেঘের সোপানে চরণ রাখিয়া,
কোন্ ঊষারাণী আইল নামিয়া ?
জয় জয় মহামায়া !
আকুল ধরার মর্ম্মে মর্ম্মে মিশি,
জ্যোৎস্নার বন্যা ঢালি দিশি দিশি,
এ কোন্ মধুর পৌর্ণমাসী নিশি ?
জয় জয় যোগমায়া !

৬

বৈশাখী নিদাঘে মরুভূ ভিতর
সহসা ভেদিয়া তাপিত অন্তর,
এ কোন্ মধুর জলের ঝর্ঝর,
কল কল প্রবাহিণী ?

এ কোন্ হেমন্তে বাসন্ত-সোহাগ ?
অকাল-বোধনে অশোকের রাগ ?
এ কোন্ রসালে কোকিলের ডাক,
কুহু কুহু ঝঙ্কারিণী ?

৭

প্রতি পদক্ষেপে রুণু রুণু বাজে,
মুখর শিঞ্জিনী ; মৃদু হাসে, লাজে !
এ কোন্ কবিতা রূপসীর সাজে,
নয়নে উছলে বাক্ ?
রাজ-রাজেশ্বরী, কনকের তাজে,
এ কোন্ কবির প্রতিভা বিরাজে ?
এ কোন্ নবাব-কল্পনা-এস্রাজে
মোহিনী সোহিনী রাগ।

৮

কোন্ নীহারিকা তারার মাঝারে ?
কোন্ কহিনুর রত্নের আগারে ?
উজ্জল ধবল মুকুতার হারে,
কোন্ মধ্যমণি ?
এ কোন্ মধুর জন্মাষ্টমী দিনে,
মিলিয়া মিশিয়া নবীন-প্রবীণে,
নগরে নগরে বিপিনে বিপিনে
সুমধুর হরিধ্বনি !

৯

এই বিমোহিনী বালিকার রূপে,—
বুঝি মহামায়া বুঝাইলি চুপে,
লাবণ্যের সার অয়ি অপরূপে—
চিন্ময়ী মূরতি তোর !
আভাসে সঙ্কেতে দেখালি চরণ,
ছন্দে ছন্দে যার শক্তি অতুলন,
মুনিগণ যার নখ-দরপণ,
নেহারে আনন্দে ভোর !

১০

আধ শশিসম উজল ললাট
ভ্রূ আঁখি বিশাল দুইটী কপাট,
আসে যায় যাহে করিয়া উঘাট—
শুভ্র চিন্তা ঋষিবালা।
বদন কমল অধর বাঁধুলি,
ভুভুজা মৃণাল, কণ্ঠে বুলবুলি,
চরণ পরশে, ধরণীর ধূলি
জুড়ায় নিদাঘ-জ্বালা।

১১

জুড়াল নয়ন, জুড়াল পরাণ,
কোন্ ভাগ্যবান্, নন্দন বাগান
ফুল্ল-পরিজাত করিয়াছে দান
গড়িতে এ ফুলদানী ?

এ আদর্শে মাগো মুদিয়া নয়ন,
আবার উৎসাহে আরম্ভিব ধ্যান !
বৃত্তি করি রোধ করিব নির্ম্মাণ
মানসে এ চিত্রখানি।

১২

চিত্তাকাশে এ কি ? ছুটিতেছে লক্ষ
আনন্দ-কপোত, ঝাপটিয়া পক্ষ,
কৃষ্ণপক্ষ শেষে একি শুক্লপক্ষ ?
মানস-তিমির-হরা !
ঘুচিল মা ভয়, ঘুচিল সংশয়,
ঝটিকার শেষে একি রে উদয়—
মূর্ত্তিমতী শান্তি ! জয়, জয়, জয়,
চিরহাসি সুধা-ভরা !

১৩

নিদাঘার্ত্ত দীর্ঘ দিবসের শেষে
নীলাম্বরী সাড়ী পরি মৃদু হেসে
এ যে সন্ধ্যারাণী ! বিমোহিনী বেশে !
এ কি অমৃতের বন্যা !
বহু তপস্যায়, পুণ্য-পুঞ্জ-ফলে,
পূর্ব্বজনমের সুকৃতির বলে,
আজি সন্ধ্যানারী পাইয়াছে কোলে
কোলভরা এ কি কন্যা !

১৪

এবার তপস্যা হবে না নিষ্ফল
নিরাকার মাঝে সাকারে সম্বল
পেয়েছি পেয়েছি, আঁধারে উজ্জ্বল
এ যে স্থির সৌদামিনী।
কি আদর্শ আজি এ বালিকা-রূপে,
সঙ্কেতে আভাসে দেখাইলি চুপে !
জয় যোগমায়া, জয় অপরূপে,
জয় বিশ্ব-বিমোহিনি !

গিরিজা-সুন্দরী ।

[বিশ্বধাত্রী মা দুর্গার মত লাবণ্যময়ী একটী কন্যাকে দেখিয়া এই কবিতাটী লিখিত হইল। কন্যাটীর নামও গিরিজাসুন্দরী।]

আয় মা গিরিজা !—নয়নরঞ্জন
গিরিজার মত, সুন্দর বদন,
মূর্ত্তিময়ী প্রভা, বিশ্ব আলো-করা,
পাদপদ্মস্পর্শে জুড়াক্ এ ধরা !
বহুকাল হ'তে আমারো এ প্রাণী
দাবদগ্ধ মাগো, শান্তি নাহি জানি !

তাই মা তাই মা, শান্তি-নিকেতন,
ও তোর সৌন্দর্য্য-ঝরণা শোভন
নিরখি, জুড়াল ক্লান্ত দুটী আঁখি ;
কোকিলের সাড়া পেয়ে জীর্ণ শাখী
মুঞ্জরে যেমতি ; গুঞ্জরিলে অলি
ফুটে উঠে যথা গোলাপের কলি !
রবিছবি আর নীরদ প্রকাশে
ইন্দ্রধনু যথা নীলাকাশে হাসে !
তরল কনক-জ্যোৎস্না—নীহারে,
শারদী সরসী, কুমুদ-কহ্লারে
ভরি যায় যথা, মলিন পাণ্ডুর
দুঃখিনী বিধবা, হেরিয়া মধুর
একমাত্র শিশুপুত্রের সুমুখ ?
পায় গো যেমতি বুকভরা সুখ !
অয়ি কন্যা ! আজি হেরি ও বদন
বোধ হইতেছে, আপনার জন
তুই যেন মোর !—তোরে মা নেহারি
দুটী বিন্দু কেন আনন্দের বারি
দেখা দিল আজি নয়নের কোণে ?
একি মূর্ত্তি হেরি হৃদয়-দর্পণে ?
গো গিরিজা তুই মোর উমাশশী !
রূপের প্রভায় নয়ন ঝলসি'

গেল গেল মোর !—কল্পনার বলে
আমিও সেজেছি মহা কুতূহলে
জননী মেনকা ! বল্ মা ভবানি,
পাষাণের মেয়ে হলি কি পাষাণী ?
মায়েরে ভুলিয়া, কোথায় না জানি
ছিলি এতদিন।—নেত্রে ঝরে পাণি !
চারি ধারে হেরি আঁধার রজনী,
কোথা ছিলি বল্ নয়নের মণি ?
আয় মা গিরিজা ! মোহিনী রূপসী
মা আমার তুই,—তোর মুখশশী
হেরি মা গো আমি আনন্দে আকুল।
দুর্ল্লভ দুর্ম্মূল্য ডুমুরের ফুল
পেয়ে যেন, আমি হইয়াছি রাজা !
কল্পতরু তুই জননী গিরিজা।
ধর্ম্ম অর্থ কাম আর মোক্ষফল
সকলি যেন মা তোর করতল !
একবার ভাবি তুই মোর কন্যা,
আর বার ভাবি ধন্যা ও বরেণ্যা,
ঈশ্বরী তুই মা রাজরাজেশ্বরী !
রাঙা পা-দুখানি (ইচ্ছা হয়) ধরি :
একবার ভাবি তুই স্নেহপাত্রী,
আর বার ভাবি তুই বিশ্বধাত্রী !

তুই মহাদেবী আমি মূঢ় নর,—
কেমনে মা করি সোহাগ আদর ?
যা রে তোরা চলি, যা রে নামরূপ,—
আজি আঁখি ভরি, অতি অপরূপ
হেরিব মায়ের বাসন্তী মূরতি,
পার্ব্বতীর বেশ ষোড়শী যুবতী
বিকসিত-নেত্রা, হসিত-বয়ানে,
চ'লেছেন ধীরে শিব-সন্নিধানে।
র'ঙ্গেছে অধর যেন রে কুঙ্কুম !
সোনালী কপোলে অতসী কুসুম
বিছায়েছে যেন ফুলের বিছানা !
যেন শত অলি, প্রসারিয়া ডানা,
রচিয়াছে চক্র মায়ের কুন্তলে।
মূর্ত্তিময়ী শোভা নেমেছে ভূতলে !
ফুলে ফুলে ফুল্লা পদ্মরাগে জিনি,
লোহিত অশোকে সেজেছে মোহিনী !
কি শোভা উথলে সিন্ধুবার-হারে !
মুকুতা কলাপ হায় তাহে হারে !
কর্ণিকা কুসুম, কাঞ্চন-বরণ,
আহা মরি মরি মায়ের বদন
করিয়াছে হের আরও সুমোহন !

হিমাদ্রি-শিখর হ'য়েছে ফুলন্ত,
চারিধারে মরি অকাল-বসন্ত
হাসিছে ; উমার চরণ-পরশে
বিহ্বলা ধরিত্রী পুলকে হরষে।
হায় কবি ! তব একি মহাভুল !
তুমি কি ভেবেছ ভুবনে অতুল
কন্দর্প হইল ভস্ম-অবশেষ
শিবের ললাট-নয়ন-অনলে ?
জান না ?—মায়ের মাধুরী অশেষ
হেরিয়া মোহিত, এই মহাছলে,
ত্যজিল মদন নিজ ফুলধনু
ত্যজিল লজ্জায় নিজ ফুলতনু !
অয়ি কন্যা, অয়ি লাবণ্যের সার,
তোরে হেরি আজি মায়ার বিকার,
জীব-ব্রহ্মভেদ, ঘুচেছে আমার !
ঘটাকাশ আজি মিশেছে আকাশে ;
হৃদয়-আঁধার আজি অপসার
অনন্ত উদার জ্যোৎস্না প্রকাশে !
তুই মা গিরিজা, নয়ন-রঞ্জন,
গিরিজার মত, সুন্দর-বদন,
মূর্ত্তিময়ী প্রভা, বিশ্ব আলো-করা,
পাদপদ্মস্পর্শে জুড়ালো ধরা !

রাজলক্ষ্মী।

[কোনও একটী মা ইন্দিরা সদৃশী পরম রূপবতী
বালিকা দর্শনে এই কবিতাটী রচিত হইল।
কন্যাটীর নামও "রাজলক্ষ্মী।"]

মাতঃ রাজলক্ষ্মী রাজরাজেশ্বরি,
তোর সুধাহাসি রূপরাশি মরি
অনিন্দ্য পবিত্র, শোভার নির্ঝর
কি যে শুভক্ষণে নয়নগোচর
হইল রে আজি। মরি কি রুচির
ঘুচে গেল মোর আঁখির তিমির।
ঊষা রাঙা মেয়ে অরুণের কন্যা,
ঢালি দিল যেন আলোকের বন্যা;
নীরবে নিশির নিবিড় আঁধারে
ভরি গেল বিশ্ব আলোর জোয়ারে।
সাগরের নীল ফেন পুঞ্জরাশি
ভেদ করি মরি, গালভরা হাসি
এসেছেন আহা জননী ইন্দিরা
নাকেতে বেসর কাণে দোলে হীরা।
বদনে এখনও হাসিছে বালেন্দু;
কেশের তরঙ্গে নীল নীর বিন্দু

এখনও ঝরিছে মায়ের আমার।
অলকে ঝলকে মুকুতার হার।
ভুজে শ্বেত শাঁখা মরি কি মধুর ;
চরণ পারুলে প্রবাল নূপুর।
রত্নচেলী অঙ্গে করে ঝল্‌মল্‌,
মোহন বদন, নয়ন উজ্জ্বল।
বাজা তোরা শঙ্খ জয়ধ্বনি কর্‌
কমলার বেশ মরি কি সুন্দর।
যেথায় দাঁড়ান আমার অম্বুজা
নিত্য সেথা সুখ নিত্য সেথা পূজা।
ও তোর সারল্য মাধুরী মাখানো
পবিত্র হাসিতে কি মধু জড়ানো
ওই মুখচ্ছবি কি সুধা লুকানো
নয়ন উৎপলে, আমি ক্ষুদ্র কবি
কেমনে বর্ণিব ? র‍্যাফেলের ছবি
মূর্ত্তিমতী হয়ে দাঁড়ায়ে সম্মুখে
উথলি উঠিছে যেন রে কৌতুকে
অপরূপ এক শোভার ফোয়ারা
বিন্দু বিন্দু ঝরে লাবণ্যের ধারা।
সৌন্দর্য্যের পূত গঙ্গাজল দিয়া
আজি আঁখি দুটি ফেলিনু ধুইয়া !

হেন বোধ হয় ধীরি ধীরি ধীরি
ছায়া যবনিকা যাইতেছে সরি।
আয় মা, আয় মা, তোর বিশ্বরূপ
বিশ্ব-বিমোহন অতি অপরূপ,
হেরিবারে, আমি হয়েছি পাগল
দেমা তুনয়নে ভক্তির কাজল।
বল্ মা, বল্ মা কাশীতে আসিয়া
অন্নপূর্ণা রূপ চক্ষে না হেরিয়া
ফিরি যাব ঘরে ? বল্ মা, বল্ মা
করিস্‌নে আর সন্তানে ছলনা ?
ঘাটে আসি হায় পিপাসা আতুর
থাকিব কি ? তৃষা হবে না মা দূর ?
শোভার উদ্যানে বেদানা আঙুর
চারি ধারে তবু মিটিবে না ক্ষুধা
মরে কি মানুষ সঞ্জীবনী সুধা
পান করি ? কোথা রাজরাজেশ্বরী
দেখা দে, দেখা দে, দয়া করি উরি
হৃদয় আসনে, বিলম্ব সহেনা
আয় মা, আয় মা, কমল-আসনা !
এই বালিকার সৌন্দর্য্যের শিখা
করিছে দাহন মায়া-যবনিকা।

সে অনলে আজি সেই হোম-যাগে
ভক্তি সর্জ্জরস ঢালি অনুরাগে
আছি দাঁড়াইয়া ঘুচেছে কলঙ্ক
আত্মার আমার, বাজাইয়া শঙ্খ
করি জয়ধ্বনি ডাকিতেছি তোরে,
দেখা দে, দেখা দে, দেখা দে মা মোরে ;
এ অনিত্য রূপে হয় না মা তৃপ্তি
নিত্যরূপে তোর প্রকাশিয়া দীপ্তি
দেখা দে মা আজি। কাণেতে কুণ্ডল
রত্নচেলী অঙ্গে করে ঝল্ মল্ ;
চরণে নূপুর আনন্দে ঝঙ্কারে,
মধুর বচনে পিকবধূ হারে।
সুমধুর হাসি মধুর বদন,
অলক্তরঞ্জিত মধুর চরণ।
যেখানে পা পড়ে ধরা হেসে উঠে,
পাদপদ্ম-স্পর্শে পদ্ম ফুল ফোটে।
আয় মা, আয় মা, বরদা অম্বুজা !
নিত্য হোক্ সুখ, নিত্য হোক্ পূজা।

বঙ্কিম চন্দ্র।

সেই ফটকের পাশে ভৃঙ্গেরে সম্ভাষি,
কহিনু "হে ভৃঙ্গ, তব বিচিত্র পরাণ
জানে না কি শ্রান্তি ? হায়, সারা দিনমান
পুষ্পকুঞ্জে ছুটাছুটি !—তোমারে সাবাসি !
সাবাসি, হে মধুপ্রিয়, আইল তামসী,
এখনো যূথীর গৃহে করিছ সন্ধান !
এখনো নাচিছে তব সতৃষ্ণ নয়ন
সেফালির কুঁড়ি হেরি ?—হাসিছে অতসী !
সারাটি দুপুর তুমি বরটির সাথে
করি দ্বন্দ্ব, মকরন্দ ভখিয়াছ সুখে
তীব্র-হলাহল-পূর্ণ আকন্দের পাতে !"
(শুনিয়াছি গুণপনা ধুতুরার মুখে)।
কোথায় মৌমাছি ?—মোর ভাঙিল চটক ;
বঙ্কিম বাবুর এ যে গৃহের ফটক !

কোকিল।

(কবিবর স্বর্গীয় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহু দিন হইতে মৌনব্রতী ছিলেন। এই অনুযোগপূর্ণ কবিতাটি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বিরচিত হইয়াছিল।)

বসন্ত উৎসব আজি ; মুকুলে মুকুলে
মদনের প্রিয়তরু হ'ল ভরপূর ;
ভ্রমরের গুঞ্জরণ বকুলে বকুলে,
উর্ব্বশী ধ'রেছে যেন বিরহের সুর !
বাসন্তীর লাল নীল দুকূলে দুকূলে
"গুল" বসায়েছে কোন্ শিল্পী সুচতুর ?
হর্ষে ভরা বিশ্ব যেন হেরিছে নিখিলে
প্রথম প্রেমের মরি স্বপন মধুর !
শ্যামা শিসে * প্রাণ আনি ওষ্ঠের আগায় ;
পাপিয়া ঝঙ্কারে, পুষ্প-নেশায় বিভোর ;
দোয়েল নবীন ছন্দে নব গীতি গায় ;
হে কোকিল, তব প্রাণে কেন ঘুমঘোর ?
জাগ, জাগ ; শুক, সারী—আকাশ বাউল
শুনিতে বাসন্ত গীতি হ'য়েছে ব্যাকুল !

* "শিসে" অর্থাৎ শিস্ দেয়। ভাই, বাউলের কথায় কেহ রাগ করিও না।

কবির জন্ম।

(গোবিন্দ বাবুর কুঙ্কুম-কাব্য পাঠ করিয়া।)

অহো মাদকতা ঘোর! খাইয়ে আঙ্গুর
কুঙ্কুমের, নেশায় হইনু চুর চুর!
জড়াইয়ে গেল বাণী, জড়াইয়ে গেল
দুই চক্ষু; ধীরে নিদ্রা আসি দেখা দিল;
সুপ্ত আত্মা, কাব্য-মদ-নেশায় আতুর,
দেখিল অদ্ভুত স্বপ্ন, মধুর মধুর!
কারণ-সমুদ্র-তটে বিরিঞ্চি বসিয়া
পদ্মাসনে প্রাণিবৃন্দ সৃজিয়া সৃজিয়া
যেন কিছু শ্রান্ত—তবু নাই পরিত্রাণ;
হে নিয়তি, রাজা তুমি, তুমিই মহান্!
নিম ও নিসিন্দা আর ক্ষিপ্ত ডালকুত্তার রুধিরে
সৃজিলা সমালোচক ভাসি' ধাতা নয়নের নীরে!
মুড়ো ন'টে গাছে মরি আম্রশাখা জোড়াতাড়া দিয়ে
বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে novelist ফেলিলা সৃজিয়া!
আলুনি কলায় ডা'লে পোড়া ভাত মাখিয়া চুখিয়া
সৃজিলেন বঙ্গ Punch রসোরাজে হাসিয়া হাসিয়া!
কাক ও জম্বুক-পিত্তে উকিল সৃজিয়া চতুর্ম্মুখ
আদিদেব পাইলেন অম্ল-মধু সুখ ও অসুখ!

জাঁতা দিয়া চূর্ণ করি কপোতের ক্ষুদ্রদেহখানি,
হংসপুচ্ছ কাণে গোঁজা সৃজিলেন বঙ্গের কেরাণী!
মনু-পৈতা বংশ-কঞ্চি, জড়াইয়া মোরগের ঠ্যাঙে!
সৃজিলেন বঙ্গ-আর্য্য—মচকায় তবু নাই ভাঙ্গে!
লইয়া সারীর গ্রীবা শুকজিহ্বা মেষের পরাণ,
বঙ্গের ম্যাট্রিসিনি ধাতা সৃজিলেন, বিচিত্র মহান্!
চীৎকারের ভাণ্ডে দিয়া অপরূপ অঙ্গার মশালা,
বাঙ্গালীর মহাকবি, কবিবর, বিধাতা সৃজিলা!
চতুর্ম্মুখ ফিরাইয়া পূর্ব্বদিকে বিরিঞ্চি আবার,
সৃজিলেন অন্য-সৃষ্টি বিচিত্র সে সৃষ্টির ব্যাপার!
একমুষ্টি তুষানল, আন্ মুষ্টি আতপ তণ্ডুল
লইয়া সৃজিলা ধাতা বঙ্গগৃহে বিধবা অতুল!
লইয়া মাকাল-ফল লবণাক্ত জলধির নীর
সৃজিলা অপূর্ব্ব দেহ হতভাগ্য কুলীন পত্নীর
তার পর আদিদেব সু খ দুঃখে ম্রিয়মাণ প্রাণে
সৃজিতে কবির আত্মা ক্ষণকাল বসিলেন ধ্যানে।
হেরিয়া সে মহাধ্যানে ব্রহ্মাণ্ডের কত শ্রেষ্ঠ প্রাণী
আইল সে মহাতীর্থে, নতচক্ষে, যুগ্ম করি পাণি!
রাধা আসি ঢালি দিল চির-প্রেম চির-অভিমান;
জানকী ঢালিয়া দিল অশ্রুময় চিরদুঃখী প্রাণ;
বসন্তের পুষ্পরাশি ঢালি দিল অনঙ্গ-অঙ্গনা;
পূর্ণচন্দ্র ঢালি দিল শারদায় ব্যাকুল জ্যোৎস্না;

ঊষা দিল অরুণাক্ত অপরূপ প্রসূনের ডালি ;
যামিনী আঁধারপুঞ্জ রাশি রাশি আনি দিল ঢালি ;
অর্পিল মেনকারাণী মাতৃপ্রেম হাসিয়া কাঁদিয়া,
অর্পিল লক্ষ্মণদেব ভ্রাতৃপ্রেম হাসিয়া হাসিয়া----
অর্পিলেন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মচর্য্য চিরজন্মার্জ্জিত,
বিচিত্র নৈবেদ্যরাশি হেরি ব্রহ্মা হইল স্তম্ভিত !
ল'য়ে সেই সুখ দুঃখ, হাসি কান্না পুণ্য রাশি রাশি
সৃজিলা কবির আত্মা অপূর্ব্ব সে সৃষ্টি অবিনাশী !
হে কবি ! তোমার তাই এক চক্ষে হাসিরাশি
আন্ চক্ষে জল !
হৃদয়ের এক কোণে অভিমান, অন্য কোণে
মিনতি কেবল !
প্রভূত সাবিত্রী-তেজ এক হস্তে অন্য কর
শিশু সম ক্ষীণ !
কেহ তোমা দেব ভাবি করে পূজা, কেহ ভাবে
চণ্ডাল শ্রীহীন !
আজি যদি ক্রুশ দিয়া, বিঁধে ক্রূর বিশ্ববাসী
তোমার হৃদয়,
হে কবি, কালি গো পাবে মন্দারের মালা, তুমি
জানিহ নিশ্চয়।

ডাক্তার হারাণচন্দ্র দাসের প্রতি।

প্রিয়বর,

কতবার স্বপ্নে আমি হেরেছি তোমায়,
কেন যে এরূপ হয়, পারি না বলিতে ;
ভাল কি বাসিলে হায়! এইরূপ হয় ?
অথবা যাহার নাম উঠিতে বসিতে,
দরিদ্র কাঙাল মুখে পাই গো শুনিতে,
স্বপনে হেরিব তারে ইথে কি সংশয় ?
সামান্য লূতিকাতন্তু কাঁপে রে যখন
প্রান্তদেশে ক্ষুদ্রকীট উড়ে যবে বসে,
অদ্ভুত বিতান হায়! মানবের মন
কেন না চঞ্চল হবে চিন্তার পরশে ?
যা হোক্ তা'হোক্ প্রিয়! কারণ তাহার,
কতবার তব মুখ হেরেছি স্বপনে ;
সেই সঙ্গে দিব্যজ্যোতিঃ প্রশান্ত আকার
হেরেছি কক্ষেতে মম অস্ফুট চরণে
করিতেছে ইতস্ততঃ ; হৃদয় আমার
সুধায়, সুধায়, কিন্তু সুধাতে না পারে ;
একদিন ত্যজি ভয় সুধাইল তারে,
"কে তুমি গো দিব্যজ্যোতিঃ এ কক্ষ মাঝার,
করে লয়ে গ্রন্থ এক কর বিচরণ ?"

হাসিয়া কহিল মূর্ত্তি, "ধর্ম্মদূত আমি
এই দেখ, চক্ষু খোল" ; বিস্ময়ে তখন
হেরিনু সে গ্রন্থ-মাঝে অদ্ভুত লিখন
"দয়ালু হারাণচন্দ্র অখিলের স্বামী
সন্তুষ্ট তাহারো পরে" ; দেখিতে দেখিতে
ডাকিল পাপিয়া, মোর ভাঙ্গিল স্বপন !
কিন্তু এই কথা সদা জাগে মম চিতে,
নিশান্তের স্বপ্ন মিথ্যা নহে কদাচন !

গঙ্গাজল।

কি দিব, কি দিব, দেব ? কি দিব তোমায় ?
দেয় বস্তু কি আছে আমার ?
জবাকুসুমের রাশি, চাহি ও চরণে দিতে,
চিত্ত কিন্তু দেয় গো ধিক্কার !
তাঁহারি জিনিস লয়ে, তাঁরি পদসেবা !
হে পূজারি, ভুলিলে কি তিনি সেই জবা ?
কর্ম্মযোগী হ'য়ে কর্ম্ম করিবারে চাই,
ফল করি ও পদে অর্পণ—
কে কর্ম্মী ? কাহারে দান ? ভেঙে যায় অভিমান
ভাবি, এ যে বৃথা আয়োজন !

তুমি কর্ম্মী, তুমি ফল, তুমি ফলদাতা !
ক্ষম ভ্রম, ক্ষম ভ্রম, হে বিশ্ববিধাতা !
জ্ঞানযোগী হ'য়ে ভাবি—আমিই ঈশ্বর,
আমি আছি এ বিশ্ব ব্যাপিয়া !
অমনি সে অহঙ্কার কর দেব চুরমার !
দুচরণ কণ্টকে বিন্ধিয়া ;
তখন কাঁদিয়া বলি, দোহাই দোহাই !
কুকুর হইবে কিসে জগৎ-গোঁসাই !
ভক্তিযোগে ভক্ত সাজি কণ্ঠী দিয়া গলে
বীজমালা ঘুরায়ে ঘুরায়ে
রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি অগ্রে আমি বসি মহাহর্ষে
শ্রীপূজার নৈবেদ্য সাজায়ে !
তোমার মোহিনী মায়া নারীরূপ ধরি
ভক্তি মুক্তি কাড়ি লয়—শ্রীহরি !—শ্রীহরি !
আমার আমিত্ব কোথা ? তুমি দেব সব !
আমি শূন্য, আমি কিছু নই !
তুমি যবে দয়া কর, তবেই পূজিতে পারি !
নতুবা আমার সাধ্য কই ?
মাতর্গঙ্গে ! গঙ্গাজল দে গো দে গো মোরে,
সেই গঙ্গাজলে ইচ্ছা পূজিবারে তোরে !

বর্ষামঙ্গল।

১

অয়ি শ্যামাঙ্গিনি ধনি, অয়ি বর্ষা করুণারূপিণি !
ম্লান নেত্রে দর দর বিগলিত একি বারি ঝরে,
(বিরহিণী ব্রজবধূ যেন আহা হ'য়ে উন্মাদিনী
ঝঙ্কারিছে বীণা, সেই রাগিণীর অক্ষরে অক্ষরে
ভাঙি পড়ে হিয়া তার আহা মরি গলিয়া ঝরিয়া !)
হে বরষা ! হে সুধা-পরশা ! তুমি বসুধার তরে
গোপনে সঞ্চিত করি রেখেছিলে কত না অমিয়া !
সুধাবৃষ্টি, পুষ্পবৃষ্টি শিখিয়াছ বল কার বরে ?
নিবিড় কুন্তলজাল হেরি তব কেমনোমোহিনি,
আনন্দে অধীর আজি,—এ কি নৃত্য ধ'রেছে শিখিনী !
একি গান ধরিয়াছে চাতকিনী, মেদুর অম্বরে।

২

তব অদর্শনে দেবি ! উষ্ণশ্বাসে আকুলা ব্যাকুলা
ভয়ত্রস্তা বসুন্ধরা ছিল আহা দুটি আঁখি বুজে
স্পর্শে তব হর্ষে আহা আজি সে গো বাসন্ত-দুকূলা.
এ কি পুষ্পময় চেলি ঝিলিমিলি সবুজে সবুজে !
হে মোহিনি ! নীপে নীপে ঢালি দিয়া অমৃত-মদিরা
জাগায়েছ অঙ্গে অঙ্গে অপরূপ অপূর্ব্ব পুলক !
সোহাগে আদরে যত্নে চুম্বি তার শিরা উপশিরা

জাগায়েছ যূথিকার অঙ্গে অঙ্গে অযুত কোরক !
প্লাবিয়াছ চারিধার কি সৌরভে ! লাবণ্য-জোয়ারে ?
কোলভরা করিয়াছ বসুধারে পুষ্পের সম্ভারে,
রঞ্জিয়াছ পুষ্পে পুষ্পে ধরিত্রীর বিচিত্র অলক !

৩

বসন্তের রাণী যবে করে ল'য়ে ফুটন্ত গোলাপ,
কুন্তলে অশোকগুচ্ছ, কমকণ্ঠে কর্ণিকার মালা,
হাসিয়া বসন্ত সহ করে চুপে মধুর আলাপ,
সেই দৃশ্যে সারা বিশ্ব হেসে উঠে হইয়া উজ্জ্বলা
শারদীয়া লক্ষ্মী যবে সুসজ্জিতা ধবল কমলে
হয় মহা গৌরবিণী অঙ্গে ধরি জ্যোৎস্না-দুকূল,
ভাবি' তারে ঋতুরাণী বসুমতী তিতি অশ্রুজলে,
ঢালে তার শ্রীচরণে একরাশি শেফালিকা ফুল।
কিন্তু তাহা মহাভুল !---হে বরষা, আমি বেশ জানি,
বাসন্তী শারদী জিনি' তুমিই গো ঋতুকুলরাণী,
ঝুমকা-অপরাজিতা-ফুলে তুমি ভুবনে অতুল।

৪

গন্ধরাজ-গন্ধে তব সুরভিত সুচারু অধর।
হে বরষা ! ওকি তব হস্তে শোভে ? লাবণ্য-ভাণ্ডার
এ ফুল তো ফুল নয় ! এ যে চির শোভার নির্ঝর ;
বসোরা-গোলাপ জিনি কোথা পেলে এ "গুল আনার"
দশদিক্ আমোদিত করিয়াছ "হাস্না-হানা"য়

মুনির মানস টলে তোমার ও কেতকীর বাসে।
তোমার বকুলফুলে, তোমার ও রজনীগন্ধায়
কি যাদু লুকান আছে? মুগ্ধ বিশ্ব আনন্দ-উল্লাসে!
হউক বসন্তরাণী গৌরাঙ্গিণী—হে শ্যাম বরষা,
স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যাম কান্তি তবু তব অমৃত-পরশা!
মধুর তিমিরে তব কি রুচির বিদ্যুৎ প্রকাশে
আর্দ্রকেশে আর্দ্রবেশে প্রকৃতির চিত্রশালে বসি
তূলিকা লইয়া হাতে, ভাবে ভোর অয়ি অপরূপে,
নানাবর্ণে নানাফুলে কর যবে অতুল রূপসী
হে বরষা! আমি তব গুণপনা হেরি চুপে চুপে!

সরোজবাসিনী।

১

এসেছিস্ কন্যারূপে? আয় মা ইন্দিরা,
আয় মা আনন্দ-নির্ঝরিণী!
চৌদিকে রটি উঠে, পুলকে অধীরা,
স্থলে পদ্ম, জলে কমলিনী।
আয় চির পৌর্ণমাসী আয় চির হাসিরাশি
আপনি মা ফুল্ল সরোজিনী,
তবুও লীলার ছলে সরোজ বাসিনী!

২

এ কি রূপ! চিত্রপটে ছবি যেন আঁকা!

বিশ্বশোভা, লাবণ্যের রাণী!

দুটি ভুজে শোভা পায়, শাদা দুটি শাঁখা

আল্তায় রাঙা পা দু'খানি!

ঝলকে ঝলকে রঙ্গে, রাঙ্গা চেলি নাচে অঙ্গে!

আয় আয় মধুর-মধুরা,

রিণিকি-রিণিকি-রিণি-শিঞ্জিনী-নূপুরা!

৩

ময়ূরপুচ্ছের এ কি চাঁচর চিকুর!

গোলাপগুচ্ছের এ কি রূপ!

ঊষাতে সন্ধ্যাতে এ কি মিলন মধুর!

অতুলন—এ কি অপরূপ!

কুন্দেন্দু-ধবলা অয়ি, কমলা আনন্দময়ি,

দিলি হাত তারে তারে তারে,

বাজিছে হৃদয়-বীণা ললিত ঝঙ্কারে!

৪

জলধি-মন্থন-কালে অতল হইতে,

তুই যবে উঠিলি সুন্দরি,

অনন্ত নীলাম্বুরাশি ধাঁধিয়া চকিতে

দিক্-চক্র রূপে আলো করি,—

কৌতুকে আনন্দে ত্রস্ত সুরাসুর শশব্যস্ত
রূপে ম্লান ভাবে তারানাথ—
এ কোন্ রজনী-শেষে অপূর্ব্ব প্রভাত !

৫

কোন্ নব নন্দনের ফুল্ল পারিজাত ?
কোন্ রক্তচন্দনের ফুল ?
কোন্ পুণ্যফল ? কোন অমৃত-প্রপাত ?
সুরাসুর ভাবিয়া আকুল !
দিবসেই কুমুদিনী, হইল রে আহ্লাদিনী !
অকস্মাৎ আরাধনা বিনা
ঝঙ্কারি উঠিল হর্ষে নারদের বীণা !

৬

অশোক হইল রাঙা চুম্বিয়া চরণ,
চুম্বি মুখ ফুটিল বকুল !
এ কোন্ মধুর স্বপ্ন ? সুখ জাগরণ ?
সুরাসুর ভাবিয়া আকুল !
চাহি তোর মুখ পানে ভাতিল দৈত্যেরো প্রাণে
একি সত্য !—ভুলি আত্ম-পর,
দেবে করে আলিঙ্গন, ভাবিয়া সোদর।

৭

হে বরাঙ্গি, ছিলি তুই গভীর অতলে,
কোটী কোহিনূর যথা জ্বলে,

যথা কোটী পদ্মরাগ লোহিতে উছলে

শঙ্খ হাসে অপূর্ব্ব ধবলে

এখনো বুঝি মা তাই, শ্রীঅঙ্গে দেখিতে পাই

চন্দ্রকান্ত, মুকুতা ও মণি !

আপনি গো চন্দ্রাননি, মণি-শিরোমণি !

৮

এসেছিস্ কন্যারূপে ? আয় তবে আয়,

সন্তানের হৃদয়-মন্দিরে,

মনের কালিমা-রাশি রূপের প্রভায়

ধৌত হোক্, হে দেবি অচিরে !

হৃদয়-সরোজ মাঝে, সরোজবাসিনী-সাজে,

নিত্যরূপে দে মা দরশন !

খুলে যাক্, ঘুচে যাক্ বাসনা-বন্ধন !

৯

ঘুচে যাক্ বাসনার বিপদ-বিপাক,

অকিঞ্চনে কর কৃপাদান !

এক হ'য়ে যাক্ মাগো, এক হ'য়ে যাক্

ধ্যেয় বস্তু ধ্যানী আর ধ্যান !

যেমতি নির্বাত স্থলে কম্পহীন দীপ জ্বলে

থাক্ তুই হে তিমির-হরা !

থাক্ তুই, সুধাপাত্র ! চির-সুধা-ভরা !

১০

তোর চন্দ্রমুখ হেরি, সুধাংশুরূপিণি,
ফুটুক এ হৃদি-কুমুদিনী !
না জানি আসিবে কবে বিশ্ব-আহ্লাদিনী —
সে শারদী সচন্দ্রা যামিনী।
তোর শ্রীচরণে লুটে আনন্দে উঠুক ফুটে
এ হৃদয়-রক্তকমলিনী,—
কোথা মা কোথা মা তুই সরোজবাসিনী !

১১

চির দিন চির দিন আমি লক্ষ্মীছাড়া,
জন্মান্ধের একি অলক্ষণ !
চিনি নি পরশমণি, হ'য়ে জ্ঞানহারা
রত্ন ভাবি কাচেতে যতন !
এবে মাগো বুঝিয়াছি, ঠেকে মাগো শিখিয়াছি,
তুলনায় তুচ্ছ ব্রহ্মপদ,
কল্পতরু শুধু মাগো, তোর ওই পদ-কোকনদ !

১২

সেই কল্পতরু-শাখে বরদা শুভদা,
ফলে রাঙা চতুর্বর্গ-ফল ;
তবু সে মাকাল ফল, তাই গো জ্ঞানদা,
বুঝিয়াছি তাহাও গরল।

ধনৈশ্বর্য্য, ঋদ্ধি, সিদ্ধি, সে শুধু দুঃখের বৃদ্ধি।—
মায়াবিনি, আর ভুলায়ো না,
তোমারে তোমারি তরে করি মা কামনা!

১৩

আত্মপূজা, আত্মজ্ঞান, আর আত্মজয়,
এই তিনে সব আসি জোটে,
আছে যার এই তিন, সে জন অভয়,
বিশ্ব তার পদতলে লোটে।
যার এই তিন নাই, সব তার ভস্ম ছাই,
রাজা নর সেজন ভিখারী!
মাখি ভস্ম ক্ষ্যাপা ভাবে আমি ত্রিপুরারী!

১৪

ফুটুক রজনীগন্ধা, হাসুক সেফালী—
কোটী তারা জ্বলুক্ আকাশে,
তবু সেই নিশীথিনী ভয়াল করালী,
পূর্ণচন্দ্র যদি নাহি হাসে!
তাই মাগো তোরে চাই, তুই বিনা গতি নাই,
নারী যথা হয় না মধুর,
বিনা সেই সুলক্ষণ ভালের সিন্দূর।

১৫

চক্রে চক্রে ষট্‌চক্রে ফুটাও চক্রিণি!
আনন্দের অফুট' কমল;

জাগুক্ মা সুষুম্নায় সুপ্তা কুণ্ডলিনী ;
স্পর্শে তোর, হরষে চঞ্চল।
সেই সরসীর জলে, সেই ফুল্ল শতদলে
সদা হোস্ সরোজবাসিনী !
স্থির সৌদামিনী সম সদা সুহাসিনী !

বঙ্গসাহিত্য-কণ্ঠহার শ্রীযুক্ত বাবু বলদেব পালিত
মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু।]

প্রদোষে গায়ক যথা তটিনীর তীরে,
প্রাণের নির্যাস ঢালি গায় ধীরে ধীরে ;
দেহশূন্য প্রেতপ্রায় করি "হায় ! হায় !"
নদীবক্ষে সেই সুর ভাসিয়া বেড়ায় ;
ক্ষীণতর—ক্ষীণতর—অস্ফুট হইয়ে,
নদীর কল্লোলে শেষে যায় মিশাইয়ে,—
আমিও তেমতি দেব ! সংসার-সাগরে,
গ্রীক্-কবি-সোয়ান্-সম, কাতর অন্তরে
গাই গো আসন্ন-গীত, পরাণ ঢালিয়া ;
কালের তরঙ্গে সুর যাবে মিলাইয়া।
আমিও আমার সুর এক এবে হায়,
তোমার দেবেন্দ্র দেব ! নাহি এ ধরায়।

নয়নের জ্যোতিঃ মোর গিয়াছে নিবিয়া ;
দশন-গহ্বরে হায় গিয়াছে বসিয়া
কঠোর অধর এবে ; অবশ এ কর,
লিখিতে বসিলে পরে কাঁপে থর্ থর্ ;
হেরি চরণের গতি কত নরনারী,
স্মের-মুখে, ঘৃণা-চ'খে, দেয় টিটকারি ;
দয়েল, কোকিল, শ্যামা গিয়াছে উড়িয়া,
অস্থির পিঞ্জর সুধু র'য়েছে পড়িয়া।
চিনিতে নারিবে মোরে, হেরিলে সহসা,
শিহরি উঠিবে শেষে হেরিয়ে দুর্দ্দশা ;—
অশরীরী আত্মা আমি, আগমনী-দিনে
শোকের বিজয়া গাই আপনার মনে।
কিন্তু তুমি কবিবর,
যে মদিরা দেছ ঢেলে প্রাণের ভিতর ;
সদ্য-ছিন্ন ছাগমুণ্ড ভূমিতে পড়িয়া
ঊরধে উঠিতে চায় নাচিয়া নাচিয়া—
সেই সে মদিরা-যোগে তেমতি আমার
অদ্যাপি এ ক্ষীণ দেহে তাড়িত সঞ্চার !
"রক্তবীজ" সম মম আত্মার ব্যাভার ;
মরে, বাঁচে, নিদ্রা যায়, জাগে রে আবার ।
ধূমমাত্র অবশেষ জীবনের বাতি
রাখি গো দীপের নীচে ; অমনি ঝটিতি,

টপ্ করি শিখা ঝরে—সোপান-উপরি
পা রাখিয়ে নামে যেন স্বর্গ-বিদ্যাধরী!
সকলি তোমারি গুণে, তাই দেব ও চরণে
ধোয়াবে এ দাস আজি "নির্ঝরিণী"-জলে,
ভকতি-কুসুম আর শ্রদ্ধা-বিল্বদলে।
বিরহিণী কোকশ্রেণী মেখলা ইহার,
বিকল মরাল ইথে দেয় গো সাঁতার,
ধূতুরা ও রক্তজবা ভাসে ইথে রাত্রি দিবা,
"নির্ঝরিণী"-জল মোর নয়নের ধার!
তবু দেব,
করিও গ্রহণ পূজা, করিও গ্রহণ,—
দিও এ ভকতজনে, দিওগো চরণ।

পথে যেতে যেতে।

১

পথে যেতে যেতে এক রমণীর রূপ,
নিরখি মুখরচিত্ত বিস্ময়েতে চুপ!
সে নারীর প্রতি অঙ্গে,
জ্যোৎস্না ঝরিছে অঙ্গে।
হেরি তাহা, উড়ে ঘুরে, একি অপরূপ,
এ দুটী চাকোর আঁখি, হইয়া লোলুপ!

২

কহিলাম মনে মনে, "কুসুমেরি হাস
নারী ও বদনে হেরি ; কুসুমেরি বাস !
রূপের তরঙ্গ-ভঙ্গে
হিল্লোল খেলিছে রঙ্গে !
হোলি-পূর্ণিমার যেন উদ্দাম উচ্ছ্বাস !
রাস-যামিনীর যেন উদ্দাম উল্লাস !"

৩

রূপে ভোর, ঘরে আসি, "মা মা মা মা" রবে,
নেত্র মুদি, বসিলাম ধ্যানের উৎসবে !
তখনি সে নারী আসি,
সম্মুখে দাঁড়াল হাসি !
কাঙাল নয়ন মোর লাবণ্য-বৈভবে
ভরি গেল ! মনানন্দে কাঁদিনু নীরবে !

৪

কহিলাম "মাগো বল্ কোন্ পুণ্যফলে
পাইলাম দেখা তোর ? পাদপদ্মতলে
পড়িতেছি লুটাইয়া !
বল্ বল্ মা অভয়া,
কোন্ যোগবলে, আর কোন্ মন্ত্রবলে ?
আপনি বুঝিতে নারি আপন কৌশলে।"

৫

কহিলেন আহ্লাদিনী "মা মন্ত্র মধুর!
সেই মন্ত্রে আছে বাছা শকতি প্রচুর।
প্রতি নারী-মূর্ত্তি মাঝে
আমারি মূরতি রাজে!
কামী, হেরি নারীরূপ, হয় রে লোলুপ;—
ভক্ত কিন্তু সেইরূপে হেরে বিশ্বরূপ!"

অপূর্ব্ব সোনার মেয়ে।

(নর্ম্মদা)

১

আমার সোনার মেয়ে, তোর পানে চেয়ে চেয়ে
আজি আমি বুঝিয়াছি বেশ,
চাঁচর চিকুর কেশে নয়ন-ভুলানো বেশে
নাই, নাই—সৌন্দর্য্যের লেশ!
চাম্পার মতন কান্তি তা শুধু আঁখির ভ্রান্তি!
বিম্বাধর তাও মাগো ফাঁকি,—
কে তবে রূপসী মেয়ে? বুঝেছি মা তোরে পেয়ে,
বুঝেছি মা তোর কাছে থাকি।

২

যে রূপসী কহিনুর, তারো রূপ হয় চুর !
কাঁচ সম ভেঙ্গে চুরে যায়।
চপলা-চমক সম কান্তি যার অনুপম,
তাও মাগো আঁধারে মিশায়।
সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ হায় ! বরিষা-বুদ্বুদপ্রায়
মিশাইতে, নাহি থাকে বাকি।
কে তবে রূপসী মেয়ে ? বুঝেছি মা তোরে পেয়ে,—
বুঝেছি মা তোর কাছে থাকি !

৩

অলোক-সামান্যা কন্যা, লো বরেণ্যা, ওলো ধন্যা,
ওলো কন্যা শত পুত্র জিনি,
যারে হেরি অনুরাগে, প্রীতি পবিত্রতা জাগে,
সেই কন্যা ভুবন-মোহিনী !
বিশ্বপ্রেম জেগে উঠে, আনন্দ-লহরী ছোটে,
ইচ্ছা করে সবে ভালবাসি,
হেরি যার মুখকান্তি, ঘোচে আত্ম-পর-ভ্রান্তি,
সেই কন্যা লাবণ্যের রাশি।

৪

তোরে হেরি, নমুধন, দুনয়নে প্রেমাঞ্জন
মাখিয়াছি—যেই দিকে চাই,

হরিময়, হরিময়, রামময়, কৃষ্ণময়,
শ্যামময় দেখিবারে পাই।
তাই তুই রূপসী মা,—কি মহিমা! কি গরিমা!
দীপ্তিছটা বদনে প্রকাশে,—
দেখ সবে ত্বরা করি, রূপে বিশ্ব আলো করি,
ভুবনমোহিনী কন্যা হাসে।

চারি কন্যা।

[সোনার মেয়ে, রাঙামেয়ে, টুকটুকে মেয়ে, ও
ফুলরেণুর প্রতি।]

কুজ্ঝটি কুহেলি ঢাকা ধরিত্রীর মত,
আমার কবিতা-বধূ কাঁদিত নিয়ত,—
কোথা হ'তে এলি তোরা অকাল-বসন্ত?
দারুণ হিমানী-ভরা ঘুচিল হেমন্ত!
ফলতরু, ফুলতরু ছিল আধ্‌মরা,
অকস্মাৎ হ'ল তারা, ফল-ফুলে ভরা!

২

গুঞ্জরিল অলিপুঞ্জ, মুঞ্জরিল শাখী,
লাল শাখে কুহু কুহু কুহরিল পাখী।
নীলিম আকাশ রাজ্য আত্মার মাঝারে;
ভরি গেল, ভরি গেল পাপিয়া-ঝঙ্কারে!

মদ্‌না চন্দনা সারী, তারাও কূজন্ত।
কোথা হ'তে এলি তোরা অকাল-বসন্ত ?

৩

বালিতে গুঁজিয়া মাথা, গুমরে গুমরে
আমার কবিতা-নদী, অন্তরে অন্তরে,
ফল্গু তটিনীর মত বহিত গোপনে,—
কোন্ যাদুমন্ত্রে আজি, নব জাগরণে
জাগিয়া উঠিল নদী ? কি লীলা হিল্লোল !
বঙ্গোপসাগরে যেন দুরন্ত কল্লোল !

৪

কুলীন পত্নীর মত চির-বিরহিণী
আমার কবিতা-বধূ ছিল অনাথিনী,—
অকস্মাৎ আহা যেন সে চিরবিধুরা,
পতি-দরশনে হ'ল মধুর-মধুরা !
আঁখি মুছি, গরবিণী পরিল সিন্দূর,
দরপণে সোহাগিনী বাঁধিল চিকুর !

৫

কৃষ্ণপক্ষ-নিশি সম, আঁধার, আঁধার,
ছিল এ কবিতা-বধূ ! কালিমার তার,
ছিল না ছিল না অন্ত, তাহার উপরে,
কালো মেঘ ছেয়েছিল উদাস অম্বরে।

কোথা হ'তে পূর্ণচন্দ্র উদিল আকাশে,—
প্রফুল্ল-কৌমুদী-স্নাতা নববধূ হাসে !

৬

কলঙ্কিনী বারবধূ-সমান দুঃশীলা,
ছিল এ মানস-বধূ, এ কি হেরি লীলা ?
পরিতপ্তা, অভিশপ্তা, নীরবে কাঁদিল
"হা কৃষ্ণ" বলিয়া দুঃখে, নিশ্বাস ছাড়িল।
আজি সে গো নিরুপমা ! মোর বনমালী
দেবী-পদে বরি তারে, মুছে দিলা কালী !

৭

কলুষের ইঁটে গাঁথা, কুৎসিত মন্দিরে
বিকট সয়তান্-দৈত্য, গদা মারি শিরে,
লভিত রে ঘোর পূজা,—আজি শুভদিনে,
সৌন্দর্য্যের পুণ্যকুঞ্জে, হৃদয়-বিপিনে,
অমল ধবল এক উঠিল দেউল !
হাসিছে মা অন্নপূর্ণা ! ভুবনে অতুল !

রাঙ্গা মেয়ে।

১

দেখ্‌রে দেখ্ চেয়ে ! মোহিনী রাঙা মেয়ে
ভুবন আলো-করা মোহন রূপ !

স্বরগে দেবতারা, তারাও ভেবে সারা,
দেখেনি কভু তারা এমন রূপ !
আকাশে যত তারা, হ'য়ে নিমেষ-হারা,
করিছে দরশন, হইয়ে চুপ্ !

যেন রে মুখ দিয়া, অমিয়া উথলিয়া,
পড়িছে মার মোর ! এ কি রে রূপ !
জোছনা পড়ে খসি, হের রে মুখশশী !
আলোকে ভরি গেল মানস-কূপ !
আয় রে করি পূজা, এসেছে দশভুজা !
বাজারে শাঁখ্ তোরা জ্বাল্ রে ধূপ !

৩

কোথা সে সারি সারি, গোকুলে গোপনারী,
কাঁকণ ভুজে বাজে, চরণে মল ;—
গলেতে বনমালা, (যেন রে বনবালা !)
চুলেতে গাকে থাকে বকুল-দল ;—
তাদেরো জারি জুরি, তাদেরো ভারি ভুরি,
মোর মায়ের কাছে কেবলি ছল !

৪

কুসুম-কুল-শশী, অতসী, সু-রূপসী,
পায় গো সেও লাজ, হেরি এ ফুল !

মোহন নীল ফিতা, চারু অপরাজিতা,
মায়ের তুলনায় নয়ন-শূল !
গোলাপ গরবিণী, সরসী-সোহাগিনী,
তাদেরো জাঁক করা কেবলি ভুল।

৫

চরণে ধ্যান রাখি, নয়ন বুজে থাকি,
তাই দেখিতে পাই এ হেন রূপ ;
বোঝেনা ভোলা আঁখি, "বাহিরে শুধু ফাঁকি"—
তাই রে মুদি আঁখি, হইয়ে চুপ।
জোছনা পড়ে খসি, আহা কি মুখশশী !
আলোকে ভরি যায় মানস-কূপ !

৬

দেখ্ রে দেখ্ চেয়ে, মোহিনী রাঙ্গামেয়ে,—
ভুবন-আলো-করা মোহনরূপ !
স্বরগে দেবতারা, তারাও ভেবে সারা,
দেখেনি কভু তারা এমন রূপ !
আয় রে করি পূজা, এসেছে দশভুজা ;
বাজারে শাঁখ্ তোরা জ্বাল্‌রে ধূপ !

অপূর্ব্ব রাঙা মেয়ে।

(সুরধুনী)

কত সে উপমা দিয়া, ভাষার তূলিকা নিয়া
কবি আঁকে রমণীর রূপ !
"রাঙারবি-কর-রাশি", কভু বলে "জ্যোৎস্না হাসি",
কভু বলে কুসুমের স্তূপ !
আমি কিন্তু চুপ করি, ওরে মোর লাল পরী,
অপরূপ ওলো রাঙামেয়ে,
অবাক্, আপনা-হারা, ভোলা পাগলের পারা,
থাকি শুধু মুখ-পানে চেয়ে !

২

কি সুধা মাখানো আছে, কি মধু, জড়ানো আছে
ওই তোর অনিন্দ্য বদনে
একি সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি ! একি লাবণ্যের বৃষ্টি।
হেন রূপ নাহি রে ভুবনে।
শিশু যথা, মার পানে, জয় যুক্ত দুনয়ানে,
চেয়ে থাকে, মুখ খানি তুলি,
আমি ও মা রাঙামেয়ে, তোর পানে থাকি চেয়ে,
শিশু সম, মায়া বিশ্ব ভুলি।

৩

অয়ি কন্যা আদরিণী! অয়ি কন্যা সোহাগিনী!
অয়ি কন্যা ভুবনমোহিনী!
আমি ভাবিতাম বৎসে, আমার কবিতা-উৎসে
অনাবৃষ্টি এসেছে, নন্দিনী,
নিদাঘ সন্তাপে আহা শুকাইয়া গেছে তাহা,—
কিন্তু একি, সে যে মহাভুল
আজি এ নির্ঝর-অঙ্গে কি লীলা জেগেছে রঙ্গে!
ভাবের তরঙ্গে সমাকুল!

৪

আমি ভাবিতাম কন্যা, নিবিড় তিমির-বন্যা
প্লাবিয়া ফেলেছে এ অন্তরে!
চন্দ্র তারা কিরীটিনী। পৌর্ণমাসী নিশীথিনী,
কোথা হ'তে ভাতিল অম্বরে!
হৃদয়-মন্দির-তলে, উছলি উছলি চলে,
আজি প্রীতি কালিন্দীর নীর!
চারিধারে শঙ্খধ্বনি! চারিধারে হরিধ্বনি!
ঘুচে গেল মানস তিমির!

টুক্‌টুকে মেয়ে।

(রাজলক্ষ্মী)

রিণিকি রিণি, রিণিকি ঝিনি
চরণে শিঞ্জিনী বাজে রে !
কে এ কন্যা, আমরি ধন্যা,
হৃদয়-মন্দিরে রাজে রে ?
হাসিছে মরি, ভাতিছে মরি,
আহা কি অপূর্ব্ব সামজে রে !

২

সিন্দূর ভালে, বালেন্দু গালে,
আহা মরি কি গো ভঙ্গিমা !
উথলি পড়ে, চৌদিকে ঝরে,
চঞ্চল-চরণ-রক্তিমা।
মধুর ভাষে ; ভুবন হাসে
একি রে মধু মধুরিমা।

৩

তোর ও শোভা, মানস-লোভা,
শোন্ মা, ত্রিলোক-সুন্দরী।
কি যাদু জানে, ঢালে গো প্রাণে,
সুধার ঝরণা ঝরঝরী !

ও চাঁদ-পাছে, চকোর নাচে,—
মরি কি পূর্ণিমা শর্ব্বরী !

৪

শোন্‌রে শোন্, মনের কোণ্
ঝঙ্কারি, বাজে কিঙ্কিণী !
মধুর রাজে, মধুর বাজে
মায়ের চরণ-শিঞ্জিনী
(যেন) কুঞ্জে কুঞ্জে, পুঞ্জে পুঞ্জে,
অলিকুল আজি গুঞ্জিনী !

৫

ভুবন লোভা একি এ শোভা !
ভুবন মোহিনী নন্দিনি,
তোরও পর্শে, অধীর হর্ষে,
কবিতা পড়েছে বন্দিনী !
পাগল পারা, আপনা-হারা,
আজি সে নবীন রঙ্গিণী !

৬

ফুটিল কলি ! কবিতা-অলি
হরষে উঠিছে গুঞ্জরি !
এ শীত-অন্তে, নব বসন্তে,
পুলকিত মন মঞ্জরী !

তরুর কোলে, লতার দোলে,
নাচে আনন্দ-বল্লরী !

৭

তোর ও রূপে, হেরি মা চুপে,
মম বনমালী সুন্দরে !
জয় রে জয় ! ঘুচিল ভয় !
মা আমার শ্যাম-চন্দরে !
এ কি মা কান্তি ! ঘুচিল ভ্রান্তি,—
বিলোকি মম পীতাম্বরে !

৮

এ কি রে রূপ এ কি রে রূপ !
আবীরেতে লালে লাল রে !
কুসুম গুচ্ছে, ময়ূর-পুচ্ছে,
মা আমার নন্দলাল রে !
জয় রে জয় ! আর কি ভয় ?
ঘুচিল মানস-জাল রে !

আমার কবি-ভ্রাতার সাতটী নন্দিনী।

আমার কবি-ভ্রাতার সাতটী নন্দিনী,
ডাকিনী, বাঘিনী তারা, বিমাতা রূপিণী !
"সব খান্—খেতে হবে"—দুরন্ত ঝটিকা-রবে,
সারি সারি, ফণা তুলি, দাঁড়ায় নাগিনী !
বিন্ধ্যগিরি এ মিষ্টান্ন, ক্ষীর-নিধি পায়সান্ন,
আমি বুঝি কুম্ভকর্ণ ? বল্ আদরিণী !
গুড়ের হাঁড়ীতে পড়ি, এই মাছি যাবে মরি—
সাগরে ডুবিয়া যাবে ক্ষীণ তরঙ্গিণী !
দেখেই তো চক্ষু স্থির ! হস্তে লয়ে ধনু তীর,
সমরে নেমেছে যেন দানব-দলনী !
লক্ লক্ লোল জিহ্বা, যেন ত্রিনয়নী শিবা,—
অসিকরা, ভয়ঙ্করা ! কম্পিতা অবনী !

২

আমার কবি-ভ্রাতার সাতটী নন্দিনী,
দেবেন্দ্রের সাত কন্যা, জননী-রূপিণী !
ব্যাধি মোরে ধরিয়াছে, ছায়া তুল্য কাছে কাছে,
তাই দাঁড়াইয়া আছে ত্রিতাপ-হারিণী !
বিষাদে সরে না বাণী, কাঁদিছে কোমল প্রাণী,
পাষাণ ভেদিয়া যেন ধায় নির্ঝরিণী।

গিয়াছে গিয়াছে জানা, এই বেদানার দানা,
প্রীতি-কাশ্মীরের—হেন দুচক্ষে দেখিনি।
গান্ধার তো বহু দূর, রসে ভরা এ আঙ্গুর,
শ্রদ্ধা-কাবুলের বুঝি বল্ সোহাগিনী?
অলোক সামান্যা ধন্যা, তোরা সাত দেব-কন্যা,
সাত শ্বেতভুজা, সাত ত্রিতন্ত্রী-বাদিনী!
মা, ও চরণ-স্পর্শে হৃদি-পদ্ম ফোটে হর্ষে,
সাতটী ইন্দিরা তোরা, আনন্দ-রূপিণী,
আমার কবি ভ্রাতার সাতটী নন্দিনী।

অপূর্ব্ব টুক্‌টুকে মেয়ে।

(রাজলক্ষ্মী)

আফ্রিকার মধ্যভাগে ধূ ধূ মরু বালুকার মত
আমার মানসী বধূ ছিল ঘোর তপ্তা,
হুতাশন-তপ্তা।
ছিল না সবুজ পাতা-চারি ধারে জীর্ণ শীর্ণ তরু,
ঝটিকা-দানবী ছিল তার অনুরক্তা।
ঘোর অনুরক্তা!
"অকস্মাৎ কোথা হ'তে এলি তুই ত্রিলোক-সুন্দরি?
পারিজাতে পারিজাতে, রঙ্গিণ হরিৎ পাতে,
মরুভূমি ভরি গেল মরি!

মুঞ্জরিল কলি, গুঞ্জরিল অলি!
ঝঙ্কারিয়া ঝঙ্কারিয়া গাহিয়া উঠিল বুল্‌বুলি!
করি কত লীলা, গাহিল কোকিলা
ললিত কাকলি রব তুলি!
দেবেন্দ্রের নন্দন-কানন-রূপ ধরি,
কোথা হ'তে এলি তুই ত্রিলোক সুন্দরি?

২

দুর্ব্বাসার শাপে হায় আমার এ মানস-অপ্সরী
ধূলায় ধূসর-দেহা, ছিল অভিশপ্তা
ঘোর অভিশপ্তা।
বাল-বিধবার মত পরিত না সিন্দূর সুন্দরী,—
অলক্ষ্মী-ডাইনী ছিল তার অনুরক্তা,
ঘোর অনুরক্তা।
অকস্মাৎ মন্ত্র-সিদ্ধা, এলি তুই অপূর্ব্ব যোগিনী
সহসা ইন্দিরা-সাজে, মানস-অপ্সরী রাজে,
বাজিল রে কঙ্কণ-কিঙ্কিণী।
বাজিছে শিঞ্জিনী, করি রিণি রিণি,
নাচিছে নাচিছে রঙ্গে মূর্ত্তিমতী যেন রে রাগিণী!
ঝল্‌মলে চেলী! করে নৃত্যকেলী,
সুহাসিনী আনন্দ-রূপিণী!
অভিশপ্তা নারী আজি সাজিল রঙ্গিণী,—
কোথা হ'তে এলি কন্যা, বিশ্ব-বিজয়িনী?

৩

এতদিনে ফলিল কি সুখস্বপ্ন ? ও তোর মাধুরী
বল্ বল্ পেলি কোথা ? অয়ি সুচরিত্রে,
অয়ি সুপবিত্রে
নারদের বীণাযন্ত্রে নাম-সুধা পড়ে ঝরি ঝরি,—
আনিলি হরিয়া তাহা কোন্ সুধাপাত্রে ?
কোন্ সুধাপাত্রে ?
অকস্মাৎ মূর্ত্তিমতী ভক্তি-বেশে আইলি নন্দিনী !
সহসা উঠিল বেঁচে-সহসা উঠিল নেচে
আত্মা বধূ, যেন পাগলিনী
মধু হরিধ্বনি ! মধু হরিধ্বনি !
হরি-নামামৃত এত কোথা পেলি, ওলো কুহকিনি ?
ধ্রুব ওই নাচে। তার পাছে পাছে,
নাচে মীরা, প্রেম-উন্মাদিনী
তুই বুঝি অয়ি কন্যে, ভুবন-মোহিনী,
মূর্ত্তিমতী গীতি আহা কৃষ্ণ-বিষয়িণী ?

মেয়ের আদর।

কে গো শিরীষের ফুল ? কে গো শিশিরের তুল ?
কাহার কোমল প্রাণ ? দয়ার শরীর ?
পরদুখে ঝরে কার দুনয়নে নীর ?

মাছ-কোটা দেখে মেয়ে, কেঁদেই অস্থির
মোর পুঁটুমণি, মোর পুঁটুমণি।

২

কে গো প্রভাতের রাণী ? কে গো প্রভাতের রাণী ?
গোলাপী ঊষার মত কার মধু মুখ ?
প্রভাতে হেরিলে যারে ঘুচে যায় দুখ।
(আর) রাঙ্গারবি উঁকি মারে, বড়ই কৌতুক !
মোর পুঁটুমণি, মোর পুঁটুমণি।

৩

কে গো বসন্তের রাণী ? কে গো বসন্তের রাণী ?
ললিত লবঙ্গলতা কার বাহু দুটী ?
বদন-চম্পকে শত ফুল আছে ফুটি।
(আর) অশোক অধর কার হেসে কুটি কুটি ?
মোর পুঁটুমণি, মোর পুঁটুমণি।

৪

কে গো ঝরণার জল ? কে গো ঝরণার জল ?
কলকণ্ঠে ঝরে কার সঙ্গীত তরল ?
কোকিলের কুহুস্বরে ভুবন পাগল !
কাণ যায় জুড়াইয়া, পরাণ শীতল !
মোর পুঁটুমণি, মোর পুঁটুমণি !

৫

কেগো মূর্ত্তিমতী বীণা ? কেগো মূর্ত্তিমতী বীণা ?
ঝঙ্কারে বাজিয়ে উঠে স্বর কার নানা ?
(শুনি) ফুল হাসে, পাখী নাচে, নাহি মানে মানা !
(আহা) আপনার ভাবে কন্যা আপনি মগনা !
মোর পুঁটুমণি, মোর পুঁটুমণি।

৬

কার নাহিরে উপমা ? কার নাহিরে উপমা ?
অপরাজিতার মত নয়ন নীলিমা,
বরণে অতসী-আভা, বদনে চাঁদিমা !
(আহা) রাজলক্ষ্মী মার কিবা মহিমা গরিমা
মোর পুঁটুমণি, মোর পুঁটুমণি ?

পেঁপে সুন্দরী।

পেঁপে ফল কাটি, আমি হেরিনু বিস্ময়ে—
কচি কচি দুটী হাত, কচি পা দুখানি !
মায়ার ঘোমটা খোলা ;—সোণার বলয়ে
একি শোভা ! চুপে বসি হাসে পেঁপেরাণী !
"বাছা" বলি ; আহা মরি, তুলি ক্ষুদ্রপাণি

আশীষেন ভক্তপুত্রে ; বিজন আলয়ে
হেরি তারে, দরদর আঁখি দুটী ব'য়ে,
বহিল আনন্দধারা ; নাহি সরে বাণী !"
তোমরা হেস না রঙ্গে, কঠিন বিজ্ঞানী !
প্রীতি-অণুযন্ত্র দিয়া, হেরেছি এরূপ !
আমার এ শুভ্রকাচ অতি অপরূপ,
তোমাদের কালো কাচ হারি যায় মানি !
তোমরা কি জাননাক', মোর সোণা মেয়ে,
অনুরূপে, বিভুরূপে, বিশ্ব আছে ছেয়ে ?